প্রকাশক :

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়
১৮, রজনী গুপ্ত রো
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৫
অনুবাদক :
সুবোধ চক্রবর্ত্তী

মুদ্রক :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

সূচীপত্র

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কার্ড বক্স

বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ি।

সময় ভর দুপুর। আগস্টের ভ্যাঁপসা গরম। ঘরের বাইরে যেন আগুনের হল্কা বইছে। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ বাড়িগুলোর ওপর দুপুরের নির্মম নিষ্ঠুর সূর্যটা যেন চরম আক্রোশে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর? বাড়িগুলোর ওপর সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা পড়ে এমন এক দুঃসহ যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ফলে জানালা দিয়ে সেদিকে চোখ ফেরানোই দায়। কার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব যে, এক সময় এই বাড়িগুলোই শীতে কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মত ধুঁকত। আর শার্সিগুলোতে জমে থাকত পেঁজা-তুলোর মত বরফের হাল্কা আস্তরণ।

আমাদের ঘরের ভেতরেও চলছে নিষ্ঠুর মধ্যাহ্ন সূর্যের নিরবচ্ছিন্ন দাপট। জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তেই ধাঁ ধা লাগার উপক্রম হ'ল। অনন্যোপায় হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হল। আর আমাদের ঘরের দেওয়াল? সূর্যের তেজে এমন গরম হয়ে গেছে যে ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। ইঁট-বালি সুরকি গরম হয়ে তা থেকে তাপ যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ঘরের ঘরের খড়খড়িগুলো অর্ধেক নামিয়ে দেয়া হয়েছে। একটু আধটু মুক্ত বাতাসেরও দরকার যে। আমার বন্ধুবর হোমস সোফার ওপর শুয়ে বিচিত্র তার শোবার ভঙ্গীমা যা তার কাছে বিশেষ আয়েস ও স্বস্তি-দায়ক। তার হাতে একটা চিঠি। সকালের ডাকেই এসেছে। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে সেটা বার বার পড়ছে। আর আমি? আমাকে গরমে ততটা কাবু করতে পারে না। সত্য বলতে কি শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মই আমার কাছে অধিকতর প্রিয়! কারণ রুজিরোজগারের ধান্দায় আমাকে দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে কাটাতে হয়েছে। সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর ফলেই নব্বই ডিগ্রি তাপমাত্রা

আমাব কাছে মোটেই অসহনীয় সমস্যাই নাই। কিন্তু বন্ধুবর হোমস আজীবন শীতের দেশে কাটিয়েছে। তার কাছে নব্বই ডিগ্রীই যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ফেরিওয়ালা সকালের খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। তার অবকাশ কোথায় যে পাতা উল্টে দেখবে? অনাদরে টেবিলেই পড়ে রয়েছে। আমি ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিলাম। পুরো কাগজটাতেই একবার ওপর-ওপর চোখ বুলালাম। এমন একটা ভাল খবর কিছু পেলাম না যা ধৈর্য ধরে পড়া যায়। কেবলমাত্র যেটুকু পেলাম, পার্লামেন্টের অধিবেশন সাঙ্গ হয়ে গেছে। সবাই শরীর ও মনের সামাজিক তৃপ্তির খোরাক সংগ্রহ করতে সহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে! আমার মনেও স্বস্তি নেই। নিউ ফরেন্টের ঝাঁকড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে, বনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার শাসন না মানা মন। আর সাউথসি'র সৈকতভূমিতে আমার বাঁধন হারা মন আনন্দে নেচে বেডাচ্ছে। এ-মুহূর্তে আমার দেহটাই শুধুমাত্র বেকারষ্ট্রীটে পড়ে রয়েছে। আমার বন্ধুবর হোমস-এব? এসব বাতিক বিন্দুমাত্রও নেই। সর্বক্ষণ নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকার মধ্যেই তার যত আনন্দ, যত সুখ। সমুদ্র বা পাহাড় পর্বত কোন কিছুই তার মনকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। সত্য বলতে কি, আমার ব্যাঙ্কের পাশবইয়ের পাতায় টাকার অঙ্ক কমতে-কমতে একটামাত্র বিন্দুতে এসে ঠেকেছে। নইলে আমায় ঠেকায় সাধ্য কার? যে কোন একটা জায়গা বেছে নিয়ে ঝোলা-কাঁধে বেরিয়ে পড়তাম। কেউ টেরও পেত না।

হোমস আমার মত ভ্রমণ-পাগল নয়। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। পঞ্চাশ লক্ষ্য লোকের মধ্যে সোফায় শরীর কুঁকড়ে শুয়ে জটির সমস্যার মধ্যে ডুকে থেকে প্রতিটি অমীমাংসিত রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো, ও কোন রহস্যের আঁচ পেলেই তা নিয়ে মেতে থাকাতেই তার যত আনন্দ। স্বীকার করি, তার গুণাবলীর শেষ

নেই। কিন্তু এত কিছু থাকা সত্বেও তার মনে প্রকৃতির বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন স্থান নেই তার চেয়ে বরং কোন অপরাধ রহস্যের গন্ধ বা কানা ঘুশো শোনামাত্র বিশেষ প্রাণীর মত গন্ধ শুকতে-শুকতে সেখানে পৌঁছানোর প্রয়াসী হতে যার অসীম আনন্দ প্রকৃতির জন্য তার অন্তস্থলে স্থান কোথায়? অস্বীকার করব না। তার মত সত্যান্বেষীকে মাঝে মধ্যে গ্রামে ধাওয়া করতে হয়। তবে কখন? কোন অপরাধীর পিছনে ছুটতে গিয়ে তার সাহায্যকারীর খোঁজে গুটি গুটি গ্রামে হাজির হতে হয়। ব্যস, এটুকুতেই তার যেটুকু বায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে, এর বেশী এক তিলও নয়।

আমি ঘরের কাগজটা টেবিলে রেখে বন্ধুবর হোমস-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। আমার প্রতি তার কোন আগ্রহই নজরে পড়ল না। আমার উপস্থিতিও সে অনুমান করতে পেরেছে বলেও মনে হল না। সে চিঠির পাতায় এমনভাবে মুখ খুঁজে আত্মমগ্ন হয়ে রয়েছে যে, জাগতিক অন্য কোন ব্যাপারেই তার তিলমাত্র খেয়াল নেই।

আমি অনন্যোপায় হয়ে আরাম-কদারায় হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রইলাম। টুকরো-টুকরো দিবাস্বপ্ন যে দেখেছিলাম, মিথ্যে নয়।

কতক্ষণ চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যে ছিলাম সঠিক বলা মুশকিল। এক সময় বন্ধুর কণ্ঠস্বরে আমার তন্দ্রাটুকু চটে গেল। সে বললে—'ডাক্তার ওয়াটসন।

আমি তন্দ্রা কাটিয়ে চোখ মেলে তাকালাম।

হোমস বলল—'ওয়াটসন, ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হোমস-এর মুখের দিকে তাকালাম।

হোমস বলে চলল—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এভাবে একটা বিতর্কের মীমাংসা করতে প্রয়াসী হওয়ার বাস্তবিকই কোন যুক্তি নেই। আমি ত বার-বারই বলেছি—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হোমস পূর্ব প্রসঙ্গ শুরু করল—হ্যাঁ. অনেকে ভেবে চিন্তে এ-সিদ্ধান্তেই পৌঁছলাম. তোমায় যুক্তিই সঙ্গত ডাক্তার।

আমি অত্যাগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম—তুমি তবে স্বীকার করছ হোমস, ওভাবে মীমাংসা করতে যাওয়া সঙ্গত হবে না? কথাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পরক্ষণেই যখন বুঝলাম যে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যে-চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করছিলাম সে ঠিক একই মন্তব্য করেছে এখন আমি বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারলাম না। চোখের তারার বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

হোমস নীরবে মুচকি হাসল। চিঠিটা হাতে রেখেই সোফায় সোজা হয়ে বসল।

আমি কপালের চামড়ায় ভাঁজ ফেলে সবিস্ময়ে বললাম—হোমস, এটা কি করে সম্ভব হ'ল?'

হোমস-এর মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল।

আমি ব'লে চললাম—আমি যে ভাবতেও পারছি না হোমস, কি করে এটা সম্ভব হ'ল?

হোমস সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জানালার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল—ডাক্তার, আজ. একটু আগেই ত পো'র আউট লাইন-গুলোর অংশবিশেষ তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তাতে কি লেখা ছিল? লেখা ছিল, একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চিন্তাবিদ তার সহকর্মীর অকথিত ভাবনা চিন্তাকে অনুসরণ করে চলেছে। তুমি তখন কি মন্তব্য করেছিলে, স্মরণ করতে পারছ ডাক্তার?

আমি মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলাম, ব্যাপারটা লেখকের একটা বিশেষ গুণ, বিশেষ ক্ষমতা।'

—ঠিক তাই। তোমার সে-কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম, আমি প্রায়ই এমনটা করি, বলি নি?

আমি তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

হোমস বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—'তুমি এমন আমার কথা শুধুমাত্র অবিশ্বাসই নয়, একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলে ডাক্তার।'

—এখানেই একটু ভুল করলে হোমস।

কই আমি ত হাসি নি, কিছু বলিই নি।

ম্লান হেসে হোমস বলল—'এটা ঠিকই বন্ধু, মুখফুটে কিছু বলনি। কিন্তু তোমার কপালের চামড়া আর চোখের তারায় ছিল সুস্পষ্ট অবিশ্বাসের ছাপ। তাই যখন দেখলাম, হাতের কাগজটা টেবিলে ছুড়ে দিয়ে তুমি গভীর চিন্তায় আত্মমগ্ন হলে তখন তোমার চিন্তার গভীরতাকে আমি আমার পাঠোদ্ধার করার সুযোগ পেয়ে আমি যারপরনাই তুষ্টই হয়েছিলাম।'

—তাই নাকি বন্ধু?

মুচকি হেসে হোমস এবার বলল—তার পরমুহূর্তেই আমি তোমার চিন্তার সঙ্গে আমার ভাবনাকে মিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।'

হোমস পাকেট থেকে চুরুট বের করে অগ্নি সংযোগ করল। এক গাল ধোয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে এবার বলল—তোমার চিন্তার সঙ্গে আমাব চিন্তার মিলটুকুর কথা বলার জন্যই তোমার চিন্তার বিঘ্ন ঘটালাম।

হোমস-এর কথা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। কিন্তু তার কাছে কিভাবে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করত ক্ষণিক নীরবতার মধ্য দিয়ে ভেবে নিয়ে বললাম—'বন্ধু, সে ঘটনাটা তুমি আমাকে পাঠ করে শুনিয়েছিলে তাতে তার ক্রিয়াকাণ্ডের কথা ধরে নিয়েই যুক্তিবিদ সিদ্ধান্তে পেঁৗছতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটুকু মনে পড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে লোকটা আচমকা পাথরের গায়ে পা লাগার জন্যই হুমড়ি খেয়ে

পড়ে গিয়েছিল। তারপরই আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাত্রির তারকাখচিত আকাশের দিকে—তাই ত ?'

হোমস মুচকি হেসে সংক্ষেপে উচ্চারণ করল—'হু'।

আমি বলে চললাম—'কিন্তু বন্ধু, তুমি যখন ঘটনাটা পড়ে শোনাচ্ছিলে আমি ত তখন একেবারে মুখে কলুপ এটে বসেছিলাম। টু-শব্দটি পর্যন্ত করি নি। তাই যদি হয় তুমি আমার কাছ থেকে চিন্তার সূত্র কি করে যে পেলে, ভেবে পাচ্ছি নে।'

হোমস হেসে বলল—'মুখে না-ই বা বল্‌লে ডাক্তার।'

—তবে ?

—তবে তুমি নিজের প্রতি ঠিক বিচার করছ না, বুঝলে ডাক্তার ? মানুষের চোখ মুখই তার মনের কথা ফুটিয়ে তোলার সব চেয়ে বড় মাধ্যমে। যারা পারে মানুষের চোখ মুখের ভাব দেখেই তার মনের কথা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারে। অন্ততঃ তোমার চোখ-মুখের ওপর এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যায়।

—তোমার কথা আমাকে সত্যই অবাক করছে হোমস। আমার চোখ-মুখ দেখেই তুমি আমার মনের কথা, আমার চিন্তাধারাকে উপলব্ধ করে ফেলতে পার ? বিশ্বাস করতে এতটুকুও উৎসাহ পাচ্ছি নে।'

—অবিশ্বাস করলে কি আর করার আছে। তোমার চোখ দুটোতেই মনের কথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এবার আমাব একটা কথার জবাব দাও ত ডাক্তার, তোমার দিবাস্বপ্ন কি দিয়ে শুরু হয়েছিল ?

—কই, কিছুই মনে পড়ছে না ত !'

—কিছুই মনে করতে পারছ না বন্ধু ?'

—না, কিছুই না।

—তবে আমার মুখ থেকেই শোন। কাগজটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরেই তোমার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

আমি বিস্ময়ভরা চোখে হোমস-এর মুখের দিকে তাকালাম।

—তুমি অবাক হচ্ছ ডাক্তার ? ঠিকই বসছি। কাগজটা টেবিলে

রেখে প্রায় আধ মিনিট তুমি নিশ্চিন্তে বসেছিলে। তারপরেই তুমি চোখের তারা দুটো ঘুরিয়ে দেয়ালে টাঙানো গভর্ণরের প্রতিকৃত্তিটার দিকে তাকিয়ে ছিলে। তখন তোমার চোখ-মুখের পরিবর্তন দেখে অনুমান করতে আমার এতটুকু অসুবিধে হয় নি ডাক্তার। আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, তুমি ভেতরে-ভেতরে চিন্তার জট ছাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু তোমার সে-চিন্তা দীর্ঘস্থানী হয়নি। পরমুহূর্তেই তুমি হেনরি-ওয়াড´ বীচার-এর ফটোটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। তুমি দেয়ালের দিকে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইলে। ব্যাপারটা একেবারে জলের মত স্বচ্ছ ডাক্তার।

এতই যদি সহজ হয় তবে বলেই ফেল না কি ভাবছিলাম আমি ?
—গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলে, হেনরি ওয়াড´-এর ছবিটার দিকে তাকিয়ে, ফাঁকা জায়গাটায় ছবিটাকে টাঙিয়ে দিলে জায়গাটা আর ফাঁকা থাকবে না। আর বিপরীত দেয়ালে টাঙানো গভর্ণরের ছবিটার মুখোমুখি অবস্থান করবে, কি ডাক্তার, ঠিক বলি নি ?'

—ঠিক। আশ্চর্য ব্যাপারত বন্ধু আমার চিন্তাধারাকে যে ক্যামেরা দিয়ে হুবহু তুলে এনেছ।

—এবার কি বলছি শোন, এবার তোমার চিন্তা বিচার-মুখী হল। তুমি এমন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি'তে ছবিটার দিকে তাকালে যাতে ভাবতেই হ'ল তুমি তাঁর চোখ মুখের রেখা পাঠ করে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা ধারণা নেবার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহী। তখন তোমার চোখ যে কুঁচকে গিয়েছিল, ভাঁজ পড়েছিল কপালের চামড়ায়। তুমি নির্ণিমেষ চোখে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধই রাখলে। তোমার মনের গভীর যে চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। লর্ড´ তুমি বিচারের জীবনের ছিন্ন-বিছিন্ন ঘটনাগুলোকে একত্রিত করতে চেষ্টা করছিলো। আমার জানা ছিল, গৃহযুদ্ধ চলাকালীন উত্তর অঞ্চলের পক্ষ অবলম্বন করে সে মহান আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাকে বাদ দিয়ে সে কাজ তোমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের অধিকতর বখাটে

ছোড়ারা তখন যেভাবে তাকে মেনে দিয়েছিল, তার এতটুকুও আমার মন থেকে মুছে যায় নি। ব্যাপারটা তোমার মধ্যে এত বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যে, আমি নিঃসন্দেহ সে-ঘটনা ছাড়া অন্য কোনরকম ভাবনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, মুহূর্তকাল পরে যখন আমি লক্ষ্য করলাম, তুমি ছবিটা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন আমি অনুমান করলাম—অনুমান নয়, নিঃসন্দেহেই হলাম, তুমি আবার গৃহযুদ্ধের ভাবনায় তলিয়ে গেছ।

আমি চোখে মুখে কৌতূহলের ছাপ এঁকে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হোমস আবার পূর্ব প্রসঙ্গ শুরু করল—'তার কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম তোমার মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবান্তর ঘটছে। ঠোঁটজোড়া অনবরত কাঁপছে, চোখের তারা দুটো জ্বলজ্বল করছে, আর হাত দুটো শক্তভাবে মুঠো করা, সব মিলিয়ে কেমন একটা দৃঢ়তার ছাপ তোমার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তখনই আমি নিঃসন্দেহ হলাম সেই ভীষণ যুদ্ধের উভয় পক্ষই যে কঠোর মনোভাব ও অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তার ভাবনায়ই তুমি আত্মমগ্ন।

আমি আচমকা চেঁচিয়ে ওঠলাম—'হোমস, আমার মনের কথা কি করে এমন হুবহু তোমার চিন্তায় ধরা পড়ল, কিছুতেই ভাবতে পারছি না।'

হোমস মুচকি হেসে তার অসমাপ্ত বক্তব্যটুকু সমাপ্ত করার দিকে মন দিল—'হ্যাঁ, তোমার চোখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপটুকু আমার স্পষ্ট নজরে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার মুখের ভাবান্তর ঘটল! তোমার চোখ মুখ ক্রমেই ফ্যাকাশে-বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ঠিক যেন এক বিষন্নতার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে গেলে তুমি। আপন ঘাড়টা বার বার এদিক-ওদিক নাড়াতে লাগলে। আমার বুঝতে দেরী হ'ল না। সে যুদ্ধের পরিণতির দৃশ্য আচমকা তোমার মনের ওপর ক্রিয়া করতে শুরু করেছে। ভয়ংকর সে যুদ্ধের

ফলে যে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। যে রক্ত বন্যা বয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্তনাদে আকাশ-বাতাসকে বিষিয়ে তুলেছিল, অহেতুক নিরপরাধ কতগুলো মানুষের জীবন হানি ঘটেছিল, সে দুঃসহ যন্ত্রণা তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। আর তুমি নীরবে ডানহাতটাকে পুরণো ক্ষতের উপর নিয়ে স্থির করলে। ঠিক তখনই তোমার চোখে-মুখে করুণ-হাসির ছাপ ফুটে উঠল। আমার বুঝতে দেরী হ'ল না একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কটের মীমাংসার জন্য অনুসৃত হাস্যকর দিকটা তোমার মনের মধ্যে নীরবে পাক খেয়ে চলেছে। ঠিক সে মুহূর্তেই আমার মনটা ক্রমেই তোমার চিন্তা ভাবনার কাছাকাছি এগিয়ে যেতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তোমার মতকেই আঁকড়ে ধরলাম, স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে. এটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। আমার ধারণাগুলো নির্ভুল পথে ধাবিত হয়েছে দেখে আমি খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠলাম।'

আমি উচ্ছসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলাম—'ঠিক। একেবারে অভ্রান্ত বক্তব্য রেখেছে বন্ধু! তুমি সব কিছু খোলসা করে বুঝিয়ে দেবার পরেও আমি বলছি, আমার মনের জমাটবাঁধা বিস্ময়টুকু ঠিক আগের জায়গাতেই স্থির হয়ে রয়েছে।'

হোমস হাতের চুরুটের শেষাংশে লম্বা একটা টান দিয়ে বল্‌ল—বন্ধু ওয়াটসন, এটা একেবারেই বাইরের ব্যাপার তা তোমাকে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি। মনে করতে পার, এ ব্যাপারে আমি একেবারেই নিঃসন্দেহ। সেদিন আমার বক্তব্যে তুমি যদি অনাস্থা প্রকাশ না করতে তবে আমি অবশ্যই তোমার গভীর চিন্তায় এমন করে বাধা প্রদান করতে যেতাম না। এ মুহূর্তে আমার মধ্যে এমন একটা ছোট্ট সমস্যা ঘুরপাক খাচ্ছে যার রহস্য উদ্ঘাটন বাস্তবিকই পরিশ্রম সাপেক্ষ।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকালাম।

হোমস বলে চল্‌ল—'ক্রসভনের ক্রশ-ষ্ট্রিটের এক মহিলা, যাঁর নাম মিস ক্রুশিং। হাঁ, মিস ক্রুশিং-এর কাছে ডাকে পাঠানো একটা মোড়কে যে অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য বস্তু পাওয়া গেছে সে বিষয়ে আজকের

খবরের কাগজ আলোকপাত করেছে। সে-সাড়াজাগানো খবরটা তোমার নজরে পড়েছে কি ডাক্তার ?

,—না, বন্ধু সকাল থেকে কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুবে ছিলাম, অন্য কোনদিকে নজর দেওয়া সম্ভবই হয় নি। বলতে লজ্জা নেই, আজকের সকালের কাগজটা ছুঁতে পর্যন্ত পারি নি। একটু আগে এখানে অন্যমনস্কভাবে যেটুকু—'

হোমস চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠল—' সে কি বন্ধু, এমন রহস্যজনক একটা ঘটনা আজকের কাগজে ছাপা হয়েছে আর তুমি কাগজ পড়ারই সময় পাও নি !

আমি মুখে সলজ্জ হাসির রেখা টেনে বললাম—'না, একদম অবকাশ ছিল না'।

'—ঠিক আছে। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা আমার দিকে দয়া করে বাড়িয়ে দাও ত।'

আমি হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। কাগজেব পাতাগুলি ব্যস্তভাবে উল্টে সে অর্থনীতির কলমে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তারপর এক জায়গায় অঙ্গুলি—নির্দেশ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্ল—'এই যে, ডাক্তার। এইখানে খবরটা ছাপা হয়েছে।

কাগজটা নাও, জোরে জোরে পড়ত শুনি।'

কথা বলতে বলতে হোমস আমার হাতে খবরের কাগজটা তুলে দিল। আমি হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে বিশেষ খবরটা বেশ জোরে জোরেই পড়লাম। খবরে শিরোনামা দেওয়া হয়েছে—'ভয়ংকর একটা প্যাকেট।' উক্ত শিরোনামা সম্বলিত খবরটা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম—। মিস সুদাম ক্রুশিং ক্রস স্ট্রীটে বসবাস করেন। তিনি হঠাৎ একটা অবাঞ্ছিত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে এই ঘটনার পিছনে যদি কোন অমঙ্গল-জনক ব্যাপার লুকিয়ে থাকে তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। গতকাল বেলা

ত্বটোয় মিস ক্রুশিং ডাক-পিওনের কাছ থেকে একটা মোড়ক পেয়ে ছিলেন। বাদামি রঙের কাগজ দিয়ে মোড়কটা করা হয়েছে। সেটা হাতে পেয়ে তিনি বড়ই কৌতূহলী হয়ে পড়েন ব্যস্ত হাতে সেটা খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। দেখেন, তার ভেতরে রয়েছে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্সটা খুলে তিনি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে পড়েন। বড়-বড় দানা নুন দিয়ে বাক্সটা বোঝাই করে দেওয়া হয়েছে। ঘরের বাইরে গিয়ে বাক্সটা থেকে নুনটুকু ফেলে দিয়েই তিনি আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। বাক্সটা থেকে ত্বটো মানুষের কান মাটিতে পড়ল। তাঁর সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল, গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁপা-কাঁপা পায়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন তিনি। মোড়কের গায়ে সিল মোহরটা ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, বেলফাষ্ট ডাক-ঘরেরই সিলমোহড় দেওয়া। কিন্তু কে পাঠিয়েছে, নাম ঠিকানা কিছুই লেখা নেই। অভাবনীয় এ-ঘটনাটা আরও বেশী রহস্যের উদ্রেক করল। এই জন্য যে, তিনি একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্কা অবিবাহিতা মহিলা। কোন ঝুট ঝামেলায় কোনদিন যান নি, পছন্দও করেন না। এখন নিরিবিলিতে অবসর-জীবন যাপন করছেন। আর এ কারণেই তাঁর পরিচিত লোকজনের সংখ্যা খুবই কম। বিশেষ করে ডাকযোগে কিছু পাঠানো ত দূরের কথা এমন কি চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজখবর নেয়ার হিতাকাঙ্খীরও একান্ত অভাব।

আমি খবরের কাগজের বক্তব্য পাঠ করতে করতে মুহূর্তের জন্য বন্ধুবর হোমস-এর মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখের অত্যুগ্র আগ্রহের ছাপটুকু আমারও নজর এড়ায় নি। তার আঙুলের ফাঁকের আধ-পোড়া চুরুটটা থেকে ধোঁয়া কুণ্ডলি পাঁকিয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

আমি আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে খবরের কাগজের পাতায় নিবদ্ধ করলাম —তবে কয়েক বছর পূর্বে তিনি যখন পো-তে থাকতেন, তাঁর বাড়ির কিছুটা অংশ তিনটি যুবককে ভাড়া দিয়েছিলেন। তারা সবাই ডাক্তারি

পড়ত। কিন্তু সর্বদা তারা চিৎকার চেঁচামেচি হৈ চৈ করে বাড়ি মাৎ করে তুলত। ভদ্র-মহিলা শেষ পর্যন্ত তিষ্ঠতে না পেরে বাড়ি থেকে তাদের তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভদ্র-মহিলা অনন্যোপায় হয়ে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা নিয়ে পুলিস-ষ্টেশনে হাজির হল। ঘটনার বিবরণ শুনে পুলিস সিদ্ধান্ত নেই, অবিশ্বাস্য রহস্যজনক এ-কাজটা সে সব ডাক্তার বাবাজীবনদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। ভদ্র মহিলার ওপর তারা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা লাসকাটা ঘর থেকে দু'দুটো কান সংগ্রহ করেছে। সেই দুটো বাক্সবলা করে তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে একটু সন্ত্রস্ত করে তুলতেই এমন একটা বিচিত্র কাণ্ড করেছে। এরকম চিন্তা করার পিছনে আরও একটি কারণের কথা ভাবা যেতে পারে। যুবক তিনজনের মধ্যে একজন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বাসিন্দা। মিস ক্রুশিং স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে বলেছেন তাঁর বাড়ি বেলফাষ্টে।

হোমস বলল—'তবে মিস ক্রুশিং মত বেলফাষ্টে যুবকের বাড়ি, তাই ত?

আমি কাগজ থেকে মুখ তুলে তার প্রশ্নের জবাব দিলাম—হ্যাঁ, কাগজে ত এরকমই লেখা রয়েছে দেখছি। হোমস-এর কথার জবাব দিয়ে আমি আবার কাগজের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। 'ব্যাপারটা নিয়ে থানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেছে। সত্যান্বেষী মিঃ লেষ্ট্রেডের ওপর পরে ব্যাপারটার তদন্তের দায়িত্ব বর্তেছে।

আমি কাগজের বক্তব্য পড়া শেষ করে সেটাকে ভাঁজ করতে লাগলাম। হোমস নিভে যাওয়া চুরুটটা ছাঁইদানিতে গুঁজতে-গুঁজতে বলল ডাক্তার, 'ডেইলি ক্রনিকল'-এর বক্তব্যও শুনলে। এবার মিঃ লেষ্ট্রেড-এর কথা কিছু শোন। তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। আমায় পরিষ্কার লিখেছেন, মামলাটা নাকি আমার হাতে নেয়ার মত। ঘটনাটাকে ঠিক ঠিকভাবে যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়ে তার জন্য যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছি। আমার বেলফাষ্ট—ডাকঘরে টেলিগ্রাম করেছিলাম। সেদিন নাকি অনেকগুলো পার্শেল এসেছিল। তাই কাঠের বাক্সটার কথা কাজের চাপে স্মরণ করতে বা চিহ্নিত করতে তারা অক্ষম। পার্শেল-টার কথা মনে করাব মত কোন রকম প্রমাণই তাদের কাছে নেই। বাক্সটা আসলে তামাক রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারি ছাত্রের কথাটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। আর সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে বলেই মনে করি। কিন্তু কোন ব্যাপারেই আমি পাকাপাকি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছি না। তাই আমার বিশ্বাস, আপনি একবারটি সশরীরে এখানে এলে খুবই উপকার হতে পারে।' চিঠি পড়া শেষ করে হোমস একবার আমার দিকে ঘাড় ঘুরাল। হেসে বললে—'ডাক্তার আচমকা এসে কেসটা হাতে নিলে কেমন হয়? গরমে একটু আধটু কষ্ট হবে ঠিকই। তবু যদি ইচ্ছুক হও কেসটা হাতে নিয়েই ফেলি, রাজী তো।

আমি মুচকি হেসে বললাম—'হোমস, আমিও এরকমই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলাম। হাতে তেমন কাজও নেই, প্রতি-বন্ধকতার ত প্রশ্নই ওঠে না।'

'—ভাল কথা। তোমার বন্ধুতা পূর্ণ হবে বন্ধু।'

আমার মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ভৃত্যকে ডেকে বলল—আমার বুটজোড়া কোথায় নিয়ে আয়। আর একটা কাজ করবি, একটা গাড়ী ডেকে নিয়ে আসবি। আমি পোশাক পালটে আর চুরুটের বাক্সটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নীচে যাচ্ছি।

আমাদের ট্রেন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে একটু আধটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। গরমটা অনেক কমেছে বলে মনে হল। হোমস গাড়ীতে ওঠার আগেই মিঃ লেষ্ট্রেড এর কাছে টেলিগ্রাম করে এসেছিল। তাই আশা করছে ভদ্রলোক নির্ঘাৎ আমাদের জন্য ষ্টেশনের সদর দরজায় অপেক্ষা করবেন।

আমি বিস্ময়ে প্রকাশ করে বললাম—তাই নাকি! এর মধ্যে তুমি আবার মিঃ লেষ্ট্রেড-এর কাছে টেলিগ্রাম করলে কখন?

—এই ত মজা বন্ধু। আমি এরই মধ্যে কখন গিয়ে টুক্ করে কাজ সেরে এসেছি, ভাবতেই পারছনা.

গাড়ী থেকে নেমে আমরা ষ্টেশনের সদর দরজার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল মিঃ লেষ্ট্রেড নিকোটিনে তামাটে হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বের করে হেসে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখের হাসিটুকু অক্ষুন্ন রেখেই বললেন-নমস্কার। পথে কোন কষ্ট হয় নি ত মিঃ হোমস?

হোমস মুচকি হেসে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলল—না। যেটুকু হল তা—ত মেনে নিতেই হবে মিঃ লেষ্ট্রেড। নইলে সে পথে না বেরিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতে হয়।

কুদর্শন লোকটা তামাটে দাঁতগুলো বের করে সশব্দে হেসে বললেন—সে ত নিশ্চয়ই। সে ত নিশ্চয়ই।

—মিস ক্রুশিং-এর বাড়ীটা কত দূর?

—বেশী দূর নয়, মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। গাড়ির ব্যবস্থা করব নাকি—

—না না, পাঁচ মিনিটের ত ব্যাপার। গল্প করতে করতে বেশ চলে যাওয়া যাবে। গাড়ীর দরকার নেই।

আমরা মিঃ লেষ্ট্রেড-এর পিছনে পিছনে হেঁটে ক্রস ষ্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। একটা বাঁক ঘুরেই মিস ক্রুশিং-এর বাড়ি। বাড়িটা বড় সুন্দর। দোতলা। পুরো বাড়িটা সাদা রং করা। এমন কি সিঁড়িটাও সাদা শ্বেত-পাথর দিয়ে মোড়া বাড়ির সদর দরজার সামনে একদল বিভিন্ন বয়সের মহিলা বিকেলের ঠাণ্ডা বাতাসে গল্পগুজব হাসিঠাট্টা করছে দেখলাম। দরজাটা বন্ধ। বুঝলাম, এরা এ বাড়ির বাসিন্দা নয়। ধারে কাছে কোথাও থাকে। খোলা পরিচ্ছন্ন ও বাঁধানো জায়গা পেয়ে গ্রীষ্মের বিকেলে গল্পের আসর জমিয়েছে। আমাদের

দেখেই তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের নিশ্চিন্ত গল্প-গুজবে বাধা দান করার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হল।

মিঃ লেস্ট্রেড দু'পা এগিয়ে দরজার কড়া নাড়ল। একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল। বুঝলাম মিস ক্রুশিং-এর পরিচারিকা হবে হয়ত।

মিঃ লেস্ট্রেড বললেন—মিস ক্রুশিং কি বাড়িতেই আছেন ?

—হ্যাঁ। তিনি পড়ার ঘরে কি সব লেখালেখি করছেন।

—তাঁকে আমার কথা বল।

পরিচারিকাটি মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

আমাদের দরজায় দেখেই মিস ক্রুশিং ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নমস্কার জানিয়ে বসতে বললেন।

মহিলা সুদর্শন স্বীকার করতেই হবে। চোখে-মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো সোনালি চুল পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। উন্নত কপালের ওপর তারই কয়েকটা ভিড় করছে। হাল্কাভাবে বাতাসে দোল খাচ্ছে। এক সময় ভদ্রমহিলা খুবই সুন্দরী ছিলেন বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আমরা আসন গ্রহণ করলে ভদ্রমহিলা ঠোঁটের কোণে স্বভাব সুলভ মিষ্টি হাসি রেখা ফুটিয়ে তুলে মিঃ লেস্ট্রেডকে বললেন—আতঙ্কের কারণ সেই বীভৎস জিনিসগুলো বাইরে রেখে দিয়েছে।

—বাইরে ? বাইরে কেন ?

—বলেন কি মশাই। ঘরের কোণে রেখে দেব নাকি। আপনি বরং যাবার সময় সেগুলো নিয়ে যাবেন মিঃ লেস্ট্রেড। ওগুলো বাড়ীতে থাকলে আমি একমুহূর্ত্তও স্বস্তি পাব না।

মিঃ লেস্ট্রেড মুচকি হেসে বললেন—ঠিক আছে মিস ক্রুশিং, তাই না হয় নিয়ে যাব। সেগুলো এখনও আপনার কাছে রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্য মিঃ হোমস যাতে আপনার সামনে বসেই ভয়ঙ্কর সে বস্তু দুটো দেখতে পান।

মিস ক্রুশিং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিমেলে মিঃ লেষ্ট্রেডে-এর মুখের দিকে তাকালেন।

মিঃ লেষ্ট্রেড বললেন—হাঁ এজন্যই ত এত যত্ন করে সে দুটো আপনাকে রেখে দিতে অনুরোধ করেছিলাম !

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না মিঃ লেষ্ট্রেড !

—কি ? কি কথা মিস ক্রুশিং।

মিঃ হোমস সে দুটো সামনে রেখে আমার সঙ্গে কথা বললে এখন কি লাভবান হতে পারেন। নইলে জিজ্ঞাসাবাদের কি অসুবিধে হতে পারত বলে আপনি মনে করেন।

—এমনও ত হতে পারে তিনি এ প্রসঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন, এই আর কি।

চোখের মণি দুটো কপালে তুলে মিস ক্রুশিং বলে উঠলেন—সে দুটো সামনে রেখে কথা বললেন !

—ক্ষতি কি ?

—মিঃ লেষ্ট্রেড, আপনাকে বহু বারই বলেছি, এ প্রসঙ্গটার কিছু আমার জানা নেই। আপনাদের মতই সম্পূর্ণ অন্ধকারেই—

হোমস স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমায় হেসে বললে—ঠিকই বলেছে মিস ক্রুশিং ব্যাপারটা নিয়ে ইতিপূর্বে আপনাকে সে বহুবার বহুভাবে বিরক্ত করা হয়েছে তা আপনি খোলাখুলি না বললেও আমি কিছুটা অন্ততঃ অনুমান করতে পারছি।

চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে ক্রুশিং আবার বললেন আর বলবেন না মশাই ! সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, রাত্রি নেই, শুধু একই প্যানপ্যানানি। চারদিক থেকে যে কত রকম প্রশ্ন, বলে শেষ করা যাবে না !

—হবেই ত। বাড়িতে বার বার পুলিসের আনাগোনা, খবরের কাগজের পাতায় নাম ছাপার থেকে ব্যাপারটা ত চারিদিকে আরও

চাউর হয়ে গেছে। কেউ বা প্রয়োজন তাগিদে, কেউ বা নিছক কৌতূহল বশতঃ বাড়ি বয়ে হাজারো প্রশ্ন আপনাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ঠিক কিনা?

'—একেবারে এক'শ ভাগ ঠিক। এবার হয়ত কোনদিন বাড়ি ছেড়েই পালাতে হবে মশাই।'

মুচকি হেসে হোমস বলল—'না এটা করবেন না।

—উপায়ই বা কি? এ জ্বালাতন আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! আমিও ত রক্ত-মাংসে গড়া অন্য দশজনের মতই একজন মানুষ, নাকি! বিরক্তির একটা সীমা থাকা দরকার মশাই। কোথায় শান্তিতে অবসর-জীবন যাপন করব, সে জায়গায় ঘনঘন পুলিসের আনাগোনা আর কত রকম ঘ্যানঘ্যানানি।'

'—মিস ক্রুশিং আমিও যে আপনাকে দু'চারটে প্রশ্ন করব বলেই এতদূর থেকে ছুটে এসেছি।'

'—আপনার নাম শুনেই তা বুঝতে পেরেছি মিঃ হোমস।'

পকেট থেকে চুরুট বের করে হোমস মিস ক্রুশিং-এর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

মিস ক্রুশিং মুচকি হেসে বললেন—'চুরুট ধরাতে চাচ্ছেন? ঠিক আছে, অসুবিধে নেই।'

'ধন্যবাদ।' হোমস চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে এক গাল ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে বলল—মিস ক্রুশিং অন্য দশজনের মত আমিও আপনাকে অল্পাধিক বিরক্ত করতে এসেছি। তবে কথা দিচ্ছি, অপ্রাসঙ্গিক কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করে আপনার বিরক্তি বাড়িয়ে দেবার কোনরকম কুমতলব আমার নেই।
বলুন—, কি আপনার জিজ্ঞাস্য।'

মিঃ লেস্ট্রেড তাদের কথার মাঝখানে নাক গলালেন—'মিঃ হোমস, যে কান দুটোকে ঘিরে আমাদের মধ্যে যে রহস্যজনক আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে। এখানে আমার দরকার মনে করলে বলবেন।'

'—না না, মিঃ লেস্ট্রেড, সেগুলোকে এখানে আনার এতটুকুও ইচ্ছা আমার নেই।'

'—কিন্তু মিঃ হোমস যদি একবারটি স্বচক্ষে—'

'—যদি নেহাতই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী হন তবে অনুগ্রহ করে সেখানে গিয়েই না হয় দেখে আসবেন।'

মিঃ হোমস মুচকি হেসে তাঁকে আশ্বস্ত হয়ে বলল—'ঠিক আছে সেগুলোকে এখানে আনার দরকার নেই। আমরাই বরং গিয়ে দেখে আসছি।'

'—দয়া করে তাই করুন মিঃ হোমস।' করুণ স্বরে মিস ক্রুশিং কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

বাড়ির পিছন দিকে ছোট্ট এক চিলতে একটা ঘর। অপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র তার মধ্যে রাখা হয়েছে। লেস্ট্রেড তালা খুলে প্রায়-অন্ধকার ঘরটার ভেতরে ঢুকে গেলেন। মিস ক্রুশিং-এর নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটা বাদামি রঙের কাগজ, সামান্য কিছু দড়ি আর একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হোমস এগিয়ে গিয়ে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে সেগুলো নিল। দড়িটা ছাড়া বাকী সব পাশে রেখে দিল। এবার দড়িটাকে বার কয়েক শুঁকল। সামান্য এগিয়ে সেটাকে আলোর সামনে ধরল।

আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে হোমস-এর কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম।

হোমস আলোর সামনে দড়িটাকে ধরে কয়েক মুহূর্ত সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবল। এবার ঘাড় ঘুরিয়ে মিঃ লেস্ট্রেড-এর দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলল—'মিঃ লেস্ট্রেড, খুবই মজার ব্যাপার ত। 'এটা থেকে কিছু বুঝতে পারছেন কি?'

মিঃ লেস্ট্রেড সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'এটা থেকে কি আর বুঝার আছে, বলুন ত! আর এ দড়িটার মধ্যে এমন কি-ই বা বুঝছেন, যার ফলে বলছেন যে মজার ব্যাপার।

'—আছে—আছে মিঃ লেষ্ট্রেড। বাস্তবিকই ব্যাপারটা খুবই মজার!

'—আমি শুধুমাত্র একটা আলকাতরা মাখানো দড়ি ছাড়া অন্য কোনরকম কিছু ভাবতেই পারছি না মিঃ হোমস'।

'হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। দড়িটাতে আলকাতরা মাখিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আর কিছু চোখে পড়ছে, যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত?'

মিঃ লেষ্ট্রেড অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে হতাশার স্বরে বললেন—না, মশাই, আমি এ থেকে অন্য কোন গ্রহণীয় তথ্যই উদ্ধার করতে পারলাম না।'

'—এদিকে লক্ষ্য করুন। দড়িটা ভাল করে পাকিয়ে তবেই তার গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে এটা আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মিস ক্রুশিং দড়ির বাঁধনটা খোলার চেষ্টা না করে কাঁচি দিয়ে কেটেছেন। এই যে, লক্ষ করেছেন?'

মিঃ লেষ্ট্রেড ঘাড় কাৎ করে মত ব্যক্ত করলেন। হোমস-এর হাতের দড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মিঃ লেষ্ট্রেড এবার বললেন—'বাঁধনটা খোলার চেষ্টা না করে কাঁচি দিয়ে দড়িটা কেটে দেয়া হয়েছে। ব্যস এর বেশী কিছু ত নয়? কিন্তু এর মধ্যে আপনি এ ঘটনার এমন কি রহস্যের গন্ধ—'

'—এর গুরুত্ব ত অবশ্যই রয়েছে মিঃ লেষ্ট্রেড। গিঁটটা না খোলায় আমরা গিঁটটার ধরন সম্বন্ধে জানতে পারছি। নইলে তথ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম, সত্য কিনা?'

বিস্ময়ের ছাপ চোখে মুখে এঁকে মিঃ লেষ্ট্রেড বললেন—কিছুই বুঝলাম না। গিঁটের আবার এমন কি বিশেষত্ব থাকতে পারে যা আপনাকে রহস্য উদ্ধারে সহায়তা করবে বলে মনে করেছেন? তবে হ্যাঁ, গিঁটটা সুন্দরভাবে দেয়া রয়েছে। আমিও গিঁটের ব্যাপারটা

ডাইরিরে টুকে রেখেছি। প্রয়োজনে তথ্যটাকে কাজে লাগানো যাবে।

'—গিঁট আর আলকাতরা মাখা দড়ির কথা পরে না হয় ভেবে দেখা যাবে 'খন। আমরা এবার বাক্স মোড়ার বাদামী কাগজটার কথা একটু আলোচনা করে দেখি।' হাতের কাগজটা উঁচু ক'রে ধরে বললেন—'এই যে এক টুকরো বাদামী রঙের কাগজ দেখতে পাচ্ছেন, এতে কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও থাকার কথা নয়। এবার কাগজটার গায়ে লেখা ঠিকানাটার দিকে লক্ষ্য কর হোমস। এই দিকে লক্ষ্য কর—বেশ ফাঁকা ফাঁকা করে লেখা রয়েছে—Miss. S. Crusing, Cross Street, Croydon. 'crodon' শব্দটার দিকে নজর দাও। হয়ত খুব মোটা নিব দিয়ে আর নিম্নমানের কোন কালি দিয়ে ঠিকানাটা লেখা হয়েছে। ভাল ক'রে লক্ষ করে দেখ, আগে বানানটা আগে লেখা হয়েছিল 'coridon' পরে 'i' অক্ষরটা কেটে 'y' করে হয়েছে। কি ডাক্তার ওয়াটসন, ঠিক বলি নি ?'

আমি আর একবার 'croydon' শব্দটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুচকি হেসে বললাম—। ঠিকই বলেছ বন্ধু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—'i' কেটে 'y' করা হয়েছে।

'—তবে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে-লোক ঠিকানাটা লিখেছে, পার্সেলটা পাঠিয়েছে সেই শ্রীমানের ওপর মা সরস্বতীর কৃপা খুব বেশী বর্ষিত হয় নি। অর্থাৎ তার বিদ্যার দৌড় বেশী দূর নয়, কি বল ?'

আমি ঘাড় কাৎ করে তাকে সমর্থন করলাম।

হোমস বলে চলল—আর একটা সিদ্ধান্ত কি আমরা এ থেকে নিতে পারি হোমস ?'

'—কি ? কিসের কথা বলতে চাইছ বন্ধু ?'

'—আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে পার্সেলটা পাঠিয়েছে সে অবশ্যই croydon শহরের বাসিন্দা নয়। এমন কি সে শহরের

সঙ্গে তার সামান্যতম পরিচয়ও নেই, অবশ্যই মনে করা যেতে পারে।

আমি তার সত্যান্বেষণের ক্ষমতা দেখে নতুন করে বিস্মিত হলাম।

বন্ধুবর হোমস বলল—আর একটা কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পার্সেল—প্রেরক একজন পুরুষ। হাতের লেখা এটাই প্রমাণ করছে। তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন, ঠিক বলিনি?

এটা অবশ্য আমার নজরে আগেই এসেছিল? তাই আমি মুচকি হেসে বললাম—আমিও তা-ই ভেবেছি হোমস।

হোমস হাতে কাগজটা পাশের টেবিলের ওপরে রেখে হাত বাড়িয়ে বাক্সটা তুলে নিল। সেটা উঁচু করে ধরে বলল—ডাক্তার ওয়াটসন, আমরা বরং এবার এ বাক্সটার কথা ভেবে দেখি। এটার সম্বন্ধে বলতে হয়, বাক্সটার রং দেখ হলুদ। হেনিভিউসের বাক্স। আধ পাউণ্ড মাল এতে ধরে। তুমি ত এ ধরণের বাক্সের সঙ্গে পরিচিত ডাক্তার ঠিক বলিনি? কারণ এ ধরণের বাক্স তোমার ডাক্তারখানার বহু পার্সেল হামেশাই আসে। এতএব সত্য বলতে কি বাক্সটার বিশেষত্ব কিছুই নেই। সে কথা বলতে চাচ্ছি। বাক্সটার নীচের দিকের বাঁ-কোণের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ব্যাপারটা কিছু অন্ততঃ অনুমান করতে পারবে।

আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে হোমস নির্দেশিত জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। কিন্তু একটু দূর থেকে দেখার জন্যই হোক, বা খালি চোখের জন্যই হোক তেমন কিছু নজরে পড়ল না।

হোমস আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে বাক্সটা যতটা সম্ভব আমার চোখের কাছাকাছি নিয়ে এল।

আমি অপলক চোখে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হোমস মুচকি হেসে বলল—কি ডাক্তার কিছুই দেখতে পাচ্ছ না?

আমি চোখের তারায় হতাশার ছাপ এঁকে তার মুখের দিকে তাকালাম।

হোমস বলল—ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখ ত, এই যে এখানে, দুটো আঙুলের ছাপ দেখতে পাচ্ছ না ?

আমি উল্লিসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—পেয়েছি। এই ত—দেখতে পেয়েছি। দু'পাশে দুটো আঙুলের ছাপ। সে খুবই অস্পষ্ট আতস কাঁচ দিয়ে দেখলে আরও অনেক স্পষ্ট দেখা যাবে।

—হ্যাঁ, দেখতে পাওয়া যাবে বটে। যাক, যে কথা বলছিলাম আঙুলের ছাপ ছাড়া বাক্সটার গায়ে আর উল্লেখযোগ্য কোন চিহ্নই নেই। বাক্সটার কোণায় লেগে থাকা একটা নুনের টুকরো বের করে এনে বলল—নুন। ব্যবসার তাগিদে যে ধরণের নুন—যেমন ধর চামড়া সংরক্ষণের কাজে আরও অনেক ব্যবসায়িক কাজ রয়েছে যাতে মোটা দানা নুনের ব্যবহার দেখা যায়, এমন বিশেষ ধরণের নুন বাক্সটাতে ছিল আমরা শুনেছি। না শুধুমাত্র শোনা কথা নয়, আমরা স্বচক্ষে দানা দেখতে পাচ্ছি। আর ?

আমি কৌতুহলী দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

হোমস কেটে-কেটে উচ্চারণ করল—আর ছিল দুটো অবিশ্বাস্য বিচিত্র জিনিষ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠলাম—অবিশ্বাস্য বিচিত্র জিনিষ বলতে তুমি কোন দুটোর কথা বলছ, বন্ধু হোমস ?

—অবশ্যই। দু-দুটো কান। মানুষের দেহে থেকে বিচ্ছিন্ন করা দুটো কান। সে দুটো ছিল ঐ মোটাদানার নুনের মধ্যে। হোমস এবার একটা কান দু আঙুলের সাহায্যে তুলে এনে কোলের ওপর রাখা একটা কার্ডবোর্ডের ওপরে রেখে বলল—কান দুটোর মধ্যে এটা একটা। কথা বলতে বলতে কানটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় মেতে কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই দ্বিতীয় কানটাকে তুলে এনে প্রথমটার পাশে রাখল। কান দুটো বারবারই এধার ওধার ঘুরিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে

গেল। আমার বন্ধুবর। আমি কান দুটোর ওপর ঝুঁকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম। একবার সে দুটোর দিকে আর মুহূর্তেই গবেষণা-রত আমার বন্ধুবরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। আমার দেখাদেখি মিঃ লেষ্ট্রেডও ভীবৎস কান দুটোর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ঘরের অদ্ভুত একটা নীরবতা বিরাজ করছে।

এক সময় সে অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করে হোমস বললে—একটা জিনিস লক্ষ্য করছ ডাক্তার ?

হোমস কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে নীরবে ভাবতে লাগলাম। সে-ই আমাকে সমস্যামুক্ত করে বলল—ভাল করে তাকিয়ে দেখ ত, কান দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্যই কি তোমার নজরে পড়ছে না।

অমি বস্তু দুটোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মৌন রইলাম। হোমস এবার বলল—অবশ্যই লক্ষ্য করছ, কান দুটো এক জোড়ার নয়। অর্থাৎ একই ব্যক্তির নয়।

'—ঠিকই। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। দুটো কানের গঠন সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কিন্তু হোমস, একটা কথা, ডাক্তারি ছাত্ররা যদি রসিকতা করবে বলেই লাস-কাটা ঘর থেকে এ জিনিষ দুটো পাঠিয়ে থাকে তবে ত তাদের কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়।

'—যেমন ?' লেষ্ট্রেড চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

আমি মুচকি হেসে বললাম—'যেমন ধরুন, লাস-কাটা ঘর থেকেই যদি কান দুটো সংগ্রহ করে তবে একই মৃতের দুটো কান সংগ্রহের বাঁধা কোথায় ছিল ? আবার পৃথক পৃথক মৃতদেহ থেকে একটা ক'রে কান কেটে পাঠিয়ে দেয়াও তাদের কাছে একই রকম সহজ ব্যাপার।

হোমস বলল—'অবশ্যই, কিন্তু যেটাকে রঙ্গ-রসিকতা বলতে চাচ্ছ, আসলে কিন্তু এটা ঠাট্টা বা তামাশার ব্যাপার নয়।'

'—তুমি কি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হোমস ?'

'—আমার বিচার-বিবেচনা দিয়ে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচোচ্ছি ডাক্তার ওয়াটসন ।'

লেস্ট্রেড বললেন—'আপনার এরকম ধারণায় কারণ কি দয়া করে বলবেন কি ?'

হোমস ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'একটা কথা, আপনি জানেন কিনা জানা নেই, লাস-কাটা ঘরে যেসব মৃতদেহ রাখা হয় তাদের পচন রোধ করার জন্য, সংরক্ষণের উদেশ্যে পচন-নিরোধ ইনজেকশন করে রাখা হয় ।

'পচন রোধ করার জন্যই কি এ পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যবস্থা ?'

'—অবশ্যই। নইলে মৃতদেহ পঁচে-গলে একাকার হয়ে যাবে যে। তাই কানের ইনজেকশন করে দেয়া হয়। কথা বলতে বলতে হোমস একটা কান উঁচু করে ধরে বলল—এটার দিকে নজর দাও। এই দেখ, কোনরকম চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কানটার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখ, কোন দিকেই ইনজেকশনের বিন্দুমাত্র চিহ্নও নজরে পড়বে না।'

'—আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা—'

আমি তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম—কি এবার কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করছ বন্ধু ?

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুটো কানই একেবারে সতেজ। বেশী আগে কাটা হয়নি।

মিঃ লেস্ট্রেড মুচকি হেসে ঘাড় কাৎ করলেন।

হোমস এবার বলল—আর একটু লক্ষ্য কর। এদিকে, এই কাটা অংশটার দিকে তাকাও ডাক্তার তোমার কিন্তু এটা বোঝা উচিত। কোন ডাক্তারী—পড়ুয়ার কাজ এ া নয়।

—কি করে এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছ হোমস ?

—কাটা জায়গাটা কেমন অমসৃণ, লক্ষ্য করছ ? ডাক্তাররা যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে, সে ধরণের কোন অস্ত্রই কান দুটো কাটার কাজে লাগানো হয়নি। বরং কোন একটা ভোতা অস্ত্র দিয়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অনেকক্ষণ ধরে কাটা হয়েছে।

আমার চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। উচ্ছাস প্রকাশ করে বলে উঠলাম—চমৎকার! চমৎকার হোমস! আশ্চর্য ব্যাপার, এমন একটা সহজ-সরল কথা আমার মাথায় এল না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ভোঁতা কোন অস্ত্র দিয়ে বলপ্রয়োগ করে কানটা কাটা হয়েছে।

—দেখার মত চোখ দিয়ে দেখলে খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারই আমাদের কাছে এমনি পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয় বন্ধু। যাক এবার নুন ব্যবহারের দিকটা আলোচনা করে দেখা যাক। আমরা জানি কার্ডবোর্ডের বাক্সটাতে নুন ব্যবহার করা হয়েছে। মিসেস ক্রুশিং নুনের গোড়াতেই ব্যাপারটা বলেছেন।

—মিসেস ক্রুশিং-এর কথাই বা শুধু বলছ কেন, আমরাও ত বাক্সটার গায়ে মোটা একটা নুনের দানা পেয়েছি। টেবিলের ওপর রক্ষিত নুনের দানাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বললাম—এই ত আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

হ্যাঁ, অতএব কান দুটো সংরক্ষেণের কাজে যে নুন ব্যবহার করা হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের কারোরই সন্দেহের অবকাশ নেই, এই ত ?

মিঃ লেষ্ট্রেড মাথা ঝাকালেন!

বন্ধুবর হোমস বলে চলল—এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সংরক্ষণের জন্য নুন ব্যবহার করতে গেল কেন ? কোন ডাক্তারী ছাত্র অবশ্যই এমন কাজ করবে না। ডাক্তারী সম্বন্ধে যার জ্ঞান বুদ্ধি রয়েছে সে সংক্ষণের জন্য রেক্টিফায়েড স্প্রিড বা কার্ব্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করবে, অবশ্যই নুনের কথা ভাববে না।

আমি আবেগের সঙ্গে বলে উঠলাম—। অবশ্যই! অবশ্যই!'

'—এবার বলছি শোন, এতক্ষণ ব্যাপারটাকে তামাশা—মস্করার পর্যায়ে ফেলে হাল্কা করে দেখছিলাম আমরা, তাই না?'

মিঃ লেষ্ট্রেড সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'অবশ্যই। তাছাড়া এরকম একটা কাজকে অন্যরকম ভাবাই ত যায় না মিঃ হোমস!'

'—আমি বলব, আমরা মারাত্মক একটা অপরাধের সত্যতা উদঘাটনের কাজে হাত দিয়েছি মি লেষ্ট্রেড। তামাশা-মস্করার ব্যাপার অবশ্যই নয়।'

বন্ধুবর হোমস-এর কথা আমার সর্বাঙ্গে অবাঞ্ছিত একটা কম্পন অনুভব করতে লাগলাম। মারাত্মক অপরাধ শব্দটা কানে যেতেই আমার ঘাড়ের কাছ থেকে একটা বরফ-শীতল স্রোত যেন মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত নীচের দিকে নেমে গেল। রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর কোন দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মন-প্রাণ ভরে গেল পরম বিতৃষ্ণায়। আর? কোন এক নর-পিশাচের পৈশাচিক মনোবৃত্তির কথা আমার দেহ-মনের ওপর অকথিত যন্ত্রণার উদ্রেক করল।

আমাদের পথ-প্রদর্শক রহস্যভেদী মি লেষ্ট্রেড দোটানায় পড়ে গেলেন। দু' নৌকোয় পা দিলে মানুষের অবস্থা যা হয়ে থাকে, এই আর কি। হোমস-এর কথায় পুরো আস্থাবান হতে না পেরে চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এবার হোমস বলল—বড়ই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছি, তাই না?' মুচকি হেসে এবার সে বলতে লাগল—'কেন কান কাটার ঘটনাকে তামাশা-মস্করার ব্যাপার বলে আমি মানতে পারছি না। এরকম ভাববারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

মি লেষ্ট্রেড আলতোভাবে ঘাড় কাৎ করলেন। আমরা অনেক আগেই জেনেছি, মিস ক্রুশিং দীর্ঘ কুড়ি বছর পেং এ বসবাস করেছিলেন। আর এও শুনেছি, ভদ্রমহিলা বড়ই শান্তস্বভাবা।

কোন রকম ঝুট-ঝামেলার মধ্যেই কোনদিনই নাক গলাতে যান নি। বরং বলতে পারি, যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তির সঙ্গেই তিনি সেখানে দিন কাটিয়ে ছিলেন। আরও আছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনদিন তিনি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে সচরাচর যেতেনই না। অতএব এমন একজন ভদ্রমহিলার শত্রু থাকার কথা নয়। তাই যদি সত্য হয় তবে তাঁর সঙ্গে শত্রুতাচরণ করার মত কোন পরিস্থিতির কথা ভাবতে কেউই মনের দিক থেকে এতটুকু উৎসাহ পাবে না। তাই বলছি কি, তবে তাঁকে কোন অপরাধী তাঁকে দু-দুটো কান অপরাধের নমুনাস্বরূপ কেনই পাঠাতে উৎসাহী হবেন বলুন ত মিঃ হোমস?' আমি কিন্তু এর কোন যুক্তি শত চেষ্টা করে হাতড়ে পাচ্ছি নে। তার চেয়েও বড় কথা, ভদ্রমহিলা নিজেও এব্যাপারে সম্পুর্ণ অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। তবে হ্যাঁ, তিনি যদি কোন কৃতি অভিনেত্রী হতেন তখন অবশ্য এমন কিছু ভাবতে উৎসাহ পাওয়া যেত। ঈর্ষা, লিপ্সা প্রভৃতি কারণে অভিনেত্রীদের চারদিকে বহু শত্রু ঘুরঘুর করে, কে না জানে? এ-ভদমহিলা সম্বন্ধে তেমন কিছুও ভাবাই যায় না।'

বন্ধু হোমস-এর মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। সে পকেট থেকে চুরুট বের করে অগ্নি সংযোগ করল। পর পর কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করে বলল—মিঃ লেস্ট্রেড, আমরা ত সে রহস্য উদ্ঘাটন করার কাজেই হাত দিয়েছি। সে কাজে মনোনিবেশ করার পূর্বে আমি নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তই নিচ্ছি। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহ খুনের।

মিঃ লেষ্ট্রেড চমকে উঠে ঢ্যাবা ঢ্যাবা চোখ করে হোমসের মুখের দিকে তাকাল।

হোমস অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গেই এবার বলল—হ্যাঁ খুন যে এতে আমার মনে সামান্যমত সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এও শুনে রাখুন মিঃ লেষ্ট্রেড, একটা নয় দু-দুটো খুন হয়েছে। এবার কর্তিত কান দুটো পাশাপারি রেখে বলল—এই যে কানটা দেখছেন, এটা

অদৃষ্ট বিড়ম্বিত মহিলার কান। কেমন সুন্দর গড়ন। আর রিং পরার জন্য এখনে সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র রয়েছে দেখুন। এবার অন্য একটা কানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—এই কানটা কিন্তু ভাগ্য হ'তের। কঠোর পরিশ্রম প্রখর রোদে ঝলসানো, ফ্যাকাশে রঙ বিশিষ্ট নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, এটাতের রিং পরার জন্য একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যাচ্ছে।

মি লেষ্ট্রেড—এর চোখ দুটো উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হোমস ব'লে চল্‌ল—'এবার কি বলছি শুনুন, আমরা মনে করছি, দু'জনই মৃত। কেন এমন দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলছি, তাই না?'

মি লেষ্ট্রেড ঘাড় কাৎ করলেন।

হোমস অনর্গল ব'লে চলেছে—'যদি কান কর্তিত মানুষ দুটো আজও বেঁচে থাকত তবে তাদের নিয়ে চারদিকে রীতিমত হৈ চৈ শুরু হয়ে যেত। আমাদের কানেও রহস্যজনক খবরটা পৌঁছে যেত, ঠিক ব'ল নি মি লেষ্ট্রেড ?

মি লেষ্ট্রেড ঘাড় কাৎ করে নীরবে তার কথা সমর্থন করল। মুচকি হেসে হোমস বল্‌ল—ডাক ঘরের সিল মোহর থেকে আমরা জানি, গত বৃহস্পতিবার, গতকাল নয় কিন্তু। আগের বৃহস্পতিবার। তাই যদি হয় তবে মনে করা যেতে পারে নৃশংস ঘটনাটা ঘটেছিল মঙ্গলবার বা বুধবার তার আগে যেকোনদিনও হওয়া অসম্ভব নয়। এখন পরবর্তী পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। তবে আমরা ধরে নিচ্ছি, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা খুন হয়েছিল। তাদের সে বা যারা খুন করেছে তারাই মিস ক্রেশিং-এর কাছে রহস্যজনক বাক্সটা পার্শেল করে পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্য কারো দ্বারা একাজটা ঘটে থাকলে লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। আর কান দুটো পার্সেল করা হয়েছে খুনের নিদর্শন সরূপ। খুনের প্রমাণ মিস ক্রুশিং-এর কাছে পাঠানোর পিছনেই বা কি গভীর উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এটাই ভাববার বিষয় মশাই। অতএব আমাদের মনে এমন দুটো প্রশ্ন

উঁকি দিচ্ছে। হত্যাকারী কে? আর কেনই বা এতলোক থাকতে বেছে বেছে মিস ক্রুশিং-এর কাছে পাঠাতে গেল? অতএব মনে করা যেতে পারে, পার্সেলটার প্রেরক বাছাধনকেই আমাদের খুঁজে বের করা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তবে মিস ক্রুশিং-কে কার্ডবোর্ডের বাক্সে এত যত্ন করে পার্সেল করার পিছনেও বিশেষ কোন কারণ অবশ্যই রয়েছে।

—'হ্যাঁ, কারণ ও অবশ্যই থাকবে। অকারণে কেউ এরকম জঘন্যতম একটা কাজে কেন প্রবৃত্ত হতে পারে?'

'—হ্যাঁ, কারণ অবশ্যই রয়েছে মি লেষ্ট্রেড। কার্য যখন সম্পন্ন হয়েছে তখন কোন না কোন কারণ এর পিছনে রয়েছেই।

কিন্তু কি সে কারণ? ধরে নেয়া যেতে পারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটা যে সংগঠিত হয়েছে এটা মিস ক্রুশিং-এর গোচরে আনার কুমতলব নিয়েই আর এত কাঠখড় পুড়িয়ে পার্সেলটাও করা হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে তাঁকে অন্তর্জালায় দগ্ধে মারার জন্যই হত্যাকারীর এ-কঠোর প্রয়াস। তাই যদি সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায় তবে আর কেউ নয়-ই বা জানুক, মিস ক্রুশিং-এর ত জানা দরকার কে বা কাদের দ্বারা ভয়ঙ্কর কাজটা হয়েছে। এটা কি তাঁর জানা আছে? আমার বিশ্বাস, তিনি জানেন না। আর তিনি যদি এটা অনুমানও করতে পারতেন তবে অবশ্যই পুলিসের শরণাপন্ন হতেন না। ব্যাপার-টাকে দশ কানে না তুলে বরং ধামাচাপা দেয়ার দিকেই তার উৎসাহের প্রাবল্য দেখা যেত।

আমি তাকে সমর্থন করলাম—'অবশ্যই।'

হোমস বলে চলল—'আর ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে দেয়া এমন কোন কঠিন কাজই ছিল না। সামান্য মাটি খুঁড়ে কান দুটোকে চাপা দিয়ে দেয়া এমন কোন সমস্যার ব্যাপারই তার কাছে ছিল না।'

—কিন্তু তিনি তা না করে কি করলেন? পুলিশের দ্বারস্থ হলেন?

—ঠিক তাই। হোমস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠন—'এর চেয়ে বুদ্ধিসত্তার

'যেমন ?'

'—আমি নিশ্চিত যে' একটা বড় রকমের ভুলই হয়ে গেছে।

আসল ব্যাপার কি জানেন মশাই' পার্সেলটা আমাকে পাঠানো হয়নি। ভুল বশত'—কথাটা শেষ না করে তিনি বললেন—'আমি কিন্তু মি লেষ্ট্রেড'কে বহুবার বলেছি, কেউ ভুল করে আমার ঠিকানায় পার্সেল া পাঠিয়ে দিয়েছে।

— শুনে তিনি কি বলেছিলেন ?'

'—আমার কথাটাকে আমলই দেন নি।'

তাই নাকি ?'

—তবে আর বলছি মশাই! আমার কথাটাকে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন।'

—'কিন্তু আপনার এরকম বিশ্বাসের কারণ কি, দয়া করে বলবেন কি ?'

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার সঙ্গে শত্রুতা করার মত কেউই পৃথিবীতে নেই।'

আমি মুখ খুললাম—'এখনও ত হতে পারে আপনি যাকে মিত্র জ্ঞান করেন আসলে—'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে মিস ক্রুশিং বলে উঠলেন—'সে রকম কারো ছাবও ত মনের কোণে ভেসে উঠছে না। যাক, আমি যখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমার কোন শত্রুর অস্তিত্বই নেই তবে আর আমার সঙ্গে এমন নির্মলতম রসিকতা কেই বা করতে যাবে।'

হোমস ম্লান হেসে বলল—'আপনি কি এই চিন্তা করেই বলছেন, ভুল করে পার্শেলটা আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে।'

'—অবশ্যই। ভুল ছাড়া এটাকে আর কি বা বলা যেতে পারে?'

'—আপনার কথাটা আমিও সমর্থন করছি।'

—না করে যে অন্য কিছু ভাবাই যাচ্ছে না মি হোমস।'

'—ভাল কথা।' হোমস কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। তার চোখের মণি দুটো নিশ্চল-নিথর। কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলল। সব মিলিয়ে কেমন একটা বিস্ময় ও আকস্মিক আনন্দ একই সঙ্গে তার মনের ওপর ক্রিয়া করে চলেছে।

আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে অপলক চোখে বন্ধুবর হোমস-এর আকস্মিক পরিবর্তনটুকুর ওপর সন্তর্পণে নজর রেখে চলতে লাগমাম।

মিস ক্রুশিং চোখ ফিরিয়ে হঠাৎ মৌনব্রতধারী হোমস-এর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই সে যন্ত্রচালিতের মত মুখে পূর্বের স্বাভাবিকতাটুকু ফিরিয়ে আনল।

আর আমি ? বলতে দ্বিধা নেই, আমি ভদ্রমহিলার মাথায় একরাশ ঝাকড়া সোনালি চুল, তার মনলোভা টুপি, চকচকে কানের রিং জোড়া—সব মিলিয়ে শান্ত-সুন্দর মুখাবয়বের দিকে বার বার তাকাতে লাগলাম। কিন্তু আমার বন্ধুবর কেন সে হঠাৎ এমন উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম হ'ল শতচেষ্টা করেও তার কোন কারণই খুঁজে পেলাম না। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে দীর্ঘ সময় ধরে তার আকস্মিক উত্তেজনার কারণ খুঁজতে গিয়ে হতাশ হতে হ'ল।

হোমস ছোট্ট করে বল্ল—আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করলে কি বিরক্ত হবেন ?'

মিস ক্রুশিং রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন—'প্রশ্ন' ?'

হোমস আগের মত শান্ত স্বরেই বলল—হ্যাঁ, বেশী কিছু নয়, দু'—একটামাত্র প্রশ্ন।' এবার মিস ক্রুশিং রীতিমত খেঁকিয়ে উঠলেন —আপনারা ভেবেছেন কি মশাই -'

হোমস তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই যথাসাধ্য নরম গলাম বল্ল - 'মিস ক্রুশিং, আপনার মনের অবস্থা আমার অজানা নয়। অনন্যোপায় হয়েই আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত।'

ভদ্রমহিলা অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে এবার বললেন—'পাড়া প্রতিবেশী, পুলিসের লোকেরা, মি লেষ্ট্রেড প্রভৃতি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে—করে আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। বিশ্বাস করুণ মি হোমস, আমি বড়ই ক্লান্ত। তবু আপনাকে হতাশ করতে চাইনে। আপনার যা কিছু জিজ্ঞাস্য সংক্ষেপে বলুন।'

'বেশী হয়, মাত্র দু' - একটা প্রশ্ন করেই—'

মুচকি হেসে ভদ্রমহিলা সশন্তমে বললেন—'বলুন, কি জানতে চাইছেন ?'

'—আমার বিশ্বাস, আপনার দুটো বোন আছেন। আমার অনুমান ভ্রান্ত কি ?'

মিস ক্রুশিং যন্ত্রচালিতের মত মুখ তুলে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে হোমস-এর দিকে তাকালেন।

হোমস মুচকি হেসে বলল—'মিস ক্রুশিং, আপনার দুটো বোন রয়েছেন, কথাটা ঠিক কি ?'

'—একথা আপনি কি করে জানলেন মিঃ হোমস'

—'আমি যখন আপনার ঘরে প্রথম পা দিয়েছিলাম তখনই তিনজন মহিলার ঐ বাঁধানো ছবিটা দেওয়ালে টাঙানো দেখেছিলাম।' কথাটা বলতে—বলতে বন্ধুবর হোমস সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালের একটা গ্রুপ ছবির দিকে দৃষ্টি ফিরাল। আমি ও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ছবিটার দিকে তাকালাম। ছবিটাতে তিনজন মহিলা পাশাপাশি অবস্থান করলেন।

হোমস মুখের হাল্কা হাসিটুকু বজায় রেখেই বলল—এঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই আপনি, আর আপনার দু'—পাশের মহিলা দু'জনের মুখে আপনার মুখের আদর রয়েছে। তাই সহজেই মনে করা যেতে পারে, আপনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমার অনুমান কি তবে ভ্রান্ত ?

'—না' ঠিকই বলেছেন" দু'জনই আমার বোন '

হোমস-এর মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি ফুটে উঠল।

মিস ক্রুশিং বলে চল্‌লেন—' এদের একজনের নাম মেরি আর একজন সারা।'

হোমসের দৃষ্টি দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরে এক জায়গায় এসে স্থির হ'ল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রইল।

মিস ক্রুশিং কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন।

তার আগই হোমস বল্‌ল—'ঐ ছবিটা বুঝি লিভার পুলে তোলা।'

'—হ্যাঁ।'

'—এঁরা আপনার বোন আর ভগ্নীপতি, তাই না ?'

'—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আমার ছোট বোন, আর ভগ্নীপতি।

'—আপনার ভগ্নীপতি কি জাহাজের কর্মী নাকি।

মিস ক্রুশিং ছোট্ট করে হেসে বল্‌লেন—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে ?'

'—এ—ত খুবই সহজ ব্যাপার। ওনার পোশাক আশাকই ত পেশার কথা বলে দিচ্ছে। আর ছবিটা তোলার আগেই ওনাদের বিয়ে থা মিটে গিয়েছিল, ঠিক বলিনি ?'

'—সবই ঠিক। আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে মিঃ হোমস ? মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন দেখে আমি যার পর নাই অবাক হচ্ছি।'

'—মিশ ক্রুশিং, এটা আমার পেশাই বলেন আর নেশাই বলেন, সর্বদা ত এ নিয়েই মেতে থাকি।'

'—মিঃ হোমস, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। কিন্তু একটু ফাঁক রয়ে গেছে, এই যা। আরও কয়েকটা দিন পরে এদের বিয়ে হয়েছিল। ছবিটা তোলার সময় আমার ভগ্নীপতি ব্রাউনার দক্ষিণ আমেরিকার একটা জাহাজে কর্মরত ছিল। কিন্তু আমার ছোট বোনকে তার চোখে

এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে, তাকে চোখের আড়াল করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।'

আমি তাঁর কথার মাঝখানে বলে উঠলাম—'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক এরকমই দাঁড়িয়েছিল। ফলে আমার ভগ্নীপতি ব্রাউনার দক্ষিণ আমেরিকার সে জাহাজের চাকরিটা ছেড়ে দিল।'

'তারপর?'

'—তারপর লিভারপুর আর লণ্ডনের জাহাজে যোগ দিল। দক্ষকর্মী। চাকরি যোগাড় করা এর কাছে কোন সমস্যাই নয়।'

হোমস হেসে বল্‌ল—হ্যাঁ, সে-ত নিশ্চয়ই কাজ জানা থাকলে অনেক সময় বাড়ি থেকেও—কোথায় বলুন ত কংকাড়ারে কি? এখন ওনার কর্মস্থল কোথায়?

'—মনে হয় না। তবে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল।

কিছুদিন আগে অবশ্য সে ভে'য় ছিল। শেষ খবরে অবশ্য এ-জায়গার কথাই জানিয়ে ছিল। এখানেও একেবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। তবে সেটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার আগের ঘটনা তারপরই তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। জাহাজ থেকে নামার পরই মদের গ্লাস আঁকড়ে সর্বদা বুঁদ হয়ে থাকে। এক একদিন অবস্থা এমন হয়ে যায় মদের নেশায় মনুষ্যত্বটুকু ও তার ভেতর থেকে লোপ পেয়ে যায়। জ্ঞান বিচার-বুদ্ধি লোপ পেয়ে একেবারে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়ে যায়। মদের গ্লাস হাতে ওঠার পর থেকে তার মধ্যে সব রকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিন আমার সঙ্গে ত তুমুল ঝগড়াই শুরু করে দেয়। আর সারার সঙ্গে খিটির মিটির ত প্রায়ই লেগে থাকত। সংক্ষেপে বলতে গেলে তার ব্যবহারে আমরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। কিছুদিন পর আমার মেজো বোন মেরীর চিঠিপত্র আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস. ছোট বোন-ভগ্নীপতির আর কোন খবরই আমার জানা নেই। ওরা কোথায় আছে, কেমন আছে, কিছুই আপনাকে বলতে পারব না!' মিস ক্রুশিং-এর শেষ কথাগুলো কেমন

দীর্ঘশ্বাসে ভরা ছিল। অন্তরের অন্তঃস্থলে সযত্নে চেপে রাখা কথাগুলো যেন সুপ্ত আগ্নেয় গিরির লাভার মতই ফিঁকরে ফিঁকরে বেরোচ্ছিল। তাঁর মনের আকস্মিক পরিবর্তনটুকু আমার মনকে যার পর নাই বিস্মিয়ে তুল্‌ল।

ভদ্রমহিলা প্রথমে কেমন আমার বন্ধুবর হোমস-এর উপর রণমূর্তি ধারণ করেছিলেন, বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরেই আবার ঠিক তার বিপরীত, সহজ-সরল-স্বাভাবিক হয়ে পড়লেন। ধরতে গেলে মন খোলসা করেই পরবর্তী পর্যায়ের বাক্যালাপ সারলেন। বয়স যা-ই হোক না কেন, অবিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে প্রথম বাক্যা-লাপের সময় একটি দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকবেই। মিস ক্রুশিং-এর মধ্যেও তার অভাব লক্ষিত হয় নি। কিন্তু কয়েকটা টুকরো-টুকরো কথার পরেই দ্বিধা-সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে ছোট বোন, বিশেষ করে ভগ্নীপতির বর্তমান আচার-আচরণ সম্বন্ধে কত কথাই না বললেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে দম নিয়ে ভদ্রমহিলা এবার বোন-ভগ্নীপতির প্রসঙ্গ ছেড়ে তাঁর এক সময়ের ভাড়াটে ডাক্তারি—ছাত্রদের কথা পাড়লেন। তাদের দুষ্টামি-নষ্টামির কত সব ঘটনার কথা এক এক করে ব্যক্ত করলেন। তাদের তিনজনের নাম আর কোন মেডিক্যাল-কলেজে পড়াশুনা করত সেসব তথ্য দিতেও ভুললেন না।

আমরা নিবিষ্ট মনে ভদ্রমহিলার মুখ থেকে তাঁর বর্ণিত কাহিনী শুনতে লাগলাম। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে হোমস'কে টুকরো টুকরো কিছু প্রশ্নও করতে লাগলেন।

বন্ধুবর হোমস বল্‌ল—'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।'

মিস ক্রুশিং মুচকি হেসে বল্‌লেন—'কি? প্রশ্ন কি, বলেই ফেলুন।

'—না, মানে নিতান্তই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার কিনা, তাই উত্থাপন করতে একটু দ্বিধা হচ্ছে।'

'—আমি ত বল্‌লামই, আপনার যা কিছু জিজ্ঞাস্য নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারেন।'

হোমস বল্‌ল—কথাটা হচ্ছে, আপনার দ্বিতীয় বোন সারা—সারা ত দ্বিতীয় বোনই, তাই না।'

'—হ্যাঁ। তার নাম সারা-ই বটে :

'—তিনিও ত কুমারী-জীবন যাপন করছেন ?'

'হ্যাঁ। আমার মত সে-ও অবিবাহিতা।'

'ভাবছি, আপনারা উভয়েই যখন অবিবাহিতা তখন আপনারা কেন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন, ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার, দয়া করে বলবেন কি ?'

'—তার স্বভাবের কথা জানা থাকলে আর এ'কথা বলতেন না মিঃ হোমস। তার মেজাজ সর্বদা পঞ্চমে চড়েই থাকে। তবে আমি যে তাকে কাছে কাছে রাখার চেষ্টা করি নি তা-ও নয়। ক্রয়ডন আসার পর আমি বহুবার, বহুভাবে চেষ্টাও করেছিলাম। সে শেষ পর্যন্ত আমার কথায় সম্মত হয়। কিছুদিন এখানে আমার কাছে ছিলও। মাস তুই আগেও আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত টিকল না। ছাড়াছাড়ি হতে বাধ্য হয়। আমার সংসর্গ ছেড়ে সে অন্যত্র চলে যায়। নিজের মায়ের পেটের বোনেরা কুৎসা প্রচার করার এতটুকু উৎসাহও আমার নেই মিঃ হোমস। কিন্তু ইচ্ছা না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে মনের তুঃখে তু'—চারটে কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।'

হোমস মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বল্‌ল—'হাঁ, ঠিকই বলেছেন ছোট বোনের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া ত নিজের বিরুদ্ধেই বলার সামিল মিস ক্রুশিং।'

'—অবশ্যই। মেজো বোন সারা'র সব চেয়ে বড় দোষ, সব ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া। আর কোন কিছুতেই তাকে খুশী করা যায় না। সর্বদা কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা আর অসন্তুষ্টির ভাব। আপনিই বলুন মিঃ হোমস, এমন লোক নিয়ে ক'দিন ঘর করা যায় !'

'তবে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন, লিভারপুলে আপনার যেসব আত্মীয় থাকেন তাদের সঙ্গে আপনার বোন সারাদেবীর মতবিরোধ, মানে কলহ হয়েছিল?

'—হয়েছিলই ত। কিন্তু এক সময় সেসব আত্মীয় স্বজনরাই ত তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, এতটুকুও মিথ্যে বলছিনে। তাদের সান্নিধ্যে থাকার অত্যুগ্র আগ্রহ বশতঃই সে আমার সংস্রব ছেড়ে লিভারপুলে চলে গেল। এক সময় আমার ভগ্নীপতি জিম ব্রাউনার ছিল তার সব চেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। আজ সেই মাতাল মম্পট মিঃ ব্রাউনারই তার সব চেয়ে বড় শত্রু। সে দু'মাস সেখানে ছিল। সে-সময়ে ভগ্নীপতি জিম-এর নেশা স্বভাব চরিত্র ও চলাফেরার কথা ছাড়া অন্য কোন আলোচনাই মুখে শোনা যায় নি কোনদিন। আমার বিশ্বাস, এই সব কথাবার্তা ও তার ব্যাপারে মাথা গলানোর জন্য সে সারাকে খুব বকেছে, ঝগড়ার চূড়ান্ত করেছে। তাদের এই মন কষাকষির ব্যাপারটা প্রবল আকার ধারণ করেছে।'

হোমস-এর মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটা ভাঁজ দেখা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে বসে থেকে একসময় হঠাৎ চেয়ারটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিস ক্রুশিং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—মিস ক্রুশিং, আপনার সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে আর একটু বিরক্ত করব।

—বলুন, কি জানতে চান?

—আপনি ত একটু আগেই বললেন—আপনার বোন সারা ওয়েলিংটনের—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিস ক্রুশিং বললেন—

—হ্যাঁ, ওয়েলিংটনের নিউ ষ্ট্রীটে বসবাস করে।

—হ্যাঁ, এটুকুই নিসন্দেহ হয়ে নেওয়া আমার বিশেষ দরকার ছিল। ধন্যবাদ। সে জঘন্য ঘটনার সঙ্গে আপনি কোন মতেই জড়িত

নন। সব চেয়ে বড় কথা, আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না। অথচ আপনাকে অন্যান্য কয়েকজনের মত আমিও বারবার বিরক্ত করেছি। আশা করি আমার অসহয়াতার কথা ভেবে ক্ষমা করে নেবেন।

মিস ক্রুশি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন—মি হোমস ব্যাপারটা নিয়ে বার বার জবাবদিহি করতে করতে আমি বাস্তবিকই হাঁপিয়ে পড়েছি। তাই আপনার ওপরও কম বিরক্তি প্রকাশ করিনি। কিন্তু পরে দেখলাম, আপনি বাস্তবিকই সজ্জন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ধারক। ভুলেও অবান্তর কোন প্রশ্নের অবতারণা করেননি। আপনার প্রতি গোড়াতে যে বিরক্তি ও অশোভন আচরণ করেছি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

—তার আর দরকার ছিল না। আপনার মানসিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা অন্তত আমার রয়েছে মিস ক্রুশিং।

মিস ক্রুশিং মুচকি হেসে বললেন—আপনার মত গুণী ব্যক্তিরা একটু বেশী বিনয়ীই হয়ে থাকেন মি হোমস।

আমার বন্ধুবর হোমস এনিয়ে আর কথা বাড়াল না। মি ক্রুশিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

সদর দরজা পেরিয়েই বড় রাস্তা। মিনিট দু-তিনের মধ্যেই একটা খালি ঘোড়ার গাড়ী দেখে হোমস সেটাকে দাঁড় করাল। আমাকে বলল—ডাক্তার তাড়াতাড়ি উঠে পড়।

গাড়ীতে উঠে হোমস ড্রাইভারকে বলল—তাড়াতাড়ি ওয়েলিংটনের নিউ স্ট্রীটে চল। ভর দুপুর? রাস্তা প্রায় খালি গাড়ী উল্কার বেগে ছুটে চলল। মাইল খানেক পথ থাকায় চোখের পলকে আমরা গন্তব্য-স্থলে পৌঁছে গেলাম।

হোমস গাড়ী থেকে নামতে নামতে অন্যমনস্কভাবে বলল—লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ির ঘা মারা দরকার। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে

কাজ ত হয়ই না—কথায় মোড় ঘুরিয়ে বলল—এই যে ভাড়াটা ভাই। খুচরো পয়সা ফেরত দিতে হবে না, চা খেয়ে নিয়ো। কথা বলতে বলতে সে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চলল। আমি নিঃশব্দে তার পিছন নিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে হোমস আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—বুঝলে ডাক্তার ওয়াটসন, কেসটা খুবই সাধারণ। কিন্তু এর শিক্ষণীয় দিকটা অস্বীকার করার না।

আমি তার বক্তব্যের ধার কাছ দিয়েই যেতে পারলাম না। তবু সংক্ষেপে তার বক্তব্য সমর্থন করলাম—

সে ত নিশ্চয়।

ডানদিকের গলি ধরে কয়েক পা যেতেই একটা বাড়ির পরেই টেলিগ্রাম অফিস। কচোয়ানের কাছ থেকে এর হদিশ সে আগেই নিয়ে নিয়েছিল। সুদৃশ্য একটা বাড়ির সামনে বন্ধুবর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথার ওপরে বেশ বড়সড় একটা সাইনবোর্ড, টেলিগ্রাফ অফিস।

হোমস ত্রস্ত-পায়ে ভেতরে ঢুকে কাকে যেন একটা টেলিগ্রাফ করে মিনিট দু-তিনের মধ্যে বেরিয়ে এল।

আমি আবার বন্ধুর পিছন-পিছন নীরবে হাঁটতে লাগলাম। সে পথ চলতে চলতে চলতে দু'ধারের বাড়ীর নম্বরগুলো লক্ষ্য করতে লাগল। বেশী খুঁজতে হল না। কয়েক পা যেতে না যেতেই বাঞ্ছিত বাড়িটা পাওয়া গেল। বাড়িটা টেলিগ্রাফ অফিসের কায়দায়ই তৈরী। সদর দরজা পেঁছে বার দু-তিন কড়া নাড়াতেই দরজা খুলে গেল। আমার বন্ধু টুপিটা ঠিক করতে করতে সামনে দাঁড়ানো এক যুবকের আপাদমস্তক দেখে নিল। যুবকের মাথায় কালো রঙের টুপিটা কপাল পর্যন্ত টেনে দেয়া। গায়ে কালো একটা কোট। সুচলো নাকের ওপর এক জোড়া সরু গোঁফ। লম্বা ছিপছিপে চেহারা।

দরজা খুলেই যুবকটি বললেন—কাকে চাই ?

—মিস ক্রুশিং-এর সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চাচ্ছি।

তিনি কি বাড়িতে আছেন ?

—বাড়িতেই আছে। কিন্তু আজ তার দেখা ত পাবেন না।

—অসুবিধা কিছু—

—তিনি অসুস্থ।

হোমস-এর মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। সে শুকনো গলায় বলল—খুবই অসুস্থ কি ? দু-চারটে কথা বলতে পারলে বড়ই উপকার হয়। অনেক দূর থেকে—

—অসুখ খুবই গুরুতর। গতকাল থেকে তাঁর মাথার রোগ দেখা দিয়েছে।

হোমস চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ। তাঁর চিকিৎসক হিসেবে আমি নিযুক্ত। তাঁর যা অবস্থা কাউকে দেখা করতে দেওয়া যায় না। দুঃখিত।

—আপনি তবে তাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত ?

—হ্যাঁ স্যার। আপনি বরং দিন-দশেক পরে আসুন। আশা করি ইতিমধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

—আপনি বলছেন, অসুখ খুবই বাড়াবাড়ি ?

বললামই ত। তাই করবেন, দয়া করে দিন-দশেক পরে আসবেন। কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক সসব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। আমি হতাশ দৃষ্টিতে তাঁর ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকালাম। পরমুহূর্তেই ঘাড় ঘুরাতেই হোমস-এর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার তাকে কিন্তু এতটুকু হতাশ হতে দেখলাম না। বরং বেশ আনন্দের ঝিলিকই তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। আমার দিকে চোখ পড়তেই সে বলে উঠল—কি, হতাশ হলে নাকি ডাক্তার ?

—প্রয়োজনের গুরুত্বটুকুই যে আমার জানা নেই বন্ধু, আশা-

নিরাশার প্রশ্ন ত ওঠে না।

হোমস স্বাভাবিক স্বরেই ছোট্ট করে হেসে বলল—দেখ না পেলেও অসুবিধে কিছু হবে না বন্ধু।

—সে কী কথা! এতটা পথ ছুটে এলে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে। আর দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। তবু বলছ অসুবিধে হবে না? সত্যি তোমার মতিগতি আজও বুঝতে পারলাম না! একবারটি তাঁকে চোখে দেখতে—

—তিনি হয়ত দেখা হলেও বিশেষ কিছু বলতে পারতেন না!

—তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনতে না পেলেও অসুবিধে হত না। আমি চেয়েছিলাম একবারটি তাকে মুখোমুখি দেখতে।

—তাও ত পেলে না।

—না হোক গে। তাতেও তেমন অসুবিধে হবে না। আমার যেটুকু দরকার ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি।

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। বুঝতে পারলাম না, যার সঙ্গে দেখা করতে এল তার চিকিৎসকের সঙ্গে ক'টা কথা বলেই কি করে তার ইপ্সিত লাভ করে ফেলল?

—চল ওয়াটসন একটা হোটেলের খোঁজ করা যাক। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ দুটো বেজে গেছে। চল, তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুটো গুঁজে আবার থানায় গিয়ে মিঃ লেস্ট্রেড এরসঙ্গে একবারটি দেখা করতে হবে।

সামনের দিকে কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে ছোট অথচ পরিচ্ছন্ন একটা হোটেলে হোমস ঢুকে গেল। আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। আমি ভেবেছিলাম, হোমস খেতে খেতে কেসটার অগ্রগতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবে। কিন্তু সে আমাকে একেবারেই হতাশ করে দিয়ে তার বেহালার প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহু কথা বলল। আর যা বলল, টোটেনহাম কোর্ট রোডের এক ইহুদি দালালের কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ শিলিং দিয়ে নাকি একটা সুন্দর গীটার কিনছে। তারই

বিবরণ বহুভাবে আমার কাছে ব্যাখ্যা করতে লাগল। আমি বিস্ময় মাখানো চোখে তারদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, যার মাথার ওপরে এতবড় একটা দায়িত্ব চেয়ে রয়েছে, তার মাথায় কী করে যে বেহালার আর গীটারের গদ আসে ভেবে পাচ্ছি না। এক বোতল রঙিন জল নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা সময় আমরা কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ভুলে তার মুখে মিস ক্রুশিং বা তার কাটা কান দুটোর প্রসঙ্গে ধার কাছ দিয়েও গেল না। কেবল গীতার আর বেহালার মধ্যেই সে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখল। আর যা বলল, জীবনে তার অসাধরণ ঘটনাবলীর টুকরো টুকরো অংশ।

হোটেল ছেড়ে আমরা যখন রাস্তায় নামলাম, সূর্যদেব পশ্চিম-আকাশে ঝুঁকে পড়েছে। হোমস একটা গাড়ী ধরে কোচয়ানকে বল্ল—'সোজা থানায় চল।'

রহস্যভেদী মিঃ লেস্ট্রেড আমাদের জন্য অধীর প্রতিক্ষায় প্রহর গুণে চলেছেন। হোমসকে দেখেই এগিয়ে এসে বল্লেন—মিঃ হোমস, আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।' কথা বলতে বলতে একটা খাম তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

হোমস উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্ল—'তাই নাকি? জবাব এসে গেছে! সে খামটা নিয়ে ব্যস্ত-হাতে খামের ভেতর থেকে একটা রঙিন কাগজ বের করে চোখ বুলিয়ে নিল। মুখে হাল্কা হাসির ছাপ ফুটে উঠল। হাতের কাগজটা ভাঁজ করে খামে ভরতে-ভরতে বলল—'ভালই হল।'

মিঃ লেস্ট্রেড উৎসুক্য প্রকাশ করে বল্লেন—'মিঃ হোমস, নির্ভর যোগ্য কোন সূত্র পেলেন কি?'

'—কিছু বলছেন কি মশাই! আমার যা কিছু দরকার সবই হাতের মুঠোয় এসে গেছে।'

'—তাই নাকি! আপনি রসিকতা করছেন নাকি মশাই!

হোমস নারব। তার মুখের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যটুকু আমার দৃষ্টি

এড়াল না। তাকে দীর্ঘদিন আমি দেখছি। এরকম গাম্ভীর্য তার মুখে কোনদিন আমি অন্ততঃ দেখি নি।

মিঃ লেষ্ট্রেড তার নিরবচ্ছিন্ন গাম্ভীর্য প্রত্যক্ষ করে উৎকণ্ঠার সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'মিঃ হোমস, আপনার সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা জানার জন্যই আমি কাজ ফেলে এখানে অপেক্ষা করছি। কতটা কি করলেন, দয়া করে কিছু বলে আমার উৎকণ্ঠা দূর করণ।

হোমস মুখের গাম্ভীর্যটুকু অক্ষুন্ন রেখে বলল—মিঃ লেষ্ট্রেড, ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার, মারাত্মক একটা অপরাধ ঘটানো হয়েছে।'

'—তাই নাকি?'

'—তাই নাকি?'

'—হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর অপরাধ। তবে আমার বিশ্বাস, অপরাধের প্রত্যেকটা খুটনাটি তথ্য আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে পুরো ব্যাপারটা।'

'—তাই বুঝি?'

'—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

'—কিন্তু অপরাধীর হদিস কিছু পেলেন কি?'

হোমস-এর চোখে-মুখে হাল্কা হাসির ছাপ ফুটে উঠল। সে কোটের পকেট থেকে নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে তার পিছনে কয়েকটা শব্দ লিখে মিঃ লেষ্ট্রেড-এর দিকে এগিয়ে দিল।

মিঃ লেষ্ট্রের কার্ডের পিছনের শব্দগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

হোমস বলল—'ওপরের ছাত্র অপরাধীর নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে।

মি লেষ্ট্রেড কার্ড থেকে মুখ তুলে হোমস-এর দিকে তাকালেন।

হোমস বলল—'ঠিকই বলেছি। আপনি নি সন্দেহ হতে পারেন, এটাই অপরাধীর নাম। আমি নিসন্দেহ হয়েই বলছি।

মি লেষ্ট্রেড। আপনি নির্দ্বিধায় একে সত্য বলে মেনে নিতে

পারেন। কিন্তু সহজে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়।'

—'কেন? বাধা কোথায়?'

' সকলের আগে তার হাতে হাতকড়া পরানো সম্ভব না।'

মি লেষ্ট্রেড নির্বাক। তাঁর চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ খুবই সুস্পষ্ট।

হোমস এবার বলল—। মি লেষ্ট্রেড. আমার ইচ্ছা, এ কেসটার ব্যাপারে কোনদিন যেন আমার নাম উল্লেখ করা না হয়।'

—কেন? হঠাৎ একথা বলছেন কেন মি হোমস?'

'—কারণ তেমন গুরুতর কিছুই নয়। আসলে যেসব কেস খুবই জটিল, যাদের মিমাংসা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় সেসব কেসের সঙ্গে আমার নিজের নাম ব্যবহার করতে উৎসাহী। আর—কিছু একটা বলতে গিয়েও সে নিজেকে গুটিকে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'ডাক্তার আর দেরী নয়। চল স্টেশনের দিকে। 'কথা বলতে-বলতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম।

আমাদের গাড়ী স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল।

রহস্যভেদী মি লেষ্ট্রেড হোমস-এর দেয়া কার্ডটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। তার চোখে গভীর চিন্তার ছাপ। কপালের চামড়ার ভাঁজ ক'টা তাঁর মনের অবস্থা আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলল।

আমরা বেকার ষ্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে এলাম। নৈশভোজের পর হোমস তার সখের আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিল। আর আমি সোফায় কাৎ হয়ে আধ শোয়া তার দিকে মুখ করে বসলাম। হোম-এর আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট। আমার হাতের সিগারেটটা থেকেও ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে।

শার্লক হোমস চুরুটের ছাঁই ঝাঁড়তে ঝাঁড়তে বলল—'স্টাডি ইন্ স্টারলেট', আর 'সাইন অব্ ফোর' নামে সে দুটো রহস্য তদন্তের

বিবরণ তুমি লিখেছ তাদের মতই অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে এ-কেসটারও কারণ অনুসন্ধান করতে হয়েছে ডাক্তার ওয়াটসন।'

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টায় মন দিলাম। সুযোগ বুঝে বল্লাম—'এ-কেসটার প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিবরণ কি তুমি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছ বন্ধু?

সে ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে বল্ল—'না, তা অবশ্য এখনও হাতে পাই নে।'

'—তবে?'

'মি লেষ্ট্রেড'কে চিঠি লিখেছি। দেখা যাক, ভদ্রলোক কতদূর কি করেন।

—তোমার কি বিশ্বাস, তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবেন?'

'—অবিশ্বাসই বা করি কি করে বল দেখি ডাক্তার। তিনি একজন সত্যান্বেষী। আশা করি ব্যর্থ হবেন না।'

'সফল হলেই ভাল।' আমি অন্যমনস্কভাবে কথাটা হোমস-এর দিকে ছুড়ে দিলাম।

হোমস বল্ল—'তবে এর মধ্যে কিন্তু থেকে যায়, লোকটাকে ধরতে পারলেই তিনি আমার বাঞ্ছিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারবেন।'

'নচেৎ হাপিত্যেশ করতে হবে, এই ত?'

'হ্যাঁ, এখন পরিস্থিতি সে জায়গায়ই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে। কারণ ভদ্রলোক একটু মাথামোটা হলেও একবার যদি কোনক্রমে বুঝতে পারেন তাঁকে কি করতে হবে তবে বুলডগের মত তেজ নিয়ে, গ্রীবা বিস্তার করে কর্তব্য সম্পাদন করতে উঠে পড়ে লেগে যান।'

'তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সামান্য পেলেও এটুকু অন্ততঃ বুঝেছি, ভদ্রলোক খুবই কর্তব্য পরায়ণ।'

'—ঠিক ধরেছ। তার কর্তব্য পরায়ণতার জন্যই তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হতে পেরেছেন।'

আমি সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরে বল্‌লাম—'তবে দেখা যাচ্ছে, এ-কেসটার রহস্য এখনও তুমি ভেদ করতে পার নি, কি বল ?'

'অবশ্যই না। তীরে এসে তরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, মনে করতে পার।'

'তীর কি হাতের নাগালের মধ্যে ?'

–'দেখ ওয়াটসন, কেসটার মূল দিকটার মোটামুটি একটা হিল্লে করে ফেলেছি।'

আমি চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে তার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

সে ব'লে চল্‌ল 'তবে একটা ব্যাপার কি জান, একটা শিকার এখনও আমার হাতের মুঠোয় আনতে পারি নি।

'–তাই নাকি ?'

—'হ্যাঁ, এখনও ধরাছোয়ার বাইরে রয়ে গেছে।'

'—তবে সে বল্‌লে তরী তীরের কাছে এনে ফেলেছে !'

'ঠিক ত। এই পৈশাচিক কাণ্ডের যে মূল হোতা তার হদিস যখন পেয়ে গেছি, আর বাকী কতটুকু ? কান টানলে মাথা সুরসুর করে এগিয়ে আসবে বন্ধু। আমি এ-মুহূর্তে কাকে লক্ষ্য করে এগোতে চাইছি, আশা করি তোমার আয়নাতে ও তার ছায়া কিছু পড়ে থাকবে। তুমি কি কিছুই অনুমান করতে পারছ না ওয়াটসন ?

আমি কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে বল্‌লাম – 'আমার ত মনে হচ্ছে লিভারপুলের জাহাজের কর্মী ঐ জিম ব্রাউনারই এখন তোমার জালে পড়তে চলেছে।'

হোমস-এর মুখে হাসির ছাপ ফুটে উঠল।

আমি অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম—'কি বন্ধু, তোমার চিন্তার কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছি কি ?'

হোমস অতর্কিতে সোজা হয়ে বসে পড়ল। ঠোঁট দুটো দিয়ে জ্বলন্ত চুরটটা শক্ত করে চেপে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বল্‌ল –

'কাছাকাছি বলছ কি ডাক্তার। পুরোপুরি লক্ষ্যভেদ করে ফেলেছ হে!'

'—স্বীকার করছি, তোমার কথা সত্য। আমি কিন্তু খুবই ঝাঁপসা কিছু ইঙ্গিত ছাড়া বড় রকমের কোন সূত্রের খোঁজ পেয়েছ বলে মনে করতে পারছি না।'

'—কিন্তু ডাক্তার, আমি কিন্তু এর চেয়ে পরিষ্কার আর কোন সূত্র হতে পারে বলে মনে করি না। যেটুকু পেয়েছি তা-ই আমার রহস্যটা ভেদ করার পক্ষে যথেষ্ট বলেই আমি মনে করি।'

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে আমার জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য সচেষ্ট হ'ল—'ঠিক আছে কেসটা প্রধান-প্রধান অংশগুলোর কথা ভেবে দেখা যাক। তুমি হয়ত ভুলে যাওনি ডাক্তার, কেসটা হাতে নেবার সময় আমরা রীতিমত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, সাদামাঠা ব্যাপার বলেই মনে করেছিলাম। তবে এরকম চিন্তাধারা সর্বদাই কাজেই পক্ষে বিশেষ সহায়ক।'

'—সে—ত নিশ্চয়ই।'

'—কেসটা হাতে নেবার সময় সামান্যতম আলোর রেখাও আমাদের হাতে ছিল না।'

'—হ্যাঁ, তা অবশ্য ছিল না।'

'—আমাদের কাজের প্রকৃতিই হচ্ছে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান হাতড়ে বেড়ানো। ধৈর্য-নিষ্ঠা-অধ্যবসায়ের সাহায্যে অনুমান সংগ্রহের জন্য ধীর পায়ে অগ্রসর হওয়া। কাজে হাত দিয়ে সর্বপ্রথমে কি লক্ষ্য করলাম, কাকে সামনে পেলাম?'

'—নিরীহ-নম্র স্বভাবা এক মহিলার মুখোমুখি হলাম।

'—ঠিক তা-ই। সম্পূর্ণ নির্দোষ-নিষ্কলঙ্ক ব'লে মনে হয় এমন এক অবিবাহিতা ও একটা গ্রুপ ফটো। ফটোটার সাহায্যেই আমরা জানতে পারলাম মহিলার ছোট ছুটো বোন রয়েছেন।'

'—তাদের মধ্যে ছোট-বোন বিবাহিতা। আর মেজো ও বড় উভয়েই অবিবাহিতা।

'—হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি, পার্সেলটা ফটোতে যে দুই বোন রয়েছেন তাদের মধ্যে কারো না কারো জন্যই পাঠানো হয়েছে। সে মুহূর্তে লব্ধ এ-ধারণাকে ভবিষ্যতে ব্যবহার করার প্রত্যাশায় সরিয়ে এক ধারে রেখে দিলাম। তারপর আমরা কি করেছিলাম ডাক্তার।

'—মিস ক্রুশিং-এর ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা চলে গেলাম সোজা নীচের তলার বাইরের দিককার ঘরে।'

'—হ্যাঁ, বাইরের দিককার বাগানের ধারের ঘরে হাজির হলাম। সেখানেই কার্ডবোর্ডের বাক্সে রহস্যজনক জিনিস দুটো দেখতে পেলাম। যে দড়ি দিয়ে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা বাঁধা হয়েছিল তারও কিছু বিশেষত্ব নজরে পড়ল। আলকাতরা মাখিয়ে দড়িটাকে এমন করে তোলা হয়েছে সেটা ঠিক যেন জাহাজের পালে ব্যবহারের দড়ির মত হয়েছে। ব্যস, আমাদের তদন্তের ওপর সমুদ্রের দমকা হাওয়া বয়ে গেল।

আমি সবিস্ময়ে তার কথাগুলো গিলতে লাগলাম।

বন্ধুবর হোমস বলে চলল—'এবার বলছি শোন দড়িটার গায়ে যে বিশেষ ধরনের গিঁটটা ছিল তার কথা। এরকম গিঁট কেবলমাত্র জাহাজের নাবিকরাই পাল আটকানোর কাজে ব্যবহার করে থাকে।'

বন্ধুবর সম্ভাবনীশক্তি দেখে আমি যারপরনাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। মুগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হোমস বলে চলল—'এবার ডাক-ঘরের সিল মোহরটার দিকে মন দিলাম। একটা বন্দরের ডাক-ঘর থেকে পার্সেলটা পাঠানো হয়েছে।'

এবার বলছি কাটা কান দুটোর গায়ে যে একটা করে ছিদ্র ছিল তাদের কথা। পুরুষের কানটার গায়ে রিং পরার মত যে ছিদ্র করা

ছিল এরকম ছিদ্র নজরে পড়ল সেরকম ছিদ্র নাবিকদের মধ্যেই বেশী চল রয়েছে। এতে কি সিদ্ধান্ত নেয়া যায় ডাক্তার ?'

'এ-রহস্যের নায়কদের খোঁজ করতে হবে গভীর সমুদ্রে।'

—'ঠিক বলেছ। এ নাটকের নায়কদের ডাক্তার খুঁজে পাওয়া যাবে না, জাগাজে, সমুদ্রযাত্রীদেব ভিড়ে তারা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তারপর ?'

—'তারপর যে বাদামি কাগজটা দিয়ে পার্সেলটাকে মুড়ে দেয়া হয়েছিল তার দিকে আমরা মনোনিবেশ করলাম।'

'হ্যাঁ। আমাদের পর্যবেক্ষণের পরবর্তী ধাপ মোড়কের ঠিকানাটা পর্যালোচনা করা। প্রথমেই আমাদের নজরে পড়ল, বড়-বড় হরফে লেখা—"Miss. S. Crusing" আমি ভেবে দেখলাম, বড় বোন অবশ্যই মিস এস. ক্রুশিং হতে পারেন। তাঁর নামের অন্ত্য অক্ষর 'S' হলেও আবার অন্য কোন বোনের নামের আদ্য অক্ষরও ত 'S' হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।'

'—এ রকমটা ত হতেই পারে বন্ধু।'

—'ডাক্তার ওয়াটসন, আমি একবার কথা প্রসঙ্গে মিস ক্রুশিংকে বলেই ফেলেছিলাম—হয়ত আমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। কথাটা বলেই আমি পর মুহূর্তে কথায় মোড় ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, মনে পড়ছে ?'

'—হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে।'

'—এর একটাই কারণ, কথাটা মিস ক্রুশিং-এর দিকে ছুঁড়ে দেয়া মাত্র আমি এমন কিছু আচমকা লক্ষ্য করেছিলাম যা আমার মধ্যে খুবই বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। ফলে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্তের ব্যাপারটা হঠাৎ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।'

কথা বলতে বলতে হোমস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁটতে-হাঁটতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের প্রায়ান্ধকার প্রকৃতির

গায়ে আলতোভাবে চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'দেখ, চিকিৎসা—শাস্ত্রের লোক হিসেবে তোমার অবশ্যই অজানা হয় সে, শরীরের অন্য কোন অঙ্গ—প্রত্যঙ্গই কানের মত অদ্ভুত নয়। একজনের কানের গড়ন, অন্যের গড়নের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নতার দাবী রাখে। গত বছর আমি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল্ জার্ণালে দুটো প্রবন্ধের মাধ্যমে এ বিশেষ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে ছিলাম। তাই পার্সেলে আসা কান দুটোর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো ডাইরিতে টুকে রেখেছি। এবার সদ্য পরীক্ষা করে আসা মহিলার কাণ কানটার সঙ্গে আমি মিস ক্রুশিং-এর কানটি মেলাতে গিয়ে থকমে যাই। উভয় কানের মধ্যে পুরোপুরি সাদৃশ্য লক্ষ্য করার পর আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল আশা করি তুমি অনুমান করতে পারছ ডাক্তার। এটা ত অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে এমন সাদৃশ্য কখনই আচমকা ঘটে যেতে পারে না। তাছাড়া কানের বাইরের ও ভেতরের ছিদ্রটার গঠন পর্যন্ত একই রকম।'

আমি অত্যুগ্র কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—'এত সব তুমি দেখলে কখন বন্ধু ?'

হোমস নীরবে মুচকি হাসল। আবার ফিরে এসে আরাম-কেদারায় বসে সে বলতে শুরু করল— দেখ ডাক্তার পর মুহূর্তেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম, কাটা কানটার মালিক ও মিস ক্রুশিং-এর সঙ্গে নির্ঘাত রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সে সম্পর্ক খুবই কাছের। তারপর ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, সে-সব কথা তোমার মনে নেই ডাক্তার ?'

আমি ম্লান হেসে বললাম—'আছে বন্ধু।'

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মিস ক্রুশি জানালেন তার বোনের নাম সারা।'

'—হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে।'

'—মাস দুই আগেও তিনি মিস ক্রুশিং-এর সঙ্গে একই ঠিকানায় বসবাস করতেন। এবার কি কিছু অনুমান করতে পারছ ডাক্তার, ভুলটা কোথায় হয়েছে?'

'—হ্যাঁ। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল পার্সেলটা আসলে কাকে পাঠানো হয়েছে।'

'—কথা প্রসঙ্গে আমরা ভদ্রমহিলার মুখ থেকে তাঁর ছোটবোনের কথাও জানতে পারি। আর জানলাম, তাঁর জাহাজের কর্মী স্বামী দেবতার কথা। মিস সারার সঙ্গে তার হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। যার ফলে সারা মিস ক্রুশিং-এর সান্নিধ্য ত্যাগ করে তার ছোট-বোন ও ব্রাউনার-এর কাছাকাছি চলে যান। কিন্তু কাছাকাছি পাশাপাশি দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব হ'ল না। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কলহই এর মূল কারণ।'

'—ডাক্তার ওয়াটসন, এবার বলত পরবর্তী ব্যাপারটা কিভাবে মোড় নিয়েছিল?'

আমি মনে মনে একটা ছক কষার চেষ্টা করছিলাম।

হোমস আমার পরিশ্রম লাঘব করে দিল—'তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর ব্রাউনার-এর দরকার দেখা দিল মিস সারাকে একটা পার্সেল পাঠাবার। সে কি করবে। তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পর মিস সারা নতুন কোন ঠিকানায় উঠেছেন কিনা তাঁব জানা নেই, বাধ্য হয়ে পুরনো ঠিকানাটাকেই তিনি আঁকড়ে ধরবেন, ঠিক না?

এবার জাহাজের কর্মী ব্রাউনার-এর বিয়ের পরমুহূর্তের কথা আমরা আলোচনা করে তবে কি দেখতে পাব? সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর কাছাকাছি থাকতে পারবে না বলে সে পুরনো চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকরি নিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে মদ তাকে গ্রাস করে।' মুহূর্তকাল নীরবে দম নিয়ে হোমস আবার বলতে শুরু করল—'আমরা বিবরণটা শুনে তখন মনে করেছিলাম, জাহাজকর্মী 'ব্রাউনার-এর স্ত্রী

খুন হয়েছে। আর? আর খুন হয়েছে জাহাজের অন্য এক কর্মী। ঈর্ষা থেকে এমনটা হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়।'

আমি বিস্ময়ভরা চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললাম—'সবই ত বুঝলাম হোমস। মিস সারা ক্রুশিং-এর নিহত নারী-পুরুষের কান দুটো পাঠানোর কি যুক্তি থাকতে পারে, মাথায় আসছে না।'

'—এমনও হতে পারে লিভারপুলে বসবাস করার সময় এমন কোন ঘটনার সঙ্গে তিনি ফেঁসে গিয়েছিলেন যার ফল স্বরূপ এ-হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল। এবার ভাবা যাক, ভাবলিন, ওয়াটার আর বেলফাষ্ট বন্দরের কথা। শয়তানটা এদের মধ্যে একটা বন্দরে কাজ হাসিল করে নিজের স্টিমার মে-ডে'তে উঠে চম্পট দিয়েছে। তবে বেলফাষ্ট বন্দরের ডাক-ঘর থেকে পার্সেলটা করা কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়।'

ডাক্তার ওয়াটসন, আমি ব্যাপারটাকে পরবর্তীকালে আর উক্ত ছাঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলাম না। অবাস্তব বলেই মনে হ'ল। আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলাম। গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম, কোন ব্যর্থ প্রেমিক হয়ত মিঃ ও মিসেস ব্রাউনার'কে হত্যা করে মনের ঝাল মিটিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে আমি লিভারপুল পুলিস-স্টেশন তার করেছিলাম। টেলিগ্রাম-অফিসের কাজ মিটিয়ে আমরা মিস সারা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আশা করি তোমার মনে আছে ডাক্তার।

আমি নীরবে ঘাড় কাৎ করে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। ক্রসডন শহরের সর্বত্র ভয়ঙ্কর পার্সেলটার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। অতএব খবরটা অনেক আগেই তাঁর কানে পৌঁছে গিয়েছিল। কেবলমাত্র মিস সারা'ই বুঝতে পেরেছিলেন, পার্সেলটা কার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। অপরাধীর বিচার হোক, যদি তাঁর কাম্য হ'ত তবে তিনি অবশ্যই ব্যাপারটি পুলিশের কানে দিতেন। এবার বল ত ডাক্তার আমরা কোন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম?'

'—মিস সারা'র বাড়ি গিয়ে তাঁর দেখা পেলাম না। তাঁর চিকিৎসকের মুখে শুনলাম তিনি তার আগের দিন থেকে উন্মার্দদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। মস্তিষ্ক বিকৃতি। তিনি আরও বললেন, দিন দশেকের আগে তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।'

'—আমরা পরিষ্কার বুঝে নিলাম কিছুদিন অপেক্ষা না করলে তাঁর কাছ থেকে আমাদের কোনরকম সাহায্য-সহযোগিতা লাভের প্রত্যাশা নেই। দরকারও ছিল না। আমাদের প্রয়োজনীয় জবাব-গুলো থাকাতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ আমি আস-গারকে সেগুলোকে পুলিস স্টেশনে প্রেরণ করতেই বলেছিলাম। এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি-ই বা থাকতে পারে? মিসেস ব্রাউনার তিনদিনের বেশী তালাবন্ধ করে বাড়িছাড়া। প্রতিবেশীরা মনে করেছে আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। জাহাজ-অফিস বলেছে মিঃ ব্রাউনার মে-ডে নামক ষ্টীমারে আছে। সেটা কাল রাত্রে টেমসে নোঙর করবে। কর্তব্য পরায়ণ লেষ্ট্রেড সেখানে যথা সময়ে অপেক্ষা করবেন। ব্যস, তারপরই আমাদের কাছে খবর পাঠিয়ে দেবেন।

দুটো দিন শার্লক হোমসকে ধৈর্য ধরতে হ'ল। তার পরই বেশ বড়সড় একটা খাম তার হাতে এল। তার মধ্যে বন্দী ছিল আমাদের রহস্যভেদীর কয়েক পাতা টাইপকরা কাগজ আর হাতে লেখা ছোট্ট একটা চিঠি। লেষ্ট্রেড চিঠিতে লিখেছেন, তিনি ব্রাউনার'কে ধরে ফেলেছেন।

শার্লক হোমস মিঃ লেষ্ট্রেড-এর লেখা চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। সে ব্যস্ততার সঙ্গে চিঠিটা পড়তে লাগল। মিঃ লেষ্ট্রেড-এর চিঠির মূল বক্তব্য—গতকাল সন্ধ্যা ছ'টায় এলবার্ট বন্দর থেকে তিনি S. S. May Day নামক জাহাজে চেপেছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সে-ষ্টীমারে জেমস ব্রাউনার নামে এক কর্মী রয়েছে। দুষ্কর্মের জন্য তাঁর চাকরি গেছে। তাঁর সাথে গিয়ে লেষ্ট্রেড দেখেন, নিজের বাক্সটার ওপর হাতে মাথা গুঁজে বসে। দীর্ঘদেহী এক যুবা-

পুরুষ। দেখে মনে হয় গায়ে গতরে শক্তিও ধরেন যথেষ্ট। গায়ের রঙ কালচে। আমার কথা কানে যেতেই তিনি যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি চোখের পলকে বাঁশিটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিলেন। বললেন, নীচে জল-পুলিস অপেক্ষা করছে, মনে রাখবেন মিঃ ব্রাউনার। মিঃ ব্রাউনার আর টু-শব্দটিও করলেন না। নিতান্ত বাধ্য ছেলের মত হাতকড়ার মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিলেন। তার বাক্সটার মধ্যে একটা বড় ছুরি ছাড়া উল্লেখ-যোগ্য আর কিছুই পাওয়া যায় নি। হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ-ষ্টেশনে হাজির করতেই তিনি কিছু বলতে চাইলেন। তাই সাক্ষীসাবুদের দরকার হ'ল না। পুলিশ-অফিসারের কাছে তিনি যে স্বীকারোক্তি করছেন তা টাইপ-করা কাগজ তিনটিতে রয়েছে।

পুলিশ অফিসারের কাছে মিঃ ব্রাউনার যে স্বীকারোক্তি করেছে তা এরকম—তিনি প্রথমেই বললেন,'আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। আপনি ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত শুনুন। তারপর আপনাদের বিচারে যদি আমাকে ফাঁসির দড়িতেও ঝুলতে হয় তবু এতটুকুও দুঃখ করব না। আবার মুক্তিও দিতে পারেন। সে যা হয় হবে। তা নিয়ে আমি তিলমাত্রও ভাবিত নই। বিশ্বাস করুণ. কাজটা করার পর থেকে আমার আঁহার-নিদ্রা ঘুচে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা দুটো এক করতে পারি নি। আমি সার বুঝেছি, সব কিছুর নিষ্পত্তি না ঘটা পর্যন্ত আমি আর ঘুমোতে পারবও না কোনদিন।

চোখের পাতা দুটো বন্ধ করা মাত্র আমার সামনে ভেসে ওঠে—কখনও মেরীর মুখ, আবার কখনও বা আলোক ফ্যায়াব্যায়ান-এর মুখ। মেরীর চোখে বিস্ময়ের ছাপ আর অ্যালেক-এর কালো চোখে ভয় প্রদর্শনের ছাপ আমার দেহ-মনকে অবশ করে দেয়। মাতা মেরী কেন বিস্মিত, তাই না? মেষ-শাবকের মত মেষপাল নিষ্কলঙ্ক আমার মধ্যে যিনি কোনদিন এতটুকুও রোষ প্রত্যক্ষ করেন নি তারই মুখে আজ মৃত্যু-লেখা প্রত্যক্ষ করে অবাক হবার মত ব্যাপারই বটে।

আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না · সারা'ই সব দোষের মূলে। কিন্তু আমি নিজে? আমি নিজেকে অবশ্যই নির্দোষা বলে দাবী করব না। আমি জানি, মদ গিলে-গিলে আমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। বিবরণীটা এ পর্যন্ত পাঠ করে দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্তের জন্য হোমস থামল।

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে চোখ দুটো কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল। থামলে কেন হোমস। পড, তারপর কি লিখেছে পড।'

হোমস আবার বিবরণীর পাতায় চোখ রাখল—হ্যা, আমি মদ গিলে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তবু ও হয়ত সে আমায় ক্ষমাঘেন্না করে দিত। ঐ রূপসীর রূপের ঢেউ যদি আমার সংসারে আছাড় খেয়ে না পড়ত তবে একটা কাঠের টুকরোর গায়ে দড়ি যেমন জড়িয়ে থাকে সে-ও তেমনি আমাকে জড়িয়েই বেঁচে থাকত। মেরী আজও বেঁচে থাকত।

সারা ক্রুশিং? হ্যা, সত্যই সারা আমায় ভালবাসে কিন্তু সে যখন নিঃসন্দেহ হল, 'তার রূপ-সৌন্দর্যের আকর মাংসপিণ্ডটার চেয়ে আমি কাদার ওপর আঙ্কত আমার স্ত্রীর পদাচিহ্নটাকেই বেশী ভালবাসি — তখন থেকেই বিপর্যয়ের সূত্রপাত শুরু হল। তার ভালবাসা ঘৃণার রূপ নিল। আর সে ঘৃণায় ছিল শুধুই গরম। তিন বোনের মধ্যে বড়বোন অতীব মহিয়সী, মেজো বোন শয়তানী-পিশাচিনী, আর ছোটটিকে স্বর্গে দেবী বললেও অত্যুক্তি করে না।

বিশ্বাস করুণ, এদের সবকনিষ্ঠ মেরীকে নিয়ে যেদিন সংসার বাঁধলাম, স্বর্গসুখ ছিল আমাদের দু'জনের মনে। লিভারপুলে মেজো বোন সারাকে আমরা চিঠিতে আমন্ত্রণ জানালাম। সপ্তাহ পেরিয়ে ক্রমে কেটে গেলো পুরো একটা মাস। এমনি করে সে পর-পর কয়েকটা মাসও আমাদের সংসারে কাটিয়ে দিল।

হায় ভগবান! একদিন তার এ-মর্মান্তিক পরিণতি হবে, কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? আমি সপ্তাহান্তে বাড়ি আসতাম।

কখনও জাহাজ আটকা পড়লে এক সপ্তাহও বাড়িতে কাটিয়ে দিতাম। এভাবেই আমি সারার মনের কথা জানার সুযোগ এসেছিল। তার প্রতি আমার নজর পড়ল সে সময়ই তার রূপ-সৌন্দর্যমণ্ডিত দেহলতা-টাকে নতুন করে দেখলাম আমি। কিন্তু আমার সহধর্মিনী মেরীকে ছাড়া অন্য কারো কথা আমার মনের কোনে উকি মারে নি। সারা'র ভাবগতিক দেখে মনে হ'ত সে আমার সঙ্গে একা থাকতে চায়, আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে চায়। আমি এসব ভুলেও মনে স্থান দেই নি।

একদিন পরিস্থিতি মোড় নিল। বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী নেই, বাইরে জরুরী দরকারে গেছে। সারা একা বাড়িতে রয়েছে। আমার অপ্রসন্ন মুখ দেখে সে বলল—জিম্, তুমি কি মেরীকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পার না? আমার সঙ্গ যদি তোমার কাছে দুঃসহ বোধ হয় তবে তা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক ব্যাপার! আমি হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিলাম। সে যন্ত্রচালিতের মত দু'হাত দিয়ে মাধবীলতার মত আমার হাতটাকে জড়িয়ে ধরল। তার হাত দুটো গরম আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার হাতটাকে আরও কাছে টেনে নিলাম। সে আমার কাঁধে বার কয়েক আলতোভাবে চাপ দিয়ে বিদ্রুপাত্মক স্বরে বল্‌ল—ধীরে জিম, ধীর!' ব্যস, আর কোন কথা নয়। হেচকা টানে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সারাদিন সে আর আমার মুখোমুখি হ'ল না। এবার থেকেই সারার মধ্যে আমার প্রতি ঘৃণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করতে লাগল। আজ ভাবছি, আমার মত আহাম্মক দ্বিতীয়টি আর নেই! এতসব দেখে-বুঝেও আমি তাকে আমাদের বাসায় থাকতে দিলাম। মেরী ব্যথা পাবে ভেবে একটা কথাও তার কাছে বলি নি। সবকিছু গতানুগতিকভাবে চলতে লাগল। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই বুঝলাম, মেরীর মধ্যেও একটা অভাবনীয় পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। সে যথার্থই নিষ্কলঙ্ক। আমার ছিল অগাধ বিশ্বাস। সেই মেরীর মধ্যেই সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত

হ'ল। ক্রমে তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'ল। আমার প্রতিটি মুহূর্তের চলাফেরার মধ্যে তার সন্দেহ মাথাচাড়া দিতে লাগল। আমার প্রতিটি পদক্ষেপের কৈফিয়ৎ নিতে লাগল। আমি পড়লাম এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে। ব্যাস, অহেতুক কথা কাটাকাটি ও ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে গেল! এবার থেকে একটা মজার ব্যাপার আমার নজরে পড়ল। সারা আমাকে ঘৃণা করে সর্বদা এড়িয়ে চলতে চায় বটে, কিন্তু ছোট বোন মেরীর সঙ্গে তার ভাবভালবাসা যেন আরও গভীর করে তুলেছে। এখন আমি নিঃসন্দেহ, সে কৌশলে আমার স্ত্রীর মন থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, আমার প্রতি তার মনকে বিষাক্ত করে তুলতে চায়। আমার নির্বোধ মন ভুলেও এসব ব্যাপার তলিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করল না। এবার থেকে মদের বোতল হ'ল আমার সব চেয়ে প্রিয়। মদ আমাদের উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধানটাকে আরও অনেক, অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল। এই সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাল অ্যালেক ফ্যায়ারবেয়াশ, মাথা গলিয়ে দিল। আমার পরিস্থিতি যার পর-নাই সঙ্গীন হয়ে উঠল। প্রথমে সে অবশ্য সারা'র কাছেই আসে। তারপর তার আসার উৎসাহ দেখা দেয় মেরী'কে ঘিরে। লোকটা খুবই চালাক চতুর ধুরন্ধর। উপস্থিত বুদ্ধিও ধরে খুবই। বাক্‌চাতুর্যও কম নয়। অর্ধেক পৃথিবী এরই মধ্যে ঘুরে নিয়েছে। স্বীকার করতেই হয় একজন নাবিক হিসেবে সে অভাবনীয় ভদ্র, অতুলনীয় তার আচরণ। আমার বাড়ীতে পুরো এক।া মাস সে অবাধে যাতায়াত করেছে। তার এ আসা যাওয়া যে আমারও মেরীর প্রেমে কাঁটাল ধরাতে বদ্ধ পরিকর আমার নির্বোধ মন ঘুনাক্ষরেও ভাবে নি।

তারপর থেকেই আমার মনের শান্তি-সুখ দ্রুত নির্বাসিত হতে লাগল। প্রথম দিনের একটা ঘ না তুলে ধরছি। আমি বাড়িতে পা দিয়েই যেন বুঝতে পারলাম আমার সহধর্মিনী কার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসে। আমার জন্য অন্ততঃ নয়। তাই যদি হ'ত তবে আমাকে দেখামাত্র তার চোখে-মুখে এমন বিষাদের কালো ছায়া নেমে

আসত না। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ব্যস, আমার মনও মুহূর্তে তার প্রতি বিষিয়ে উঠল।

হোমস্ বিবরণীটা পাঠ করতে-করতে মুহূর্তের জন্য চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার দুই আঙুলের ফাঁকে ধরা চুরু টা অনেকখানি পুড়ে গেছে। ছাই জমে গেছে, হুঁস নেই। এবার ছাই ঝেড়ে চুরুটে টান দিল।

হোমস আবার চোখ ঘুরিয়ে টাইপ করা কাগজ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বলল, জিম ব্রাউন এবার লিখেছে—'আমার মনটা অ্যালেক ফ্যায়ার-ব্যায়ার্ণ-এর ওপর এমন বিষিয়ে উঠল যে, তাকে সে-মুহূর্তে হাতের নাগালের মধ্যে পেলে অবশ্যই খুন করে মনের ঝাল মেটাতাম। মেরী আমার চোখের তারায় আমার চণ্ডাল-রূপটাকে দেখতে পেয়েছিল। রাগলে আমি যে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যাই একথা তার অজানা নয়। সে উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ জুড়ে দিল। জিম, তোমার পায়ে পড়ি, একাজ কোরো না! কিছুতেই তুমি করতে পারবে না।

আমি হেঁচকা টানে তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গর্জে উঠলাম—সারা কোথায়? কি করছে সে?—রান্না ঘরে আমি একলাফে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে গুলি খাওয়া ব্যাঙের মত গর্জে উঠলাম—'সারা নচ্ছার শয়তান ফ্যায়ারব্যায়ার্ণ যেন আমার বাড়ির ত্রি-সীমানায় পা না ঘেঁষে, বলে দেবে। কারণ জানতে চেয়ো না। মনে করবে, এটা আমার আদেশ, আর যদি কোনদিন সে-চেষ্টা করে, তবে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তার একটা কান কেটে তোমাকে উপহারস্বরূপ তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।

আমার কথায় সারা হয়ত তখন ভয়ে খুবই মুষড়ে পড়েছিল। ব্যস' সে রাত্রেই সে আমাদের সংস্রব ছেড়ে গোপনে বাড়ি ছেলে পালিয়ে যায়।

সারা আমাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। সে হয়ত একটা

শয়তানী চাল চালতে চেয়েছিল। ভেবেছিল আমার স্ত্রী মেরীর সঙ্গে ঐ নচ্ছাড় ফ্যায়ারব্যায়ার্ণ-কে ভিড়িয়ে দিতে পারবে তার দুরভিসন্ধিটাকে ফলপ্রসূ করতে পারবে। মেরী'কে আমার মন থেকে সরিয়ে দেবার জন্যই তার এতসব কাণ্ডের আয়োজন।

ক'দিন পরে জানতে পারলাম, আমার বাড়ির অদূরেই সে একটা বাড়ি নিয়েছে, ফ্যায়ারব্যায়াণ'কে নিয়ে সে সেখানে বসবাস করতে লাগল। তলে-তলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, মেরী মাঝে মধ্যেই সেখানে যায়। একসঙ্গে গল্প হাসিঠাট্টা করে, চা খায়। একদিন গোপনে ত কে অনুসরণ করে সে-বাড়িতে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই শয়তান ফ্যায়ারব্যায়ার্ণ পিছনের দরজা দিয়ে বাগানের ভেতর ঢুকে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। আমার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। মাথায় রক্ত ওঠার উপক্রম হ'ল। শিরায় শিরায় রক্তের গতি হ'ল দ্রুততর। মেরী'র সামনে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে বল্‌লাম—আর যদি ঘরপোড়া শয়তানটার সঙ্গে দেখি সে মুহূর্তেই তাকে হত্যা করে ফেলব। ব্যস, আমার মনে মেরী'র প্রতি যেটুকু ভালবাসা ছিল, নিঃশেষে উঠে গেল। সে যে আমায় নরকের কীটের মত ঘৃণা করে বুঝতে ভুল হয়নি আমার। আমি মদের বোতল ধরার পর থেকেই সে আমার দিক থেকে এক পা দু'পা করে পিছিয়ে যাচ্ছিল, মুখে না বললেও আমি ভালই বুঝতাম। সারা লিভারপুলে থাকার মত অর্থোপার্জন করতে পারছে না দেখে সেখানকার পাট তুলে দিল। আমি ভাবলাম, সে কয়জন তার দিদির আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছে। তার সম্বন্ধে এটাই ভাবা স্বাভাবিক।

আমার সংসারের অবস্থার এতটুকুও পরিবর্তন হ'ল না। তারপরই এল সেই সর্বনেশে সপ্তাহ। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এরকম—আমি সাত দিনের জন্য মে-ডে ষ্টীমার নিয়ে যাত্রা করলাম। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য বারো ঘণ্টার জন্য ষ্টীমারটাকে বন্দরে ভিড়াতে হ'ল।

এই সুযোগে আমি একবারটি বাড়িতে চক্কর মেরে যেতে চেষ্টা করলাম। আশা ছিল স্ত্রীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারব। আব আমাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে সে একেবারে থ-বনে যাবে। আনন্দিতও কম হবে না। বন্দর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা যেতেই আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেল। দেখলাম, আমার স্ত্রী ফ্যায়ারব্যায়ার্ণ-এর পাশে বসে গাড়ী চেপে আমারই পাশ দিয়ে চলে গেল। তারা হেসে গড়াগড়ি করার উপক্রম। আমাকে দেখতেই পায় নি।

বিশ্বাস করুণ, ঈশ্বরের নামে পশথ করে বলছি, তমন থেকে আমি সত্যই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তখন আমার মদের পরিমানও বেড়ে যায়। মদ আর সদ্য দেখা ঘটনাটা আমার মাথাটাকে একেবারে গমন করে দিল। এখনও আমার মাথায় যেন বন্দরের কর্মীদের হাতুড়ির আঘাত অব্যাহত রয়েছে। আমি উন্মাদের মত গণ্ডীটার পিছন-পিছন দৌড়তে লাগলাম। আমার হাতে ছিল একটা লাঠি। দৌড়তে-দৌড়তে একটা দুর্বুদ্ধির উদয় হ'ল। কিছুদূর গিয়ে গাড়ীটা ষ্টেশনের দিকে বাঁক নিল। রেল-স্টেশনে গাড়ীটা তাদের নামিয়ে দিল। টিকিট-ঘরের কাছে খুব ভিড়। আমি তাদের নজর এড়িয়ে, ভিড়ের সুযোগে এগিয়ে গিয়ে দেখলাল, তারা নিউ ব্রাইটনর টিকিট কাটল। আমিও একই টিকিট কেটে তাদের পিছনের বগিতে চেপে বসলাম। নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে তারা একটা নৌকা ভাড়া করে জলের হাওয়া খেয়ে ঠাণ্ডা হতে ছুটল। আমিও তাদের অগোচরে ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো ভাড়া করে ফেললাম। কিছু দূরে গিয়ে আমার নৌকোটা তাকে ধরে ফেললাম। আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়ে মেরী তার চীৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। তার অবৈধ প্রেমিক শয়তান ফ্যায়ারব্যায়র্ণ দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বৈঠা উঁচিয়ে ধরল। আমি তায় বৈঠার আঘাত থেকে কোনরকমে অব্যাহতি পেয়ে অতর্কিতে লাঠির আঘাত হানলাম। চোখের পলকে তার

মাথাটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল। গল্‌গল্‌ করে রক্ত পড়তে লাগল। আমি তখন বদ্ধ উন্মাদ। মেরী'কে মারার ইচ্ছে তখনও ছিল না। কিন্তু শয়তানটার প্রতি তার প্রেমের তীব্র বহিঃপ্রকাশই আমাকে দিয়ে জোর করে সে কাজ করাল। সে আমার চরমতম শত্রুর মৃতদেহটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে আকুল হতে লাগল। আমার রক্ত আবার টগবগ করে ফুটে উঠল। অতর্কিতে লাঠিটা মাথার ওপরে তুলে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে আবার আঘাত লাগলাম। বিকট চিৎকার করে মেরী শয়তানটার নিঃশ্বাস দেহের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আমি তখন রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের দিশেহারার মত হয়ে পড়েছি। সারা তাদের সঙ্গে থাকলে তাও একই গতি করে ছাড়তাম।

আমি উন্মাদনা বশতঃ হেঁচকা টানে কোমর থেকে ছুরিটা বের করে ফেল্‌লাম। না-না-আমি আর বলতে পারছি না। আমার মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছে, সর্বাঙ্গ কেমন শিথিল হয়ে আসছে!

এবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পালা। তাদের নিঃশ্বাস দেহদুটোকে নৌকার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ছিলাম। সবশেষে নৌকোর একটা তক্তা দিলাম খুলে। দু'দুটো প্রাণীর সলিল-সমাধি হয়ে গেল। আমি আমি হাত-পা ভাল করে ধুয়ে তীরে ফিরে এলাম। আর তাদের নৌকোর মালিক ভাবল, নৌকোর টাল সামলাতে না পেরে তারা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

এ পর্যন্ত একটু দম দেবার জন্য কয়েক মুহুর্তের জন্য হোমস থামল। চুরুট ধরাল। আবার বিবৃতির অবশিষ্ট অংশটুকু পড়তে লাগল—

এখানেই শেষ নয়। আমি আবার ট্রেন ধরে ফিরে এলাম। ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ী ধরে আবার বন্দরে ফিরে এলাম। স্টিমার ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। আমি আবার জলে ভাসলাম।

রাত্রে কাজের ফাঁকে নিজের কামরায় গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার জন্য ছুটি পেলাম। সেই কাটা কান দুটোর দম্ভ্যবহারের

সুযোগ এল। আমি নিরিবিলি পেয়ে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স, দড়ি, আর বাদামি কাগজ যোগাড় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার কামরায় ঢুকে গেলাম। পার্সেলের জন্য মোড়কটা তৈরী করে ফেললাম।

তার পরদিন সকালে কিছু সময়ের জন্য আমাদের ষ্টীমার বেলফাষ্ট বন্দরে নোঙর করল। আমি গোপনে মোড়কটা নিয়ে ডাক ঘরে হাজির হলাম। সারা ক্রুশিং-এর জন্য উপহারটা পার্সেল করে লম্বা-লম্বা পায়ে আবার ষ্টীমারে ফিরে গেলাম। সহকর্মীরা কিছু বুঝতে পারল না।

আমি ঘটনার কোন অংশই বিকৃতি করিনি, মিথ্যার আশ্রয় নেই-নি, এতটুকু গোপনও করতে চেষ্টা করিনি। যাক আমার দায়িত্ব শেষ। এবার আপনাদের কাজ। আমাকে ফাঁসির দড়িতে লটকে দিতে পারেন, বে-কসুর খালাসও করতে পারেন। এককথায় যা বিচারে হয় ঝরতে পারেন। তবে জানবেন, আমায় শাস্তি দেওয়া আপনাদের সাধ্যের বাইরে। কেন? আমি যে অনেক আগে থেকেই শাস্তি ভোগ করছি।

হ্যাঁ, আমার শাস্তি হয়ে গেছে। চোখের পাতা দুটো এক করলেই আমি দেখতে পাই সেই দুইজোড়া চোখ করুন—দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারপর থেকে আমার শান্তি, আমার সুখ, আমার একান্ত বাঞ্ছিত ঘুম ঘুচে গেছে। সত্যি—বিশ্বাস করুন, আমি আজ জীবনস্মৃতি।

আমি ঘাতক। হ্যাঁ আমিই দু'দুটো তাজা প্রাণীকে একটিমাত্র লাঠির আঘাত হেনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে? তারা আমাকে একটু একটু করে···তিলে তিলে হত্যা করেছে। উ. কী দুর্বিসহ যন্ত্রণায় দগ্ধে মরছি আমি? আমার কাছে

জীবন হয়ে উঠেছে বিষময়। এভাবে আর একটা রাত্রি কাটাতে হলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব! আমার মৃত্যু অবধারিত! এখন আমি পালাই ত।

স্যার, আমার মৃত্যুদণ্ডই দেবেন ত? আবার অন্ধকারায় ফেলে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন না ত? দোহাই আপনার, ছুটি পায়ে পড়ি, সদয় হোন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবেন না যেন! আমার যন্ত্রণাকে দীর্ঘস্থায়ী করে দেবেন না।

আজ আমার প্রতি যে আচরণ আপনি করবেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার তীব্র যন্ত্রণার মুহূর্তেও যেন সেই আচরণই আপনি পান। দয়া করে আমার মৃত্যুর ব্যবস্থাটা করে দিন! আমাকে শান্তি দিন. তিলে-তিলে দগ্ধে মরার হাত থেকে অব্যাহতি দিন।

হোমস এলেক ফ্যায়ার ব্যায়ার্ণ এর বিবৃতিটা পাঠ শেষ করে হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখল চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে আমার দিকে তাকাল।

আমি একটু নড়েচড়ে সরলাম।

হোমস বলল—'ডাক্তার ওয়াটশন, কি বুঝলে? এর মানে কি, বল ত?'

আমি নীরবে চাহনি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে এবার বলল—'প্রতিহিংসা, শোক তাপ, মৃত্যু যন্ত্রণা আর নিরবচ্ছিন্ন ভীতির মধ্য দিয়ে কোন বাঞ্ছাপুরণ হচ্ছে, বলতে পার ডাক্তার? এর কি-ই বা উদ্দেশ্য? হ্যাঁ, এরও দরকার আছে। অবশ্যই দরকার আছে। তা নইলে বিশ্বসংসারকে যে আকস্মিকতার শিকার হতে হবে। জীবন হয়ে উঠবে বিষময়। বিবেক চিরতরে লোপ পাবে।

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। কথা বলতে বলতে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের প্রকৃতির দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগল—'বিশ্বসংসার আকস্মিকতার হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে যাবে এ-ও যে ভাবা যায় না ডাক্তার! কিন্তু এর পিছনে এমন কি অন্তর্নিহিত কারণ, এমন কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, বলতে পার?

এ পর্যন্ত বলে হোমস নীরব হ'ল?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হোমস আবার মুখ খুলল—'ডাক্তার ওয়াটশন, এর উত্তর একটাই এ প্রশ্নের উত্তর আজও মানুষের ধ্যান-ধারণার বাইরে। তবু এ নিয়ম অব্যাহত রয়েছে।'

ষ্টক ব্রোকার্স ক্লার্ক

আমি তখন সদ্য বিয়ে করেছি। অর্থোপার্জন একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। যাহোক কিছু করা দরকার। অনেক চিন্তা ভাবনার পর একটা ওষুধের দোকান কিনে বসলাম। ডাক্তারিটা জানা আছে, দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা হয়েই যাবে। দোকানের প্রাক্তন মালিক ছিলেন একজন যথার্থই সজ্জন। মিঃ ফার্কুহার তাঁর নাম। ভদ্রলোক অতি বৃদ্ধ। এক সময় তার ওষুধের ব্যবস্থা খুবই রমরমা ছিল। দোকানে খদ্দেরের ভিড় সর্বদা লেগেই থাকত। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের ওপর তাঁর মমতা থাকলেও ওটাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা ক্রমেই হারিয়ে ফেলতে থাকেন তিনি। প্রায়ই দোকান বন্ধ রাখতে হয়।

এক সময়ে ভদ্রলোক হাত-পা কাঁপা রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগের প্রকোপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। চিকিৎসায় কোন ফল হ'ল না। ক্রম কর্মক্ষমতা হারিয়ে এক সময় একেবারে অচল হয়ে পড়লেন তিনি। ব্যস, ব্যবসা দ্রুত মন্দা হয়ে পড়তে লাগল। আর হবে না-ই বা কেন? দশজনে দশরকম কানাঘুষো করতে লাগল রোগজীর্ণ মিঃ ফার্কুহারকে নিয়ে। কেউ বা মুখের ওপরই বলে বসল, নিজের রোগ নিরাময়ে যে অক্ষম তাঁর পক্ষে অন্যের রোগ নির্ণয় ও নিরাময় কি ক'রে সম্ভব! চিকিৎসক নিজেই যদি সুস্থ না থাকে তবে তার রোগীদের মনে দ্বিধা ত দেখা দিবেই। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ওষুধের দোকানে রোগীর আনাগোনা কমতে কমতে একেবারে শোচনীয় পরিস্থিতিতে ঠেকল। সারাদিনে একটা মাছিও বসে না।

মিঃ ফাকুহার-এর চরম দুর্দশার সময়ে আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তখন তাঁর বার্ষিক অর্থাগমের পরিমান বারো শ' থেকে নামতে নামতে তিন শ'তে এসে দাঁড়িয়েছে।

একদিন আমি গুটিগুটি মিঃ ফাকুহার-এর ওষুধের দোকানে হাজির হলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, যা শুনেছি সবই সত্য। তিনি দোকানটি বিক্রি করার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। সেখানে দাঁড়িয়েই ওর দর দস্তুর হয়ে গেল। আমার সামর্থ্যের মধ্যেই মীমাংসা হ'ল, ব্যস, আর কথা নেই। ঝোঁকের মাথায় মিঃ ফাকুহার-এর প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে লেখাপড়ির ব্যাপারটাও মিটিয়ে নিলাম।

মিঃ ফাকুহার আমার হাতে দলিলটা তুলে দিয়ে পিঠ চাপড়ে বললেন—'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ব্যবসায়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে দোকানটায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুন।' আমি তখন মুচকি হেসে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলেছিলাম—'আমার বয়স ও কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করেই এর পিছনে এতগুলো টাকা ঢেলেছি। অর্থাৎ নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা আছে বলে নির্দ্বিধায় এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে ভরসা পেলাম, মিঃ ফাকুহার। আর আমার বয়সও আশা করি আমার সাফল্যের সব চেয়ে বড় সহায়ক হবে। নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে চলছি—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমি অবশ্যই দোকানের পূর্ব সুনাম ফিরিয়ে আনতে পারব।'

মিঃ ফাকুহার-এর কাছ থেকে ওষুধের দোকানটা কিনে আমি আর একটা দিনও অহেতুক নষ্ট করলাম না। শুভ মুহূর্তে ডাক্তারী সরঞ্জামারি নিয়ে বসে পড়লাম। রোগীর সমাগম ক্রমেই বাড়তে লাগল। আমি কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম। সারাদিনে মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য আলাদা ক'রে রেখে অবশিষ্ট সময় রোগ ও রোগী নিয়েই মেতে গেলাম। সে-সঙ্গে গভীর রাত্রি পর্যন্ত রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মোটা মোটা বইয়ে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিতে লাগলাম আমি। ব্যস, দুনিয়ার সব কিছু গেলাম ভুলে। আর এরই ফলে আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হোমস-এর সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। সত্য বলতে কি দীর্ঘদিন পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎই নেই। কাজের তাগিদে আমি ও মাথা তুলতেই পারি না। হোমস ও গায়ে পড়ে খোঁজ নিতে আসে না। ক'দিনই ভেবেছি, ওরা বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ি যাব। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠি নি। আর হোমস নীরবতার কারণ, কাজের তাগিদ ছাড়া ও কোথায় যায় না। এটাকে তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজই বলা চলে।

সেটা ছিল জুন মাস।

এক সকালে আমি প্রাতরাশ সেরে আরাম কেদারায় একটু আয়েশ করে বসলাম। টেবিল থেকে একটা 'বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল' টেনে নিলাম। অলসভাবে তার পাতায় চোখ বুলাচ্ছি। এমন সময় দরজায় অপ্রত্যাশিতভাবে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সচকিত হয়ে বসলাম। শুনলাম, কে যেন ঘন ঘন কড়া নাড়ছে আর আমার নাম ধরে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করছো। উৎকর্ণ হয়ে কণ্ঠস্বরটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে লক্ষ্য করে নিঃসন্দেহ হলাম, হ্যাঁ অনুমান অভ্রান্ত। বন্ধুবর হোমস-এর কণ্ঠস্বরই বটে। তবু প্রথমে ব্যাপারটাকে কেমন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হ'ল। আসলে এত সকালে তার আকস্মিক আগমন, বিশ্বাস করতে কেমন উৎসাহ পাচ্ছিলাম না।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বসলাম। ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম। একগাল হেসে সে আমার সামনে দাঁড়াল। আমার যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল।

আমি যথোচিত অভ্যর্থনাসহ তাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করলাম।

বন্ধুবর চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে পা দিল। কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই ঠোঁটের কোণে স্বভাবসুলভ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলে উঠল—'প্রিয়বন্ধু ওয়াটসন, তোমার দীর্ঘ নীরবতা আমায় বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে। আজ তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে বড়ই আনন্দ পেলাম।'

বন্ধুবর হোমসকে চেয়ার এগিয়ে দিতে মুচকি হেসে বললাম—এতদিন পর তোমাকে কাছে পেয়ে আমিও কম আনন্দিত হই নি বন্ধু।'

—'আশা করি মিসেস ওয়াটসন'কে নিয়ে হাসি আনন্দের মধ্যেই তোমার দিন কাটছে, কি বল?' হোমস চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় হেসে আমার দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

আমি অনুরূপ মুচকি হেসে বললাম—হ্যাঁ বন্ধু, ধন্যবাদ আমরা ভালই আছি, আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেই দিন কাটছে।' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে পাল্টা কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করতে যাব, ঠিক সে-মুহূর্তে অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়েই দেখি হোমস-এর চেয়ার শূন্য। জায়গায় সে নেই। পিছন ফিরলাম। দেখি, সে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে। উদাস দৃষ্টীতে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে। মুখে টু-শব্দটিও নেই।

আমি তার নীরবতাটুকু লক্ষ্য করতে লাগলাম।

হোমস বাইরের নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল—'ডাক্তার!

দু'পা এগিয়ে আমি হোমস-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার মুখের দিকে চোখ রেখে বললাম—'কি হোমস?'

পূর্ব গাম্ভীর্যটুকু অক্ষুন্ন রেখেই হোমস বলতে লাগল—'ডাক্তার, শুধুমাত্র তোমার কুশল সংবাদের প্রত্যাশা করেই আজ এতটা পথ ছুটে এসে এত বড় মিথ্যে কথাটা বলে তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার বিন্দুমাত্র উৎসাহও আমার নেই বন্ধু।

আমারও তা অজানা নয়। তোমার সময়ের এমন কোন প্রাচুর্য কোনদিন ছিল না, আশা করি আজও তুমি সমান ব্যস্ত।'

হোমস ম্লান হাসল।

আমি ব'লে চল্‌লাম—যাক, তোমার রহস্যসন্ধানের কাজকর্ম কেমন চলছে, বল শুনি?'

"—তুমি আমার অল্প-বিস্তর সমস্যা সম্বন্ধে আগে সে রকম আগ্রহ দেখাতে বর্তমানেও তার এতটুকুও ভাঁটা পড়ে নি দেখে অবাক হচ্ছি। তোমার নতুন ঘর সংসার, ডাক্তারীতে সুনাম বৃদ্ধি, রোগী ও রোগ নির্ণয়ের ঝামেলা, কোন কিছুতেই তোমার আগ্রহকে দমন করতে পারে নি দেখে যারপরনাই বিস্মিত হচ্ছি বন্ধু।'

এই ত গতরাত্রেও পুরনো নথিপত্র আগ্রহের সঙ্গে খোঁজাখুঁজি করছিলাম। স্তূপাকৃতি কাগজের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ঘটনাকে আলাদা করে রেখেছি।'

—'তাই নাকি?'

'—তবে আর বলছি কি বন্ধু। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে আমি সেসব ঘটনার বিবরণ বার বার পড়ে ফেল্‌লাম। বিশ্বাস কর, খুবই উৎসাহ—

আবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হোমস বল্‌ল—'তোমার আগ্রহই ত আমার কাজের প্রেরণা ওয়াটসন। যাক, সেসব ঘটনার বিবরন থেকে কিছু উদ্ধার করতে পারলে? মানে সমাধানের কোন সূত্র উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল কি?'

'—না, এখনও তেমন কিছু সম্ভব হয় নি। তবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করি নি যে' তা নয়।'

হোমস মুচকি হেসে আমার মুখের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই আবার বাইরের আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল—ধন্যবাদ ডাক্তার। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—কি?, কি কথা? আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে তোমার

এত ইতস্ততঃ করার কথা নয় হোমস। তোমার যা কিছু জিজ্ঞাস্য নির্দ্ধিধায় ব্যক্ত করতে পার?

—আমি কি মনে করতে পারি ডাক্তার, তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এত কাজের ঝামালাতেও তোমার মনে একটুকু ভাঁটা পড়ে নি।

—অবশ্যই না। এ-ব্যাপারে তুমি সম্পুর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পার।

হোমস পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

শুনে খুশী হলাম বন্ধু।

—আমার মনের কথা যদি জানতে চাও, বলি—ওরকম বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারছি বলে আমি সেজন্য ধন্য জ্ঞান করছি হোমস। আর ভবিষ্যতে যদি কোন সুযোগ আসে তবু কম আনন্দিত হ'ব না, বিশ্বাস কর।

—সত্যি বলছ ত ডাক্তার?

—সত্যি। একেবারে নির্ভেজাল—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হোমস ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—যদি আজই কোন সুযোগ তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে আসে? তখন? তখন কি করবে ডাক্তার?

আমি উচ্ছাস প্রকাশ করে বললাম—আমি তাকে অপ্রত্যাশিত বলেই মনে করব।

—ভাল কথা। তারপর? তোমার কর্তব্য কি হবে, বল ত বন্ধু?

—আমি নির্দ্ধিধায় তাকে সাদরে গ্রহণ করে নেব বন্ধু।

—যদি দূরবর্তী কোন স্থানে ছুটতে হয়? আজই তল্পিতল্পা গুছিয়ে—

—তবে সাদরে গ্রহণ করব, কথা দিচ্ছি, পিছ পাও হব না কিছুতেই।

—যদি বলি আজই তোমার বার্কিহাম পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে, বন্ধু?

হ্যাঁ, তা-ই যাব। তোমার আমন্ত্রণে জাহান্নামে যেতেও দ্বিধা করব না বন্ধু। আগেও বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছে, অস্বীকার করতে পার?

—কিন্তু—

—কিন্তু কি? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছ বন্ধু?

—বলছ কি, তোমার ডাক্তারী—রোগ ও রোগীর কি উপায় করবে?

আমি তাচ্ছিল্যের সহিত হেসে বললাম—ও, এই কথা?

—হ্যাঁ, তোমার ডাক্তারীর কি গতি করবে? রোগীর রোগ ত তোমার সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনবে না ওয়াটসন!

আমি তেমনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জবাব দিলাম—সেজন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না বন্ধু! ডাক্তারখানা ও রোগীর চিন্তা আমি ইতি-মধ্যেই করে ফেলেছি।

—তবু?

—আমার এক প্রতিবেশী ডাক্তার বন্ধু রয়েছেন। তিনি কোথাও গেলে তাঁর কাজ আমিই চালিয়ে নেই। আশা করি সে ঋণ শোধ দিতে তিনি প্রস্তুত। হাসিমুখে আমার ঠেকা কাজ চালিয়ে নিতে এগিয়ে আসবেন বলেই বিশ্বাস।

হোমস উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে উঠল—চমৎকার! অপূর্ব ব্যবস্থা ও ওয়াটসন! এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে।

কথা বলতে বলতে হোমস জানালা থেকে সরে এল। দোলনা-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে অর্দ্ধ নির্মিলিত চোখে আমার দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিল—বন্ধু, ইদানিং তুমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, ঠিক বলি নি?

—কি করে বুঝলে? আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম—কারো মুখে শুনেছ, নাকি নিছকই তোমার অনুমান এটা?

—তোমার চোখ-মুখ এরকম কিছুই ত আভাস দিচ্ছে না ওয়াট-সন। স্বাভাবিক স্বরেই কথাটা উচ্চারণ করল সে।

আমি সঙ্কোচে বললাম—হ্যাঁ। তোমার অনুমান অভ্রান্ত হোমস। ক'দিন আগে শরীরটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। একটু-আধটু ভুগে উঠলাম। এখন অবশ্য ভালই আছি।

হ্যাঁ গরমের দিনে আচমকা ঠাণ্ডা লাগলে শরীর ঠিক বরদাস্ত করে উঠতে পারে না।

—হ্যাঁ বন্ধু, হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। তোমাকে বলব কি হোমস, গত সপ্তাহে ত তিন-তিনটা দিন একেবারে ঘরের বাইরে যেতে পারি নি। চার-দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে আটকা পড়েই থাকতে হয়েছিল। গায়ে ঘুঁষ-ঘুঁষে জ্বর তার ওপর কাশির দাপট ত ছিলই।

হোমস অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

আমি সলজ্জভাবে বললাম—আমার ধারণা দেখছি ভুল।

হোমস সচকিত হয়ে নড়ে চড়ে বসল। অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বলল—কি? কিসের কথা বলছ বন্ধু?

—আমার ধারণা ছিল, অসুস্থতার ছাপ আমার চোখ-মুখ থেকে মুছে ফেলতে পেরেছি। কিন্তু এখন দেখছি, আমার সে ধারণা একেবারেই ভুল।

হোমস মুচকি হেসে বলল—হ্যাঁ ওয়াটসন, অসুস্থতার ছাপ তোমার মধ্য থেকে মুছে ফেলতে পেরেছ ঠিকই। তোমাকে ত স্বাভাবিক রীতিমত সতেজই দেখাচ্ছে ডাক্তার।

তার কথায় বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। চোখ দুটো কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম—কিন্তু একটা কথা ভেবে পাচ্ছিনে হোমস—

সে হেসে বলল—কি ? কিঁ কথা বন্ধু ?

—আমার অসুখের কথা তুমি এতদূরে বসে জানলে কি করে ভেবে পাচ্ছি নে। কি করে এটা সম্ভব হল, বলবে কি ?

হোমস কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই বলল—আন্দাজের পদ্ধতি তোমার অজানা নয় ওয়াটসন।

—সবই বুঝলাম, কিন্তু এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার কি করে সম্ভাবনাময় করে তুললে, বলবে ত ? মুহুর্ত্তকাল নীরবে হোমস উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম। সে মুখে কিছু না বলে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। তাকে নীরব দেখে আমিই আবার প্রশ্ন করলাম—

তুমি কি অনুমানের ওপর নির্ভর করেই আমার অসুখ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছ হোমস ?

—অবশ্যই, অনুমান ত বটেই।

—কি এরকম অনুমান করার পিছনে এমন কি যুক্তি আছে দয়া করে বলবে কি ?

হোমস ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু অক্ষুন্ন রেখেই এবার বলল —তুমি কিছু বুঝতে পারছ না ডাক্তার।

আমি তার দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

হোমস এবার আমার পায়ের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কথাটি ছুঁড়ে দিল—তোমার পায়ের চটি জোড়াই আমাকে এ রকমটা ভাবতে সাহায্য করেছে ডাক্তার।

আমি ব্যস্ত হয়ে নিজের পায়ের পেটেন্ট চটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। কিন্তু হায়! বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও সে রকম কিছু ধরতে পারলাম না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হতাশ দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকালাম। ছোট্ট করে প্রশ্ন করলাম—'কি যে বল বন্ধু, আমার পায়ের চটিজোড়া দেখেই তুমি ধরে ফেললে যে আমি ক'দিন অসুস্থ ছিলাম ?

মুচকি হেসে সে বলল—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—কিন্তু এগুলো থেকে কি করে তুমি—

আমার কথা শেষ হতে না দিয়েই সে বলে উঠল—তোমার এ চটিজোড়া ত নতুন, তাই না ?

—সে ত দেখেই বুঝা যাচ্ছে বন্ধু।

—বড় জোড় কয়েক সপ্তাহ আগে এগুলো সংগ্রহ করেছ, ঠিক বলিনি ওয়াটসন ?

—এও কিন্তু চটিজোড়ার অবস্থা দেখেই সহজে অনুমেয়।

হোমস এবার ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল। পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝেতে ঘঁষতে ঘঁষতে এবার নিজের মতামত ব্যক্ত করল—

দেখ ডাক্তার, তোমার চটিজোড়ার তলদেশে যেটুকু আমার নজরে পড়ছে তাতে মনে হচ্ছে, চামড়া কেমন ঝলসানো।

আমি অতর্কিতে পায়ের চটিজোড়ার দিকে চোখ ফিরালাম। অনু-সন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে বার বার লক্ষ্য করে তার কথার সত্যতা নিরুপণের বৃথা চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমার অসহায় অবস্থাটুকু হোমস-এর নজর এড়াল না। সে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে এবার বলল—শোন, গোড়াতে আমি ভেবেছিলাম, তোমার চটিজোড়া বুঝি অসতর্ক মুহূর্তে ভিজে গিয়েছিল ? শুকোতে গিয়ে আগুনে ঝলসে এমন অবস্থা হয়েছে, তাই না ডাক্তার ?

আমি মুচকি হাসলাম।

হোমস স্বাভাবিক স্বরেই বলে চলল—'কিন্তু জুতোর সে জায়গাটায় গোড়ালি পড়ে সেদিকে চোখ পড়তেই মনে কেমন যেন খটকা লেগে গেল। গোড়ালির কাছে সেখানে কোম্পানীর নাম ধাম লেখা এক চিলতে কাগজ আঁঠা দিয়ে আটকানো থাকে সেটা এখনও ঠিক তেমনি

রয়েছে দেখতে পেলাম। যদি সহজেই ভিজত অবশ্যই সেটা জায়গানত লেগে থাকত না। উঠে যেতে বাধ্য। তবে এরকমটা কি করে সম্ভব হ'ল ?'

আমি তার মুখ থেকেই উত্তরটা শোনার জন্য নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হোমস ব'লে চল্‌ল—'তবে এ-সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে তুমি চটি জোড়া সমেত পা দু'টোকে আগুনের কুণ্ডের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলে আর তা-ই যদি হয়, কেউ যদি এরকম কোন কাজ করেই থাকে—'আমি বিস্ময়ভরা চোখে হোস-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—'তারপর ? তারপর হোমস ?'

হোমস তার যুক্তির শেষাংশটুকু ব্যক্ত করে আমাকে আরও অবাক করে দিল—'বন্ধু, এবার বলছি শোন, সুস্থ স্বাভাবিক কোন মানুষ জুন মাসের এরকম স্যাঁত স্যাঁতে বপ্পানে কখনই আগুনের কাছে জুতো স্যাঁকতে যাবে না, ঠিক বলি নি ?'

তার কথা শুনে আমি টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারলাম না। তার অন্যান্য যুক্তির মতই এটাকেও খুবই স্পষ্ট ও সহজ-সরল বলেই বোধ হ'ল।

আমি কি বলব হঠাৎ করে গুছিয়ে উঠতে পারলাম না।

হোমস এবার স্বাভাবিক স্বরেই বলল—'বন্ধু ওয়াটসন, কোন সমস্যা সমাধান করে কাউকে ব্যাখ্যা করে কিছু বুঝিয়ে দিতে গিয়ে আমি যেন কেমন আত্মহারা হয়ে যাই। নিজের কথা তিলমাত্রও মনে থাকে না। অকারণে কোন কিছু যদি ঘটে যায় তা মনে বিশেষ দাগ কাটে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি।'

আমি তার দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে তাকে সমর্থন করলাম।

হোমস এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেল—'যাক, যে কথা হচ্ছিল, তুমি তবে বাকিংহাম যাচ্ছ, কি বল ?' '—বন্ধু, তোমার আমন্ত্রণ

অগ্রাহ্য করার সাধ্য কি, সে ইচ্ছাও আমার নেই, কিন্তু কেসটা কি, বলবে ত ?'

'—যাচ্ছই যখন কিছুই অজানা থাকবে না। চল, ট্রেনে যেতে যেতে সব বলব।'

আমি প্রস্তুতি নেবার জন্য চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালাম।

হোমস বলল—'বন্ধু ওয়াটসন, আমার মক্কেল চার-চাকার গাড়ী নিয়ে সদর-দরজায় অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। ঘন-ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাচ্ছেন বোধ হয়। তুমি কি এখনই রওনা দিতে পারবে। দেরী করার উপায় নেই। আমি তাঁকে বলেছি—'.

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—, না পারার কারণই নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আশা করি আমি তোমাকে সঙ্গদান করতে পারব। তুমি দয়া একটু অপেক্ষা কর, দু'মিনিটের একটা কাজ সেরে নিচ্ছি।'

আমি কথা বলতে-বলতে লেখার টেবিলে গিয়ে বসলাম। প্রতিবেশী ডাক্তার-ভদ্রলোককে চিঠি লিখতে বসে গেলাম। সংক্ষেপে আমার বাকিংহাম যাবার কথা তাঁকে জানিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলাম। প্যাড থেকে লেখা কাগজটা ছিঁড়ে ভাঁজ করতে-করতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। আমার স্ত্রীকেও ব্যাপারটা জানানো দরকার। আমি জানি আপত্তি করবে না, তবু জানানো কর্তব্য।

ওপর তলা থেকে ফিবে দরজার কাছে আসতেই সেখানে হোমস'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সে পিতলের ফলকটার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা ওয়াটশন, তোমার প্রতিবেশী বন্ধু ত ডাক্তার, তাই না ?'

'—হ্যাঁ। আমার মতই তিনিও একটা দোকান কিনছেন।'

—খুবই পুরনো প্রতিষ্ঠান বুঝি ?

'—হ্যাঁ, আমারটাই মতই পুরনো প্রতিষ্ঠান। বাড়িটা তৈরী হবার সময় থেকেই দোকান দুটো শুরু করা হয়েছিল। বলতে পার, প্রায়

একই সঙ্গে, দোকান দুটোর উদ্বোধন হয়েছিল। সেই থেকে বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়েছে বটে, কিন্তু দুটো দোকানই এখনও ওষুধের দোকানই রয়ে গেছে।

হোমস মুচকি হেসে বলল—'তবে তুমি ত দেখছি খলিফা লোক হে ওয়াটশন! দোকান দুটোর মধ্যে ভালটাই তুমি হাতিয়ে নিয়েছ। তোমার কেরামতি আছে, অস্বীকার করা যাবে না।

—'হ্যাঁ, আমিও তা-ই মনে করি। আমার দোকানটা সবদিক থেকেই ভাল। কিন্তু একটা কথা—'

'—কি, বল ত?'

'—আমার দোকানটা যে সব দিক থেকে ভাল তুমি বুঝলে কি করে হোমস?'

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—'কি করে আবার, সিঁড়ির ধাপগুলো দেখেই ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এ আবার এমন কঠিন ব্যাপার, বল ত ওয়াটশন?'

আমি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকালাম। ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলাম—'সে কী কথা হোমস! সিঁড়ির ধাপগুলো দেখে দোকানের অবস্থা বিচার করতে চাচ্ছ? তুমি দেখছি, সত্যি না হাসিয়ে ছাড়বে না।'

'—অবশ্যই, তোমার ব্যবসা ওঁর তুলনায় অনেক ভাল চলছে, সিঁড়ির ধাবগুলোই প্রমাণ দিচ্ছে।

'—কি রকম কথা হ'ল, মাথায় ঢুকছে না ত!'

হোমস সিঁড়ির দিকে তর্জনী-নির্দেশ করল। চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ এঁকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল—'এই দেখ—একটু সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' কথা বলতে বলতে সে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—'এবার এদিকে তাকাও, ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝতে

পারবে ঐ ভদ্রলোকের সিঁড়ির ধাপগুলোর তুলনায় তোমার সিঁড়ির ধাপগুলো বেশী ক্ষয় হয়ে গেছে। এই যে, এদিকটা দেখ, কিছু না হলেও অন্ততঃ ইঞ্চি তিনেক ক্ষয় ত হয়েছেই।

আমি নীরবে তার মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বলল—'তুমি কি আমার যুক্তিটা অগ্রাহ্য করতে পার, এতে প্রমাণ হয় না তোমার ঘরটা ভাল, ব্যবসা তার চেয়ে ভাল চলে?'

আমি না বুঝার ভান করে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম, সে আমাকে ব্যাপারটা খোলসা করে বুঝাতে গিয়ে বলল—'এতেই প্রমাণ হয় তোমার সিঁড়ি দিয়ে খদ্দেরের আনাগোনা বেশী। পায়েব ঘঁষায় ঘঁষায় পাথরগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে। নইলে এমনটা হবে কেন ডাক্তার?'

আমি হোমস-এর অনুসন্ধিৎসু মন ও সন্ধানী ক্ষমতার গভীরতা দেখে ইতিপূবের বহু মুহূর্তের মত এবারও মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না।

হোমস আর পূর্ব প্রসঙ্গে আটকা পড়ে থাকতে আগ্রহী নয়। হাঁটতে হাটতে তার গাড়ীটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল—'ঐ যে গাড়ীতে অপেক্ষমান ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে, তিনিই আমার মক্কেল। তাঁর নাম মিঃ হল, পাইপক্রফট। চল, তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিযে দিচ্ছি।

অহেতুক নষ্ট করার মত সময়ের খুবই অভাব। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে কোন রকমে ট্রেনটা ধরা যাবে। নইলে একটা রাত্রের ফেরে পড়ে যেতে হবে।

হোমস তার মক্কেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল বয়স তেমন কিছু বেশী নয়। যুবক বলেই মনে হ'ল। সুঠাম চেহারা। গায়ের রঙ ময়লা। সাদাসিদে অমায়িক লোক। মুখে সজ্জনসুলভ ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, তার স্বভাবের পরিচয় দেয়। সর্বদা মুখে লেগেই আছে। পরণে কালো রঙের মূল্যবান স্যুট-কোট। আর মাথায় সুন্দর একটা টুপি। 'কুকনি'দের মতই গাট্টাগোট্টা কর্মঠ

চেহারা। সে-কুকনিরা আমাদের মধ্যে সেরা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, যারা দ্বীপের অন্য যেকোন সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা পারদর্শী, আর যাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও ব্যয়ামবীর তৈরী হয় ভদ্রলোক তাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত।

আমি গাড়িতে আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোকের বিপরীত দিকের সিটে বসলাম। তাঁর মুখে হাসির প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও আমার চোখে ভদ্রলোককে কেমন যেন এক বিষন্নতার প্রতিমূর্তি বলেই মনে হ'ল। সত্য বলতে কি, এটাই ত স্বাভাবিক। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোন না কোন কঠিন সমস্যায় পড়ে শার্লক হোমস-এর শরণাপন্ন হয়েছে। ঘোড়ার গাড়ীটা আমাদের স্টেশনের টিকিট-ঘরের সামনে নামিয়ে দিল।

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে আমরা গা এলিয়ে আরাম করে বসলাম। হোমস সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দিয়ে কোটের পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করল। তা থেকে একটা চুরুট বের করে ঠোঁটে লাগাল। অগ্নি সংযোগ করে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শরীর-টাকে একটু চাঙা করে নিল। মিঃ হল পাইক্রফট এর সঙ্গে দু-চার কথা হবার পর আমার অনুমান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। ভদ্রলোকের খুবই বিপদ। কঠিন সমস্যায় একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আর আমরা তাঁর মুশকিল আশানের উদ্দেশ্যেই দ্রুতগামী ট্রেনে ছুটে চলেছি। আমাদের গন্তব্যস্থল বাসিংহাম।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ হোমস মুচকি হেসে বলল—'ডাক্তার ওয়াটসন, সত্তর মিনিট আমাদের চলন্ত ঘরটায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে।' এবার মিঃ হল পাইক্রফট-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—'আপনি আমার কাছে যেভাবে ঘটনার আদ্যপান্ত বর্ণনা করেছেন আমার সহকারী ডাক্তার ওয়াটসন-'কেও বলে শোনান। আর যদি সম্ভব হয় তবে আপনার আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা আরও বিস্তারিত—

ভাবে ব্যাখ্যা করে শোনান।' কথা ক'টা বলে হোমস আবার চুরুটে মন দিল।

আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্য শুরু করতে যাবেন, ঠিক তখনই হোমস আবার বলল—'আর একবার পুরো ঘটনাটা শুনতে পেলে আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হবে মিঃ হল পাইক্রফট।' এবার আমাকে লক্ষ্য করে বলল—'বন্ধু ওয়াটসন, কেসটাকে এমন মনে করা যেতে পারে যার মধ্যে কিছু গুরুত্ব রয়েছে। আবার যদি মনে কর, একেবারেই জোলো, গুরুত্বহীন, তবু ভুল হবে না। তবে মনে রেখো, এর মধ্যে জড়িয়ে আছে এমন অস্বাভাবিক ও আকস্মিক ব্যাপার স্যাপার যা তোমার কাছে অবশ্যই আকর্ষণীয় বলে মনে হবে।'

হোমস-এর দিক থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে মিঃ হল পাইক্রফট তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন—'মিঃ ওয়াটসন, এ-কাহিনীর সবচেয়ে খারাপ দিকটা হচ্ছে, আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছি। আমার পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল, যেন আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি হঠাৎ কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে! তবে যাই হোক, একদিন হয়ত আবার মত ঠিকঠাক হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি এছাড়া অন্যকিছু করতে পারতাম বলেও মনে হয় না। এমন সমস্যা হচ্ছে, আমাকে যদি চাকরিটা খোয়াতেই হয়। তার বিনিময়ে যদি অন্য কিছু না-ই পাই তবে নিজেকে এক নিরেট মূর্খ ভাবা ছাড়া গত্যান্তর থাকবে না, মিঃ ওয়াটসন। দেখুন, প্রয়োজনের তাগিদে আমাকে কাহিনীটা ব্যক্ত করতেই হবে। কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু ভাল গল্প কথক নই। অর্থাৎ আমার মনের কথা আপনার মধ্যে কতখানি রেখাপাত করবে জানি না। তবু আত্মস্বার্থের দিকে তাকিয়ে সবকিছু খোলা-খুলি বলতেই হবে।' কয়েক মুহূর্ত নীরবে দম নিয়ে ভদ্রলোক এবার বললেন—'আমার কাহিনী বলছি শুনুন, আমি একটা চাকরি করতাম। 'ড্রেপার্স গার্ডেন্সের উড হাউস' কোম্পানীর একজন কর্মী ছিলাম। এক সময় ব্যবসা ভালই ছিল। রমরমা ব্যবসা। বার্ষিক আয়ও প্রচুর

হ'ত। কিন্তু ভেনেজুয়েলার ঋণের জন্য বসন্তকালের গোড়াতেই কোম্পানীর সদর-দরজার তালা পড়ে গেল। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ায় কোম্পানী অনন্যোপায় হয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হ'ল। ফলে অন্যান্য শ্রমিকদের মত আমিও চোখে সর্ষে-ফুল দেখতে লাগলাম। হ্যা, আমার আর-উপার্জন গেল একেবারে বন্ধ হয়ে পাঁচ-পাঁচটা বছর তাদের জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিকের আলাদা একটা স্নেহ আমার ওপর জন্মেছিল। সত্য বলতে কি, আমার ওপর তাঁর একটা মানবিক কর্তব্যও ছিল। তাই একদিন বৃদ্ধ কক্সন আমাকে ডেকে বহুভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন। আর সেই সঙ্গে খুব মুশাবিদা করে চাকরির জন্য একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। কাজের ধান্দায় বহু জায়গায় ছুটোছুটি করলাম। সব প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল।'

আমি আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে ভদ্রলোকের প্রতি সব-বেদনা প্রকাশ করলাম।

মিঃ হল, পাইক্রফট এবার বললেন—'কক্সন কোম্পানীর কর্মরত অবস্থায় আমি সপ্তাহে সাত পাউণ্ড করে বেতন পেতাম। পাঁচ বছর কাজ করে আমি বেতনের টাকা থেকে মোট সত্তর পাউণ্ড জমিয়ে-ছিলাম। আমার বেকার জীবনে সঞ্চিত অর্থই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন, তা দিয়ে কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মিটাতে লাগলাম। আমার বেকার-জীবনের কষ্টের দিনগুলো কোনরকমে গড়িয়ে-গড়িয়ে কাটতে লাগল। সত্তর পাউণ্ড আর একটা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব মিটাতে পারে। অচিরেই অভাব অনটনের মধ্যে পড়ে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলাম।

আমার আর্থিক পরিস্থিতি এমন কঠিন রূপ নিয়ে দেখা দিল, যা কাটিয়ে ওঠা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। পকেটে একটা কানাকড়িও নেই। এভাবে কাহাতক চলতে পারে, বলুন ত মশাই। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত করব, কিন্তু ডাক-টিকিট কেনার পয়সা সংগ্রহ করাই আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

অফিস-কাছারিতে চাকরির প্রত্যাশায় ঘুরে ঘুরে জুতোর সোল পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে গেল। চাকরি কিন্তু গোপন অন্তরালে, আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল।

বহুস্থানে ছুটোছুটি করলাম। আমার সব চেষ্টাই বিফলে গেল। লম্বার্ড স্ট্রীটে কোম্পানীর কাগজের এক দালালি প্রতিষ্ঠান আছে, আশা করি জানেন? তারনাম, 'মসন অ্যাণ্ড উইলিয়ম কোম্পানীতে চেষ্টা চরিত্র করে সেই প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি যোগাড় করে নিলাম। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, 'ইসি' আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমগোত্রীয় নয়। কিন্তু আপনাকে এ-ও বলছিলে, লণ্ডনে যে ক'টি ধনী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের বিজ্ঞাপণের উত্তর দিতে গেলে শুধুমাত্র চিঠির মাধ্যমে সম্ভব। আমি কোম্পানীর চিঠি হাতে পেলাম। খামটা খুলে দেখি পরের সোমবার সাক্ষাৎ করতে লিখেছেন। আমার দৈহিক গঠন দেখে তাঁদের পছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরিতে বহাল করে নেবেন, এ-ও লিখতে ভোলেন নি। কয়েকজনের কাছে এ-সাক্ষাৎকারের ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কেউ-ই কোন উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারল না। একজন বলল, ম্যানেজার স্বয়ং একটা বস্তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেন। দরখাস্তগুলো থেকে চোখ বন্ধ করে একটা তুলে আনেন। কার্যত ও দেখলাম ঠিক তা-ই। প্রবীন ম্যানেজার দরখাস্তের বস্তায় হাত ঢুকিয়ে আমার বরখাস্তটাই তুলে আনলেন। বিড়ালের ভাগ্যেই শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়ল। চাকরিটা আমার ভাগ্যেই জুটে গেল। নিয়োগ পত্রটাকে নিয়ে আমি নাচানাচি শুরু করে দিলাম। নিয়োগপত্রে সর্ত ছিল, প্রতি সপ্তাহে এক পাউণ্ড করে বেতন বৃদ্ধি করা হবে। আর কাজের প্রকৃতি যদি বলেন, কক্সন কোম্পানীর মত একই ধরণের কাজ করতে হবে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে মিঃ হল পাইক্রফট আবার বলতে শুরু করলেন— 'এমন একটা ব্যাপারের পরবর্তী অংশটুকু এবার বলছি, শুনুন। এবারের যা বলব, বাস্তবিকই বিচিত্র ধরণের। আশা করি, আপনার

মনে বিশেষ রেখাপাত করবে। তখন আমি হ্যাম্প্রস্টেডের দিকে বাস করতাম। সতের নম্বর পটাস টেরেস ছিল আমার মাথা গোঁজার আস্তানা।

মসন কোম্পানীর কাছ থেকে নিয়োগপত্রটা পাওয়ার দিন দুই পরের কথা। এক সন্ধ্যায় আমি বাজার থেকে ফিরে ঘরে বসেছিলাম। আমার স্ত্রী রান্না ঘরে কাজে ব্যস্ত। আমি আধপোড়া সিগারেট ঠোঁটে আটকে আরাম-কেদারায় বসে অলসভাবে সময় কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ দরজা ঠেলে বাড়িওয়ালি ঘরের ভেতরে ঢুকে এলেন। তিনি নিঃশব্দে আমার দিকে একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন। আমি অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলাম। ওটা চোখের সামনে ধরতেই 'আর্থার পিন্নান ফিনান্সিয়াল এজেন্ট'-এর খামটা দেখতে পেলাম। স্মৃতির গভীরে ডুব দিলাম। অনেকক্ষণ ধয়ে অন্ধকারে হারিয়ে বেড়ালাম। ব্যর্থ প্রয়াস। এ-প্রতিষ্ঠানের নামও কোন দিন শুনেছি বলে মনে হ'ল না। আমার সঙ্গে তাদের কি দরকার থাকতে পারে কিছুতেই ভেবে পেলাম না। কিন্তু উপায়ই বা কি? ভদ্রলোক বাড়ি বয়ে দেখা করতে এসেছেন, ফিরিয়েই বা দেব কি করে? ব্যাপার বাস্তবিকই অশোভন হবে।

আমার অনুমতি পেয়ে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মুখ আমার চৌকাঠের বাইরে ভেসে উঠল। আমি ব্যস্ত হয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। যথোচিত অভ্যার্থনাসহ আগন্তুককে ভেতরে নিয়ে এসে চেয়ার এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক মাঝ-বয়সী, ছিপছিপে গড়ন, মুখে কালো দাড়ি-গোঁফ।

আগন্তুক ভদ্রলোক কোনরকম ভনিতা না করেই সরাসরি বক্তব্য শুরু করলেন—'আমি কি মিঃ হল পাইক্রফট-এর সঙ্গে কথা বলছি?'

আমি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—'হ্যাঁ আমারই নাম হল পাইক্রফট।'

'—আপনি কি এক সময় 'কক্সন অ্যাণ্ড উড হাউস কোম্পনী'তে কাজ করতেন ? এই ধরুন কিছুদিন আগের কথা।'

'—আপনার অনুমান অভ্রান্ত। আমি ঐ কোম্পানীর একনিষ্ঠ কর্মী ছিলাম।'

'—এখন ত আপনি ম্যাসন কোম্পানীতে কাজ করছেন, ঠিক বলেছি ?'

'—হ্যাঁ। সবে কয়েকদিন হ'ল ঐ কোম্পানীতে—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আগন্তুক ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন—'দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। সত্য কিন্তু আপনার কথা বহু শুনেছি আমি।

আগন্তুক ভদ্রলোকের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমি তাকিয়ে রইলাম।

আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি বলতে শুরু করলেন—'পরিচয়টা থাকলে কি হবে মশাই আপনার কথা এতই শুনেছি, আর আপনার অর্থনৈতিক দক্ষতার কথা এর-ওর মুখে বহু শুনেছি। বহু চমকপ্রদ গল্প আমার কানে এসেছে সত্য বলতে কি আমি তাতে যারপর-নাই বিস্মিত হয়েছি। একটা কথা, কক্সন কোম্পানীর ম্যানেজারের কথা অবশ্যই আপনার মনে আছে, কি বলেন ?'

আমি ঘাড় কাৎ করে মুচকি হেসে তার কথার সম্মতি জানালাম।

আগন্তুক পকেট থেকে সিগারেট বের করে অগ্নি সংযোগ করলেন। এবার একগাল ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন—'কক্সন কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ পার্কার-এর মুখে আপনার বহু সুখ্যাতি শুনেছি। তিনি ত আপনার প্রশংসায় রীতিমত পঞ্চমুখ মশাই! আজও প্রায়ই আপনার কথা বলেন।'

মিঃ পার্কার যে আজও আমার কথা মনে রেখেছেন, শুনে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। এর-ওর মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে কার না

মনটা খুশীতে ভরে যায়। আমরাও খুশীতে মনটা ডগমগ করতে লাগল। তবে কথাটা ত মোটেই মিথ্যে নয়। ওখানে কাজ করার সময়ে আমার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও শৈথিল্য দেখা দেয় নি। তার কাজে ফাঁকি দেয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি কিন্তু ভুলেও বিশ্বাস করতে পারছি। নে, আমার মত একজন নগন্য লোকের কথা লোকে আলোচনা করতে পারে।'

আগন্তুক সিগারেটে পর পর কয়েকবার টান দিয়ে, একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন, এবার বললেন, কিছু মনে করবেন না, আশা করি আপনার স্মৃতিশক্তির ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি?'

আগন্তুকের আকস্মিক কথায় আমি যেন আচমকা একটা হোঁচট খেয়ে নড়েচড়ে বসলাম। ছোট্ট করে হেসে তাঁর কথার জবাব দিলাম —'হ্যা কিছু আস্থা ও রয়েছেই।'

'এবার বলুন ত বেকার-জীবনে শেয়ার-বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন কি?'

—হ্যাঁ, তা-ও ত রক্ষ করতেই হয়েছিল! একটা কথা কি জানেন রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠে খবরের কাগজ পড়ার নেশা আমার বহু দিনের। এক ফাঁকে শেয়ার বাজারের পাতাটায় চোখ বুলিয়ে নেই।

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোক রীতিমত চেঁচিয়ে উঠলেন—আলবৎ! মশাই এটাই ত কাজের মত কাজ—যাকে বলে আসল কাজ।' লোকের উন্নতির আর কি-ই বা পথ আছে, বিনা আয়াসে কারো হাতের মুঠোর মধ্যে লক্ষ্মীদেবী এসে ধরা দেয় না। রীতিমত কষ্টের মধ্য দিয়ে ভাগ্যকে ফিরাতে হয় মশাই। সত্য বলতে কি নিজেকেই নিজের ভাগ্যের রাস্তা তৈরী করে নিতে হয়। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে এবার তিনি বললেন—

—একটা কথা—

—কি ?

—আপনাকে যদি একটু যাচাই করি, কিছু মনে করবেন না—

—বলুন, কি জানতে চাইছেন ?

—এয়ার মার্শালের দাম কত, বলুন ত ?

—জানি, এক শ' পাঁচ থেকে একশ' সোয়া পাঁচের মধ্যেই—

—এবার বলুন ত, নিউজিল্যাণ্ড কন্‌সলিডের দাম কত !

ক্ষণিক বিরতির পর আবার বললেন—আর একটা ব্রো-কন হিলস ! বৃটিশ ব্রোকস হিল্‌সের দাম কত, জানা আছে কি ?

আমি আগের মতই নির্দ্বিধায় উত্তর দিলাম—বলছি শুনুন মশাই, বৃটিশ ব্রোকন হিলসের বর্তমান দাম এক শ' সাত থেকে সাড়ে সাতের মধ্যে। আর একটা কথা, আপনি নিশ্চিন্তে আমার কথাগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে পারেন।

ব্যস, আর যাবে কোথায়। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ভদ্রলোক পারলে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেন। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন সে কি মশাই ! একেবারে কামাল করে দিলেন যে ! একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! আপনার সম্বন্ধে এতদিন যা শুনেছি, বাস্তবে দেখছি তার চেয়ে কোন অংশে কম নন ! যখন কোম্পানীতে কেরাণী-গিরি করতে যাবেন কি মশাই ! আপনার মত একজন বিচক্ষণ লোক কেরাণীর চাকরি করতে যাওয়ার অর্থ প্রতিভার অপব্যবহার। আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা যে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী। আপনার সমতুল্য লোক যে হাজারে নয়, কোটিতে গুটি মেলা ভার।

মিঃ হল পাইক্রয়াট এবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বললেন—মিঃ ওয়াটসন, আশা করি অনুমান করতে পারছেন, ভদ্রলোকের মুখে উচ্চ প্রসংশা শুনে আমি একেবারে আহ্লাদে গলে যাওয়ার উপক্রম হলাম। তবু আমি নিজকে সাধ্যমত

সংযত রেখে বললাম—মিঃ পিন্নাল, আমি আসলে যা আপনি কিন্তু তার চেয়ে অনেক গুণ বাড়িয়েই বলছেন অন্যান্য সবাই আমার সম্বন্ধে তেমন কিছু উচ্চ ধারণা পোষণ করে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর একটা কথা, স্যাক্সন কোম্পানীর চাকরী গেলে আমাকে দীর্ঘদিন বেকারত্বের জ্বালাও অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। আর এই মসন কোম্পানীর চাকরি? এটা যোগার করতেও আমার মাথার ঘাম পায়ে পড়ে গিয়েছিল। তাই সহজেই অনুমেয় যে, এ চাকরিটা পেয়ে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি—বর্তে গেছি মশাই।

আগন্তুক ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—দূর মশাই! এটা আবার চাকরি নাকি এমন একটা চাকরিকে জীবন ও জীবিকার সম্বল ভাবা যায় কখনও? বিশেষ করে আপনার মত একজন গুণীজনের পক্ষে ত এই রকম একটা চাকরির কথা ভাবাই উচিত নয়!

আমি বজ্রাহতের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আশ্চর্য ব্যাপার। ভদ্রলোক কিন্তু কিছুতেই দমবার পাত্র নন দেখলাম। ভাঙবেন না এমন কি মচকাবার পাত্র নন। তবে এটুকু অন্ততঃ পরিষ্কার, আমার ভাগ্যকে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর।

আমাকে নীরব দেখে ভদ্রলোক আবার বললেন—আপনি কি বুঝছেন না মশাই, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে? আপনাকে জীবনে উন্নতি করতে হবে। জীবনে সাফল্যলাভ করতে হবে। এতদিন অবশ্য সমস্যায় আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছেন, অন্ধকারে হাতিয়ে বেরিয়েছেন আসল জায়গার সন্ধান পান নি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মানসিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু আঁচ নেবার চেষ্টা করে এবার বললেন—শুনুন তবে বলছি, আমি কেন আপনার কাছে ছুটে এসেছি। সে প্রস্তাব আমি রাখতে চাচ্ছি, জানি আপনার ক্ষমতার দিক থেকে তা খুবই সামান্য। আবার যদি মসন কোম্পানীর কেরাণীর চাকরির সঙ্গে তুলনা করে দেখেন, নিজেই

বুঝবেন, আকাশ জমিন ফারাক। যাক, মসন কোম্পানীতে কবে যোগদান করবেন সাব্যস্থ করেছেন ?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম—আগামী সোমবার।

ভদ্রলোক রীতিমত হৈ হৈ করে উঠলেন—'না মশাই না, অবশ্যই যাবেন না। আমার পরামর্শ যদি নেন, অবশ্যই যাবেন না। আমার পরামর্শ যদি নেন, অবশ্যই যাবেন না। অমন কাজও করবেন না মশাই।

ব্যাপারটা আমার মনে কেমন বিস্ময়ের উদ্রেগ করল। বার কয়েক ঢোক গিলে কোনরকমে উচ্চারণ করলাম—সে কী মশাই! আপনি বলছেন কি! এত চেষ্টা করে কাঠ-খড় পুড়িয়ে চাকরিটা যোগাড় করলাম। আর আপনি কিনা কাজে যোগ দিতে বারণ করছেন!

—আমার একান্ত অনুরোধ যাবেন না। কিছুতেই সেখানে কাজ করতে যাবেন না মশাই। সবেমাত্র আপনার বরাত খুলতে চলছে। আর আপনি কিনা ফক্কন কোম্পানীতে কলম পিষতে যাবেন! আপনি যে আগামী সোমবার থেকেই ফ্রাংকো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানী লিমিটেড-এর বিজনেস ম্যানেজারের পদে বহাল হচ্ছেন। একেই বলে বরাত মশাই, একেই বলে বরাত। কথায় বলে না, আল্লা সব দেতা হ্যায় ছপ্পড় ফোঁড়কে দেতা ন্যায়।

আগন্তুক ভদ্রলোক উচ্ছ্বাস-আবেগে একেবারে ডগমগ! আমি নীরব চাহনি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি অনর্গল বলেই চলেছেন—এখানে-ওখানে কত শাখাপ্রশাখা যে এদের আছে, বলে শেষ করা যাবে না! যেমন ধরুন ব্রুসেলস-এ একটা আর সান্‌রোমেতে একটা বিশেষ কারবারের কথা বাদ দিলেও ফ্রান্সের শহরেও গ্রামে ব্যাঙের ছাতার মত এদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ছোট বড় মিলিয়ে এক শ' ছত্রিশটা শাখা এদের। শীঘ্রই আরও ক'টাশাখা খোলার কথা ভাবা হচ্ছে। ভদ্রলোকের কথায় আমার যেন্ আকাশ থেকে পড়ার উপক্রম হল। নিজেকে সামলে

নিয়ে বললাম-এতবড় একটা কোম্পানী, শহরেও গ্রামে কত-শত শাখা-প্রশাখার কথা বলেছেন, কিন্তু বড়ই অবাক হতে হচ্ছে, কোনদিন এর নামটাও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না ত!

আমার কথায় ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসলেন। এবার বেশ একটু স্বাভাবিক স্বরেই বললেন—আপনি ঠিক বলছেন মশাই। না, শোনাই স্বাভাবিক। বনেদী কোম্পানী মশায়। যাবতীয় মুল-ধনই ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রচার বিমুখ! আর এই জন্যই সাধ্যমত গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই আপনার মত সাধারণ মানুষের কাছে কোম্পানীটা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। বুঝতেই ত পারছেন মশাই, যা দিনকাল পড়েছে, অহেতুক ঢাক ঢোল পিটিয়ে কোম্পানীর অবস্থার কথা প্রচার না করাই শ্রেয়। এর উদ্যোক্তাদের একজন হচ্ছে, আমার ভাই হ্যারি পিন্নার। আর শেয়ার বিতরণের পর সে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বোর্ডে যোগদান করেছে।'

আমি সবিস্ময়ে বললান—'তাই নাকি মশাই!'

'—তবে আর বলছি কি। আমার ভাই-ই আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছে, একজন অভিজ্ঞ ও কর্নঠ লোক যোগাড় করে দিতে। তখন সে এ-কথাও বলেছিল, নানা ঝক্কি ঝামেলা পুরিয়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, ঠিক এমনই একজন লোক আর দরকার। বোঝেনই ত, একে ছোট-ভাই, তার ওপর রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। তার কথা অগ্রাহ্য করি কি করে? আমাকে তার অনুরোধ রক্ষা করতে চারদিকে ছুটোছুটি—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলে উঠলাম—'সে-ত নিশ্চয়ই

'হ্যাঁ, ভাইয়ের অনুরোধ ক্ষমা করতে চারদিকে যোগ্য লোকের খোঁজ করতে লেগে গেলাম, একে-ওকে, কতজনকে সে জিজ্ঞেস করেছি বলে শেষ করা যাবে না না! শেষ পর্যন্ত পার্কারের মুখে আপনার কর্ম-

নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার কথা শুনে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলাম যেন। ব্যস, সোজা আপনার কাছে ছুটে এলাম। শুনুন মশাই, কথাবার্তা আগেভাগেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভাল! এবার আসল কথা বলা যাক, কাজে যোগ দেবার পর কিছুদিন বছরে পাঁচ শত পাউণ্ড হিসেবে পাবেন। যদিও বেতন তেমন আকর্ষণীয় নয়। কথা দিচ্ছি, একেবারে চোঁ-চোঁ করে বেতন বেড়ে যাবে মশাই।'

আমি রীতিমত চমকে উঠলাম! বছরে পাঁচ শ' পাউণ্ডের কথা শুনলে কার না হৃদপিণ্ডটা আচমকা লাফিয়ে ওঠে মশাই! আমি সবিস্ময়ে বললাম—'বলেন কি মশাই! বছরে পাঁ-চ শ' পা-উ-ণ্ড!'

'—অবশ্যই আরে মশাই, এ ত হ'ল চাকরির গোড়ার দিকের কথা! কিছুদিনের মধ্যে আপনার বেতন বেড়ে এমন একটা অঙ্কে গিয়ে পৌঁছবে যা আপনি ভাবতেও পারছেন না। আরও আছে, আপনার এজেন্টরা সারা বছর যে পরিমান অর্থ ব্যবসা করবে আপনি তার ওপর শতকরা কমিশন পাবেন। তার পরিমানও কিন্তু নেহাৎ কম নয়। আমার কথা হেসে উড়িয়ে না দিলে বলি, কমিশনের পরিমাণ মূল বেতনকে অবশ্যই ছাড়িয়ে যাবে।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মত বসে রইলাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এক সময় বললাম—

'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন—'সে কী মশায়! সমস্যা আবার কিসের?'

আমি বার কয়েক ঢোক গিলে বললাম—আসল সমস্যা হচ্ছে, লোহা লক্কড়ের কাজ, কিছুই জানি নে যে এ ধরণের কাজে সামান্যতম অভিজ্ঞতাও আমার নেই। আমার মত একজন আনাড়ি লোক যে সেখানে গিয়ে হাবুডুবু খাবে মশাই।'

'—এতক্ষণে এই বুঝলেন মশাই! লোহালক্কড়ের মধ্যে আপনাকে যেতে হবে কেন? অঙ্ক জানলেই আপনার কাজের পক্ষে যথেষ্ট।

আর একাজে আপনার সমকক্ষ দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না মশাই।'

আমিএবার বললাম—'দেখুন' একটা কথা আমাদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভাল! মসন্ কোম্পানী আমাকে দু'শ' পাউণ্ড দেবে, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এই কোম্পানীর নিরাপত্তা আছে ত? কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কোম্পানী সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই বলেই এসব কথা উত্থাপন করতে হচ্ছে।'

'—আরে ব্বাস! আপনি সে একজন রীতিমত খলিফা লোক মশাই! ঠিক এমন একজন লোকই আমাদের কোম্পানী খুঁজছে। আমার কথার মার পাঁচ সহজেই মানুষকে কাবু করে দিতে পারে। বিশ্বাস কর যেন কিনা জানি না, আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা যাবে না। কি বলে সে আপনাকে···যাক, এই নিন, এমন এক শ' পাউণ্ডের একখানা নোট। আপনি যদি সত্যই মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়্যার কোম্পানীতে যোগদান করেন তবে এই এক শ' পাউণ্ডকে আপনার বেতনের অগ্রিম অংশ মনে করতে পারেন। এই নিন, এত ইতস্ততের কি আছে, ধরুন এটা।'

আগন্তুক ভদ্রলোকের আগ্রহাতিশয্যটুকু লক্ষ্য করে আমি এবার বললাম—'আপনার আন্তরিকতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ভাল কথা এবার বলুন ত, কবে কোথায় কাজে যোগদান করতে হবে?'

আমার কথায় ভদ্রলোক যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। আসস্ত হয়ে সোজাভাবে বসলেন। ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—'আপনার শুভবুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জানাতেই হয় আগামী কাল একটায় আপনি বার্মিংহামে পৌঁছে যাবেন। যাবতীয় ব্যবস্থাদি আগেভাগেই করা থাকবে। আমার পকেটে একটা চিঠি রয়েছে, দিয়ে দেব। সেটা নিয়ে সোজা আমার ভাইয়ের কাছে চলে যাবেন।

তার হাতে চিঠিটা দিলেই নিশ্চিন্ত। তারপর আর যা-যা করতে হবে, সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে আমার কথা বিশ্বাস করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি কোনরকমে বার্মিংহামে আমার ভাইয়ের হাতে চিঠিটা দিলেই কাজ হাসিল।

আমি ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললাম 'মিঃ পিন্নার, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। বাড়ি বয়ে আমার যে অশেষ উপকার আমার করে গেলেন, জীবনে ভুলতে পারব না।'

'—সে কী মশায়! উপকারের কথা বলে আমাকে শুধুশুধু অপরাধী করছেন কেন! কৃতজ্ঞতা জানাবারই বা কি আছে, তা-ও ত বুঝছি নে! আপনার প্রাপ্য আপনি পাবেন। আপনার দক্ষতা ও অভি-জ্ঞতার বিনিময়ে বেতন পাবেন। ব্যস, এর বেশী ত কিছুই নয়! 'মুহূর্তকাল পরে বললেন—'ভাল কথা, দু'-একটা মামুলি কাজ সেরে নিতে চাচ্ছি।' কথা বলতে-বলতে টেবিলের কোনো থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ টেনে নিয়ে বললেন 'মিঃ পিন্নার দু'ছত্র লিখেদিন —ন্যূনতম পাঁচ শ' পাউণ্ড বেতনে ফ্রাংকোমিডল্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড-এর বিজনেস-ম্যানেজারের কাজ করতে আমি সম্মত আছি। —ব্যস, এটুকুই।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত কাগজটা টেনে নিয়ে তাঁর বক্তব্যটা হুবহু লিখে ফেললাম। এবার আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে তিনি বললেন—'যাক একটা কাজ মিটল। এবার বলুন ত মশাই, মসন-এর ব্যাপারে কি করবেন, ঠিক করেছেন?'

ভদ্রলোক আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললেন—'তাই ত, কথায়-কথায় মসন কোম্পানীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার চোখের সামনে পাঁচশ' পাউণ্ড নাচানাচি করছে, আর সামান্য দু'শ' পাউণ্ডের ব্যাপার ত মনে থাকার কথাও নয়। ভদ্রলোকের কথায়

যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে বললাম —'চিঠি লিখে পদত্যাগ করব ভাবছি। এ ছাড়া আর ত কোন বুদ্ধি মাথায় আসছে না।'

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করে বললেন—'আমি কিন্তু এরকম কিছু ভাবছি নে। একটা কথা আপনাকে বলব—বলব করেও বলা হয়ে ওঠে নি। আপনার ব্যাপার নিয়ে ইতিমধ্যেই মসন কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে একটু মন কষাকষি হয়ে গেছে। আপনাকে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেব বলে আমি দেখা করেছিলাম। আমার প্রস্তাব শুনেই ভদ্রলোক রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলেন। তাঁর কোম্পানীর মনোনীত কর্মী আপনাকে ভাঙিয়ে নেবার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করলেন তিনি। অনেক কথা কাটাকাটি, চীৎকার চেঁচামেচি হ'ল। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছল, আমার পক্ষে আর নিজেকে সংহত রাখা সম্ভব হ'ল না। বেশ একটু রাগতস্বরেই আমি বলে ফেল্‌লাম—,দেখুন মশাই, অভিজ্ঞ কর্মী রাখতে গেলে বেতনটাও ভাল দিতে হয়। আপনাদের নীতি হচ্ছে, কাজ করিয়ে নেব আশাতীত আর বেতন দেব যতদূর সম্ভব কম। এতে কিন্তু কার্যতঃ প্রতিষ্ঠানের লোকসানই হয়।'

ব্যস, আর যাবে কোথায়! আমার কথায় ভদ্রলোক রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'মশাই, আপনারা যতই লোভ দেখান, যতবড় টাকার থলিই তাঁর মুখের সামনে নাচান না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানেই কাজ করবেন।'

এবার আমার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হ'ল। রীতিমত গর্জে ওঠলাম—'চমৎকার। ভাল কথা মশাই, কার্যতঃ কি হয় দেখাই যাক না। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে বাজি ধরছি মশাই। আপনি দেখে নেবেন, আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা হবার

পর তাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির মধ্যে কোনদিনই দেখতে পাবেন না।'

সমস্যা হচ্ছে, ম্যানেজার ভদ্রলোক এত সহজে দমবার পাত্র নন। কণ্ঠস্বরের তীব্রতাটুকু অক্ষুন্ন রেখেই বলে উঠলাম—'ঠিক আছে মশাই। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়। বাজিই রইল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম।

ম্যানেজার-ভদ্রলোক পূর্বস্বর অনুসরণ করেই বললেন—যাবার আগে শুনে যান মশাই, আমরা তাঁকে আস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছি। আমি হলফ করে বলতে পারি, কিছুতেই তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাবেন না।'

মিঃ পিল্লার এবার আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঠিক এমনি বক্তব্য রাখল—'দেখুন মশাই, আপনার সম্বন্ধে এরকম উক্তি আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। রাগে গজ গজ করতে করতে আমি তাঁর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।'

আমি এতক্ষণ বজ্রাহতের মত মিঃ পিল্লার-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তার কথা শেষ হতেই রাগে দুঃখে-অপমানে গর্জে উঠলাম—'লোকটা এমন অভদ্র তা-ত আগে জানা ছিল না মশাই। তবে কথা হচ্ছে, আমি তাঁকে জীবনে কোনদিন মুখোমুখি দেখিনি। এর ওর মুখে যতটুকু শুনেচি, ব্যস এ পর্যন্তই।'

'—তাই নাই?'

'—ঠিক তাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে লোকটা এমন একটা উক্তি করে বসল! তার প্রতি আমার আবার কিসের কর্তব্য! কোনরকম কর্তব্য পালনের প্রয়োজন আছে বলে মনেও করি না।'

'—আমিও ত সে কথায় বলতে চাইছি।'

'—আমার সাফ কথা শুনুন মশাই, আপত্তি যদি বলেন তবে আমি একটা ছত্রও সে প্রতিষ্ঠানকে লিখব না। তাদের প্রতি আমার

আবার কিসের কর্তব্য মশাই ? কাজও করি নি, দু'পয়সা বেতনও নেই নি কোনদিন।'

ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—'বাঃ চমৎকার। এই ত চাই মশাই! তবে এই কথাই পাকা, কি বলেন ? কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করে বললেন—'আমি তবে নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরছি, কি বলেন ? মোদ্দা কথা, আমার ভাইয়ের প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন সুদক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী যোগাড় করে ফিরছি, তাই ত ? চেয়ার ছেড়ে উঠে বসলেন—'তবে আপনার অগ্রিম এক শ' পাউণ্ড, আর চিঠিটা টেবিলেই পড়ে রইল !" কথা বলতে-বলতে দরজার কাছে গিয়ে আবার পিছন ফিরে বললেন—'ভাল কথা, ঠিকানাটা লিখে রাখুন—এক শ' ছাব্বিশের বি, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, আর একটা কথা, ভুলবেন না যেন, কাল বেলা এক টায় আপনাকে একবারটি সাক্ষাৎকারের জন্য যেতে হচ্ছে। ধন্যবাদ ? আজ তবে আসি।' কথা ক'টা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত পায়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় নামলেন।

আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধুবর হোমস অর্দ্ধনির্মিলিত চোখে মিঃ হল প্রাইক্রফট-এর মুখের কাহিনী শুনতে লাগল। তার হাতের আধপোড়া চুরুট থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া ওপরে ওঠে বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগল।

মিঃ হল পাইক্রফট আবার বলতে লাগলেন—'দেখুন মশাই, আমার স্মরণশক্তির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমাদের মধ্যে সেদিন ঠিক এরকম কথাবার্তাই হয়েছিল। মিঃ ওয়াটশন, এ অযাচিত সৌভাগ্য কেবার ইঙ্গিতে আমি যে কতখানি উল্লসিত হয়েছিলাম, আশা করি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হবে না। আপনার মত বিচক্ষণ অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে তা সহজেই অনুমেয়। সারাটা রাত্রি আমাকে নির্ঘুম অবস্থাতেই কাটাতে হ'ল। কাক ডাকা সকালে বিছানা ছেড়ে

উঠে পড়লাম। পোষাক পাল্টে ব্যস্ততার সঙ্গে সোজা ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। আমার একমাত্র চিন্তা, যত তাড়াতাড়ি বার্মিংহাম ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে পারি সেখানে পৌঁছে ছোট্ট একটা হোটেলে আমার যৎসামান্য জিনিষপত্র রেখে ব্যস্ততার সঙ্গে কর্পোরেশন ষ্ট্রিটের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। অল্লায়াসেই কর্পোরেশন ষ্ট্রিটের এক শ' ছাব্বিশের বি বাড়ীটা খুঁজে বের করা গেল। একতলা, দোতলা তিন-তলা ছুটাছুটি করলাম দীর্ঘ সময়। কিন্তু হায়। আমার বাঞ্ছিত ফ্রাংকো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানীর নাম গন্ধও খুজে পেলাম না। মনটা হঠাৎ কেমন বিষিয়ে উঠল। ভাবলাম পুরো ব্যাপারটাই আবার ধাপ্পা নয় ত!

আমি হতাশ মনে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। এমন সময় আচমকা আমার নাম ধরে পিছন থেকে কাকে যেন ডাকাডাকি করতে শুনলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, সে সদাশয় ভদ্রলোক বাড়ী বয়ে আমার উপকার করতে ছুটে গিয়েছিলেন—তিনি কয়েক হাত পিছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু মনে কেমন যেন খটকা লাগল। তিনিই ত বটে? তবে অবিকল তাঁরই মত দেখতে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই নাক—ঠিক যেন তারই কার্বন কপি। তার বৈশদৃশ্য যেটুকু চোখে পড়ল, এ ভদ্রলোকের দাড়ি গোঁফ কামানো ব্যস।

অপরিচিত ভদ্রলোকটি মুচকি হেসে বললেন—আমি কি মিঃ হল পাইক্রেফট-এর সঙ্গে কথা বলছি?

—হ্যাঁ, আমার নামই হল পাইক্রেফট।

—ধন্যবাদ। আমি আপনার জন্যই দীর্ঘ সময় এখানে অপেক্ষা করছি।

—তাই নাকি? তবে কি আমার দেরী হয়ে গেছে?

—না, না। তেমন কিছু না। আমিই বরং আগে পৌছে গেছি। যাক আজ সকালেই আমার দাদার একটি চিঠি পেলাম। আপনার ভূয়সী প্রশংসা করে চিঠি লিখিছেন।

—তাই নাকি? একটা কথা আমি এখানে অপরিচিত। ভেবে-ছিলাম, আপনার অফিসটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে। আপনার দেখা পেয়ে ভালই হল।

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে হেসে বললেন—এই ত সবে ঘরটা পেয়েছি, এক সপ্তাহ হয় নি। সাইনবোর্ডটাও লাগিয়ে উঠতে পারিনি। ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শীঘ্রই হয়ে যাবে। আসুন আমার সঙ্গে। ঘরে বসে সব কথা হবে, কি বলেন?

আমি মুচকি হেসে বললাম—তাই ভাল। কথা বলতে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে ছোট একটা ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘর বললে হয়ত একটু বাড়িয়েই বলা হবে, অন্ধকার কুঠুরি একটা। ছোট একটা জানালা আছে বটে। কিন্তু দিনের আলো তা দিয়ে কতখানি প্রবেশ করতে পারে তা চিন্তার বিষয়ই বটে। কার্পেটের ত প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি পর্দা পর্যন্ত নেই। আমার স্বপ্ন সাধের প্রতিষ্ঠানের অফিস-ঘর দেখেই ভক্তি চটে গেল। মনটা বিশ্রী রকম বিষিয়ে উঠল।

ভদ্রলোক আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমার মুখের ফ্যাকাশে—বিবর্ণ ভাবটুকু আশা করি তার নজর এড়ায় নি। আমাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে ভদ্রলোক বললেন—হতাশ হবে না মিঃ পাইক্রফট ভেবে দেখুন ত, রোম সাম্রাজ্য কি একদিনে গড়ে উঠেছিল? হতে পারে আমাদের প্রচুর অর্থ আছে সত্য, কিন্তু অফিসের পিছনে বেশী অর্থ ব্যয় করিনি। আমাদের বিশ্বাস এককাড়ি ডলার খরচ করে অফিস সাজাতে যাওয়া অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়।

ভদ্রলোক আমাকে বসতে অনুরোধ করে এবার বললেন—আমার দাদা আর্থারকে দেখছি আপনি খুবই প্রভাবিত করছেন। তার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। যাক সেকথা বলতে চাচ্ছি, আপনাকে পাকাপাকি ভাবেই নিয়োগ করেছি মনে রাখবেন।

আমি মুখে বিষাদপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে বললেন—আমার কি কাজ, দয়া করে বলবেন কি ?

—প্যারিসের প্রধান গুদামের দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত হবে। সময়মত কার্যভার বুঝে পাবেন। দেখুন, ফ্রান্সে আমাদের এক শ' ছত্রিশজন এজেন্ট রয়েছেন। আপনার গুদাম থেকে নিয়মিত বাসন-পত্র তাদের কাছে চালান যাবে। বিরাট কাজ, দায়িত্বও খুবই মশাই !

আমি প্রায় অস্ফুষ্ট উচ্চারণ করলাম—হু।

ভদ্রলোক এবার বললেন—দু-একদিনের মধ্যেই মালপত্র কেনার কাজ শুরু হয়ে যাবে। এখন বরং আপনি বার্মিংহামেই থাকুন। যথা-সময়ে আপনার কর্মস্থলে পাবেন কি বলেন ?

—আমাকে কি বার্মিংহাম থেকেই কাজকর্ম দেখাশুনা করতে হবে ?

—হ্যাঁ।

—কি কাজ করতে হবে আমাকে ?

ভদ্রলোক আমার এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে দেয়াল আলমারি থেকে একটা লাল রঙের বই বের করলেন। সেটা আমারদিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এটা প্যারিসের ব্যবসা পঞ্জী। ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এতে পেয়ে যাবেন।

আমার দিকে বইটা এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—এক কাজ করুন, আপনি বরং এটা বাড়ি নিয়ে যান। সময় সুযোগ মত বারবার পড়ে প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা মুখস্থ করে ফেলার চেষ্টা করবেন আর এক কাজ করবেন, লোহা বিক্রেতাদের নামের পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে রাখবেন। এতে ভবিষ্যতে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। তাই ভাল, আপনি বরং এটা নিয়েই যান।

আমি হাত বাড়িয়ে বইটা নিতে গিয়ে বললাম—

এতে ত ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে, তাই না ?

—হ্যাঁ। কিন্তু পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। তাদের কাজের পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের কাজের সাদৃশ্যত নেই-ই, বরং বৈসাদৃশ্যই বেশী লক্ষ করা যায়। ঠিক আছে, কাল থেকেই কাজ শুরু করে দিন। সোমবারের মধ্যে তালিকাটা তৈরী করে দিলেই চলবে। আপনার কাজে দক্ষতা ও পারদর্শিতার পরিচয় পেলে কোম্পানী অবশ্যই আপনার প্রতি অবিচার করবে না।'

আমি লাল-রঙের বইটা নিয়ে ওঠার উদ্যোগ করলে ভদ্রলোক আবার বললেন—'অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন, আগামী সোমবারই যাতে তালিকাটা আমাকে দিতে পারেন।'

'আমি ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে অন্তঃহীন দ্বিধা ও সন্দেহ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

নিয়োগ এদিকে পাকা হয়ে গেছে, পকেটে একটা 'একশ' পাউণ্ডের নোট। কিন্তু কি করি? চাকরিটা ছাড়ি না রাখি, রাখি না ছাড়ি, এমনি দোটানার ফাঁদে পড়ে হোটেলে ফিরে এলাম। মনটা অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে রইল। যতক্ষণ জেগে ছিলাম, দুর্দশাগ্রস্ত আমার অফিসের দৃশ্যটা যেন প্রতি মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। এ অবস্থায় অদৃষ্টের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দেয়া ছাড়া গত্যান্তরই বা কি? শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেললাম, অফিস চুলোয় যাক, বছরে পাঁচ শ' পাউণ্ড পেলেই হ'ল।

কাকডাকা সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। কোনরকমে চোখে-মুখে একটু জল ছিঁটিয়ে লাল বইটা নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। সারা সকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাত্র 'H' পর্যন্ত নামের তালিকা তৈরী করা সম্ভব হ'ল।

ঠিক দশটায় অফিসে হাজির হলাম। আমার অন্নদাতা মিঃ পিন্নার ঘুপচি-ঘরে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকে তাঁকে সুপ্রভাত জানিয়ে আমার কাজের অসাফল্যের কথা জানালাম। বললাম সোম-বারের মধ্যে কিছুতেই কাজটা শেষ করা সম্ভব নয়, পরিষ্কার জানিয়ে

দিলাম। আমার প্রতি নতুন নির্দেশ হ'ল, আগামী বুধবারের মধ্যে কাজ শেষ করে আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমি দিনের পর দিন লাল বইটার মধ্যেই ডুবে রইলাম। কিন্তু হায়! বুধবারের মধ্যে কিছুতেই কাজটা শেষ করতে পারলাম না। আমার প্রতি মিঃ পিন্নার সদয় হলেন। আরও দুটো দিন বাড়িয়ে দিয়ে তিনি সহৃদয়তার পরিচয় দিলেন। আর বলবেন না মশাই, গতকাল পর্যন্ত আমাকে লাল বইটার মধ্যে ডুবে থাকতে হয়েছে! যথা সময়ে কাজটা শেষ করে মিঃ পিন্নার-এর ঘরে হাজির হলাম। সিগারেটের প্রোটিনে তেঁতুল বীজের মত গাঢ় খয়েরী রঙের দাঁতগুলো বের করে ভদ্রলোক বললেন—'দেখুন, কাজের পরিমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমি হয়ত সঠিক সময়ের হিসাব করতে পারি নি। কিন্তু একটা কথা কি জানেন মশাই? অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ-তালিকাটা আমাদের অশেষ উপকারে লাগবে, সন্দেহ নেই। কাজের পরিমাণ অনুযায়ী সময় ত লাগবেই, লজ্জার কিছু নেই মিঃ আপনার এবারের কাজ হবে, আসবাবপত্রের ব্যবসায়ীদের একটা তালিকা তৈরী করা। তাদের তালিকা তৈরী করার অর্থ হচ্ছে, মাটির জিনিসপত্র ত তারাই সরবরাহ করে থাকে।'

আমি ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালান।

মিঃ পিন্নার এবার বললেন—'এক কাজ করবেন, আগামীকাল একবার এসে আপনার কাজের অগ্রগতির কথা জানিয়ে যাবেন।

শার্লক হোমস-এর মুখের হাল্কা হাসির ছোপ ফুটে উঠল। অনাবিল আনন্দ তার চোখের তারায় সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে দিয়েছে, লক্ষ করলাম। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ সে হাতের তালু দুটো অনবরত ঘষতে লাগল।

আর আমার অবস্থা? চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে আমাদের মক্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর চোখের তারার হতাশাটুকু আমার নজর এড়াল না।

আমার বিস্ময়টুকু আমাদের মক্কেলের নজর এড়ায় নি। তিনি পরিষ্কার কণ্ঠেই উচ্চারণ করলেন 'মিঃ ওয়াটশন আমার কথায় আপনি অবাক হতে পারেন ঠিকই। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এরকমই। এক তিলও বাড়িয়ে-কমিয়ে বলিনি, বিশ্বাস করুন।'

লণ্ডনে একদিন সেই মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে বলেছিলাম, আমি মসন কোম্পানির কাজে যোগ দিচ্ছি না। তখনও আমার মনিব সরবে হেসে উঠেছিলেন। তাঁর সব কাটা দাঁত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল! সব ক'টা দাঁত তামাটে। একটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। ঠিকই একই রকম বিশ্রী চেহারা। কণ্ঠস্বরও উভয়ের একই রকম। শুধুমাত্র ক্ষুর ব্যবহার করেও পরচুলা পরে যেটুকু পরিবর্তন আনা যায় কেবলমাত্র যেন সেটুকু পরিবর্তনই আমার নজরে পড়ল। সেই মুহূর্তেই আমি নিঃসন্দেহ হলাম, উভয়ে আসলে একই লোক। তবে দুই ভাই একই রকম দেখতে হতে পারেন বটে। সব কিছু না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু দাঁতের ব্যাপারটা। দু'ভাইয়ের একই জায়গায়র দাঁত একই রকমভাবে বাঁধানো, এটা কি করে সম্ভব? কস্মিনকালেও ত এরকম কোন ঘটনা কানে আসে নি!'

ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগার হ'ল। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। ঘামে জামা ভিজিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ব্যাপারটাকে নিয়ে যত ভাবতে লাগলাম নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসল। আমার মাথায় একই চিন্তা বার বার চক্কর মারতে লাগল, ভদ্রলোক আমাকে কেন বার্মিংহামে টেনে আনলেন। তাঁর এ কাজের পিছনে এমন কি গূঢ় রহস্য থাকতে পারে? বহু ভাবনা চিন্তার পরও এর কোন কূল-কিনারা করতে পারলাম না।

মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা বিছানায় বসে পড়লাম। মনের অতল গহ্বরে একটা আলো উঁকি দিল। আমি

নিঃসন্দেহ হলাম, শার্লক হোমস নির্ঘাৎ এর একটা হিল্লে করতে পারবেন। স্থূরবুদ্ধি দিয়ে সে রহস্য আমার পক্ষে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি তিনি হয়ত অনায়াসেই তার সাবধান করে দেবেন।

ব্যাস, আর দেরী নয়। রাত্রের শেষ গাড়ীটা ধরলাম।'

আমাদের মক্কেল ও সহযাত্রী শেয়ার বাজারের কেরানী রোমাঞ্চ কাহিনীর বিবরণ শেষ করে আমাদের মুখের দিকে বার বার তাকাতে লাগলাম। আমরাও নির্বাক। কারো বাক্য স্ফুরণের ক্ষমতাই যেন নেই।

শার্লক হোমস জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল। এক সময় সে-ই নীরবতা ভঙ্গ করল—'ডাক্তার ওয়াটসন, ব্যাপারটা খুবই চিত্তাকর্ষক, তাই না?'

আমি মুচকি হেসে ঘাড় কাৎ করলাম।

হোমস বলে চলল—। ওনার কথিত এ-কাহিনীর মধ্যে আমি এমন সব ঘটনার ইঙ্গিত পাচ্ছি যা আমার মধ্যে অসীম আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে! একবারটি ফ্রাংকো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানীর অস্থায়ী অফিসারের কথা ভেবে দেখ। অফিসের মালিক মিঃ হ্যারি পিন্নার। তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড খুবই বিচিত্র। এমন একজন লোকের মুখোমুখি যখন আমরা হব তখন ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের কাজেই কিন্তু খুবই চিত্তাকর্ষক বলেই মনে হবে। আশা করি তুমি অবশ্যই ভিন্নমত পোষণ করছ না ওয়াটসন।'

আমি ম্লান হেসে বললাম—'সবই ত বুঝলাম বন্ধু, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমরা কিভাবে মিঃ পিন্নার-এর দেখা পাব? এ-ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভেবেছ কি? কি বলেই বা তার মুখোমুখি হ'ব?'

আমাদের সঙ্গীটি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না স্যার। অনায়াসেই তাঁর দেখা পেয়ে যাবেন। আর আপনারা উভয়েই আমার বন্ধু এমন ভাব নিয়ে চাকুরি প্রার্থনা করতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন! আমিও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের পরিচয়

দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পিন্নার-এর কাছে নিয়ে যাব। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কি মনে করেন স্যর?

হোমস-এর চোখের তারায় হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

সে একটা ফন্দির কথা বলল। এর চেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায় আর হয় না। তিনি যে আমাদের মক্কেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতেছেন সে-রহস্যের একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু একটা কথা, আপনার মধ্যে এমন কি বিশেষ গুণের সন্ধান তিনি পেয়েছেন যার ফলে আপনার সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হচ্ছে? নইলে এর পিছনে এমন কি কারণ থাকতে পারে—বক্তব্য অসমাপ্ত রেখেই হোমস জানালা দিয়ে বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

আমরা ট্রেন থেকে নামলাম। তখন সন্ধ্যে সাতটার কাছাকাছি। কর্পোরেশন স্ট্রীট ধরে ক্যাংকো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানীর দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর গিয়ে আমাদের মক্কেল-ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হোমস-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—'একটা কথা অফিসের সময়ের আগে সেখানে পৌঁছে সুবিধে হবে না। তাঁর চালচলন ভাবসাব দেখে অনুমান করেছি একমাত্র আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই তিনি ঐ ঘিঞ্জি ঘরটায় গিয়ে বসে থাকেন। এর প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি। আমার অফিসে আসার সময় হওয়ার পূর্বে ঘরটা প্রতি-দিনই বন্ধ থাকে। অফিস ছেড়ে আমি বাড়ির দিকে পা-বাড়ালেই ঘরটা আবার বন্ধ হয়ে যায়।

হোমস ঠোঁটের চুরুটটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল—'হ্যাঁ, এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক।'

আরও কয়েক পা এগিয়ে আমাদের মক্কেল মুখের আছে আঙুল নিয়ে বলে উঠলেন—'চুপ! চুপ করুন! আমাদের বাঞ্ছিত শয়তানটা ঐ…ঐ যে আগে-আগে যাচ্ছে!'

আমরা দু'জনই কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের অগ্রবর্তী লোকটার দিকে তাকালাম। বেটেখাটো একজন লোক, দামী পোষাক পরিহিত। খুব কুদর্শন না হলেও সুশ্রী বলা চলে না। কয়েক পা গিয়ে এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা সান্ধ্য পত্রিকা কিনল। আবার হাঁটতে শুরু করল। কিছুটা পথ গিয়ে পথের ধারের একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গীটি বললেন—'ঐ দরজা দিয়েই তাঁর অফিসে ঢুকতে হয়।'

আমাদের পথপ্রদর্শক মিঃ হল্ পাইক্রফট-এর সেই পূর্ববর্ণিত আবর্জনাময় একটা ঘরে আমরা ঢুকলাম। আমাদের বহু প্রত্যাশিত ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখের তারার আকস্মিক আতঙ্কের ছাপটুকু আমার নজর এড়ায় নি। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। মুখটা অস্বাভাবিকরকম ফ্যাকাশে। তিনি তার কর্মচারী মিঃ পাইক্রফট এর দিকে এমন একটা ভাব নিয়ে তাকালেন, চিনতে পেরেছেন বলে মনে হ'ল না।

মিঃ হল পাইক্রফট এর চোখে-মুখেও বিস্ময়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থেকে আমাদের মক্কেল ভদ্রলোকই প্রথম মুখ খুললেন—মিঃ পিন্নার, আপনার মুখ কেমন ফ্যাকাশে বিবর্ণ দেখাচ্ছে! আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

ভদ্রলোক বার কয়েক ঢোক গিললেন। জিভ দিয়ে শুকিয়ে ওঠা ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে কোন রকমে উচ্চারণ করলেন—'হ্যাঁ, শরীরটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। সুস্থ বোধ করছি না। 'আমাদের দিকে একেবারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'এঁরা কারা? কোত্থেকে এসেছেন? এখানে কোন দরকার আছে?

আমাদের মক্কেল-ভদ্রলোক নির্দ্বিধায় বলতে লাগলেন—'এঁরা উভয়েই আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। ইনি—মিঃ হ্যারিস, বারমণ্ডিতে বাস করেন। আর উনি মিঃ পাইস, এ-শহরেরই লোক। কাছেই

বাড়ি। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখছি, উভয়েই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী স্যর।'

আমাদের মক্কেল-ভদ্রলোকের কথায় মিঃ পিন্নার যেন একটু স্বস্তি পেলেন। চোখ-মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল।

মিঃ পাইক্রফট এবার বললেন—'স্যর, এঁরা উভয়েই ইদানিং বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বিপদে পড়ে আপনার সাহায্যের প্রত্যাশায় ছুটে এসেছেন। দীর্ঘদিন বেকারত্বের জ্বালায় জর্জরিত। আপনি যদি অনুগ্রহ করে কোন চাকরির ব্যবস্থা—যেকোন কাজ স্যর—'

মিঃ পিন্নার চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন—

মিঃ পিন্নার চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন চাকরি? সে আর বেশী কথা কি মশাই! আমার পক্ষে মাত্র দু'জনের জন্য চাকরী যোগাড় করা কোন সমস্যাই নয়। আশা করি এ-ক'দিন আমার সান্নিধ্যে কাটিয়ে আপনি এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছেন মিঃ হল্ ক্রফট।' মিঃ হ্যারি বিশ্রী স্বরে হেসে হোমস-এর দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনি কি ধরনের কাজ জানেন, বলুন ত?'

হোমস নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন—'হিসাব রক্ষনের কাজ। যেকোন রকম হিসাব নিকাশের কাজে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব, আশা রাখি।'

মিঃ পিন্নার এবার তাঁর সব ক'টা তামাটে দাঁত বের করে হাসলেন, আমার দিকে ফিরে বললেন—'আপনি কোন লাইনের মিঃ পাইস?'

আমি রীতিমত ভড়কে গেলাম। বার কয়েক ঢোক গিলে তাঁর জিজ্ঞাসা নিরসনের চেষ্টা করলাম—'কেরাণী। যাবতীয় লেখাপড়ার কাজেই আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে স্যার।'

বিশ্রী স্বরে হেসে মিঃ পিন্নার বললেন—'ধন্যবাদ। আপনাদের দু'জনকেই আমার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করে নেব। এরকম অভিজ্ঞ লোকই আমার দরকার। ঠিক আছে, আমি ক'দিনের মধ্যেই আপনাদের ঠিকানা অনুযায়ী নিয়োগ পত্র পাঠিয়ে দেব। ভাল কথা, মিঃ

পাইক্রেফট-এর কাছে আপনাদের স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। আমি অসুস্থ, দয়া করে একটু একা থাকতে দিন আমাকে।

আমাদের মক্কেল মিঃ পাইক্রেফট এবার তাঁর চেয়ারের কাছাকাছি এগিয়ে প্রায় ফিস্-ফিসয়ে বললেন—'স্যার, আপনি আমায় দেখা করতে বলেছিলেন। নতুন কাজের নির্দেশ দেয়ার কথা ছিল।'

মিঃ পিন্নার অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বললেন—'হ্যাঁ, সেরকম কথা ছিল বটে। ঠিক আছে, আপনি বরং একটু অপেক্ষা করুন। আপনার বন্ধুরাও চাইলে সঙ্গে থাকতে পারেন, আপত্তি নেই।' চেয়ার ছেড়ে উঠতে বললেন—'কিছু মনে করবেন না, মাত্র দু'-তিন মিনিটের জন্য আমাকে একটু বেরোতে হচ্ছে। দেরী করব না, আপনারা দয়া করে একটু বসুন।' কথা বলতে বলতে তিনি দরজা ঠেলে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরা তিন প্রাণী সে নোংরা ঘরে, ভ্যাঁপসা গন্ধের মধ্যে তাঁর ফিরে আসার প্রতিক্ষায় বসে রইলাম।

হোমস-এর চোখে জিজ্ঞাসার ছাপ। আমার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল—'ডাক্তার, ব্যাপার ত সুবিধের মনে হচ্ছে না! আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে লোকটা কেটে পড়ল না ত? দেখো শেষ পর্যন্ত একেবারে বেকুব হয়ে যেন বাড়ি ফিরতে না হয়।'

আমি তার কথার কি জবাব দেব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

মিঃ পাইক্রেফট তার কথার জবাব দিলেন—'না, সেটি আর পারছে না মশাই।'

—'কেন? অসম্ভব কি? এ কি আপনার মস্তিষ্ক প্রসূত ফল, নাকি এ-কথার পিছনে কোন যুক্তি রয়েছে?

—না, অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলছি না। এটাই সত্যি কথা।'

'—যেমন?'

'—যেমন ধরুণ, দরজার ঐদিকে আর একটা ঘর রয়েছে। কিন্তু তার বেরোবার অন্য কোন দরজা নেই। যা কিছু করতে হবে এ ঘরের

দরজা দিয়েই। তাই বলছি, আর যা-ই করুক পালিয়ে যাবার যো নেই।

'—ঐ ঘরটায় কি আছে?

—'গতকাল পর্যন্ত ত আমি ঘরটা খালি দেখে গিয়েছি।'

'—খালি? তা-ই যদি হয় তবে ভদ্রলোক একটা খালি ঘরে তিন—চার মিনিট ধরে কি করবেন? বিচিত্র ব্যাপার ত মশাই! আতংকে যদি কোন মানুষের পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব হয় তবে স্বীকার করতেই হবে মিঃ পিন্নার ইতিমধ্যেই তিনভাগ পাগল হয়ে গেছেন—যাকে বলে পৌনে পাগল। আশ্চর্য ব্যাপার ত মশাই লোকটা এমন মুষড়ে পড়ে-ছেন কেন? দেখাই যাক, এর শেষ কোথায়।'

আমি জবাব দিলাম—বন্ধু হোমস, আমার কিন্তু ঠিক সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না। তবে এমনও হতে পারে তিনি আমাদের হয়ত গোয়েন্দা ভেবে থাকতে পারেন। তাই আমাদের দেখামাত্রই মুষড়ে পড়েছেন।

হোমস বলে উঠল—ডাক্তার ওয়াটসন, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না। আমরা ঘরে ঢোকার পরমুহূর্ত পর্যন্ত ভদ্রলোক সুস্থ স্বাভাবিক ছিলেন আমাদের দেখেই মুখের ভাব পালটে গিয়ে কেমন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল।

এমন সময় ভেতরের দরজার দিক থেকে একটা অপ্রত্যাশিত ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ভেসে এল। আমাদের মক্কেল মিঃ ক্রফট বিস্ময়ভরা চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন—ভারী অদ্ভুত কাণ্ড ত! মিঃ পিন্নার নিজের দরজার দিক থেকেই ঠক্ ঠক্ করছেন! এর কি কারণ থাকতে পারে?

ব্যস, কিছুক্ষণ আর কোন আওয়াজ নেই। আবার পূর্বের সে নীরবতা নেমে এল। ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে আমরা পরস্পরের সঙ্গে নীরব চাহনি বিনিময় করতে লাগলাম। আবার অবাঞ্ছিত শব্দটা আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। এবারের শব্দটা অপেক্ষাকৃত জোরে ও

গম্ভীর বলে মনে হল। হোমস-এর মধ্যে চাপা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হল। হঠাৎ একটা গম্ভীর গুর-গুর শব্দে আমি চমকে উঠলাম। সে সঙ্গে মনে হল কিছু একটা ভারা জিনিষ মাটিতে আছাড় খয়ে পড়ল। শব্দটা খুবই স্পষ্ট ও গম্ভীর। অস্থিরচিত্ত হোমস এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সজোরে ভেতরের সে বন্ধ দরজা ধাক্কা মারতে লাগল। ভেতর থেকে খিল দেওয়া। হোমস-র অবস্থা দেখেও আমার মধ্যে অস্থিরতা ভর করল।

আমি ব্যাস্ত পায়ে হোমস-এর কাছে ছুটে গেলাম। উন্মত্ত প্রায় হয়ে আমরা উভয়ে বন্ধ দরজার পাল্লায় ঘন ঘন ধাক্কা মারতে লাগলাম। এক সময় দরজার দুর্বল কব্‌জা ভেঙ্গে একটা পাল্লা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। আমরা একলাফে ঘরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু কী সর্বনেশে কাণ্ড! ঘর যে শূন্য। আমরা যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি তার সঙ্গে আর একটা দরজা রয়েছে দেখলাম। হোমস ত্রস্ত-পায়ে দরজাটার কাছে ছুটে গেল। এবার ঘটল আরও অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার। দরজাটার ধাক্কা দিতে না দিতেই সশব্দে খুলে গেল। আমিও মিঃ হল পাইক্রফট তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। ভেতরে পা দিতেই একটা কোট ও ওয়েষ্ট নজরে পড়ল মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ওপরের দিকে মুখ ফেরাতেই আমার সব কটা স্নায়ু একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। শিরায় শিরায় রক্তের গতি হল দ্রুততর। ফাংকো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছাদের হুকোর সঙ্গে ঝুলছেন। নিজের গ্যাল্সিস গলায় জড়িয়ে দড়ির কাজ মিটিয়েছেন। হাঁটু দুটো অদ্ভুতভাবে ঝুলছে। এবার রহস্যটা পরিষ্কার হল! ঝুলন্ত লোকটার পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো বারবার দরজার ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হচ্ছিল, যা আমাদের বাক্যা-লাপে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছল। কৌতূহলের উদ্রেক করছিল।

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে মিঃ পিন্নাই-এর ঝুলন্ত দেহের কাছে গেলাম। শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে ওপরের দিকে তুলে

খুললাম। যে-রজ্জুটা তাঁর গলায় বন্ধনীর সৃষ্টি করেছিল, হোমস ও পাইক্রফট-এর চেষ্টায় সেটা সহজেই খোলা সম্ভব হ'ল। নিঃসাড় প্রায় দেহটাকে সবাই মিলে ধরাধরি করে মেঝেতে শুইয়ে দিলাম। গলার সে জায়গায় রজ্জুটা জড়িয়েছিল, বন্ধনীর সৃষ্টি করেছিল, সেটা রক্ত জমে প্রায় কালচে হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে-বিবর্ণ মুখেও হাল্কা কালো ছোরা লক্ষিত হ'ল। মিনিট পাঁচেক আগে ফ্যাকাশে বিবর্ণ, কেমন যেন ক্লান্ত অবসন্ন বিমর্ষ ভাব লক্ষিত হয়েছিল। এ-মুহূর্ত মনে হচ্ছে তাকে তাকে যেন কবর থেকে তুলে আনা হয়েছে। খুবই ক্ষীণ নিঃশ্বাস বইছে।

'—ডাক্তার ওয়াটসন, কি বুঝছে, বাঁচবে ত?' হোমস উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলল।

আমি তার কথার কোন জবাব না দিয়ে মিঃ পিন্নার এর প্রায় প্রাণহীন দেহের ওপর ঝুঁকে পরীক্ষা করতে লাগলাম। নাড়ি ক্ষীণ, শরীর খুবই দুর্বল। তবে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে বলেই মনে হ'ল। হাত বাড়িয়ে চোখের পাতা দুটো পরীক্ষা করলাম। ঝির-ঝির করে কাঁপছে।

হোমস ঝুঁকে আমার কানের কাছে মুখ এনে সন্দিগ্ধ করে জিজ্ঞেস করল—'ডাক্তার ওয়াটসন, কেমন বুঝছ?'

ম্লান হেসে আমি জবাব দিলাম—'অবস্থা খুব ভাল নয়, তবে টিকে যাবে। এক কাজ করত, জানালটা খুলে দাও। আর আমার একটা জলের পাত্র দরকার।'

আমার অনুরোধে আমাদের মক্কেল তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি ব্যস্ত হাতে মিঃ পিন্নার এর জামার কলারটা সরিয়ে তাঁর মুখে ঘন ঘন জলের ঝাঁপটা দিতে লাগলাম। ভেজা হাত দিয়ে তাঁর কপাল ও কানের আশপাশ মুখে দিতে চেষ্টা করলাম। আর হাত-পা গুলো বার বার ভাঁজ ও সোজা করে পেশী তার শরীরের শিরা উপশিরা গুলোকে সক্রিয় করার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার শুশ্রুষার ফল লক্ষিত হ'ল মিঃ পিন্নার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিঃ পিন্নার এযাত্রার মত প্রাণে বেঁচে গেলেন। হোমস-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম—'বন্ধু, ফাঁড়া কেটে গেছে। এবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন।

হোমস স্বস্তি বোধ করল। পকেট থেকে চুরুট বের করে অগ্নি সংযোগ করল। পর-পর কয়েকটা টান দিয়ে পরম তৃপ্তিতে এক গাল ধোঁয়া ঘরের রুদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে ছিল।

আমি বললাম—'বন্ধু, আমার মনে হয় এবার পুলিসকে জানানো উচিত।'

আমাদের মক্কেল-ভদ্রলোক চোখ দুটো কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'মিঃ হোমস, আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুর পেছনে যে কেমন গভীর রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় আসছে না, ভদ্রলোক অগ্রিম বেতন দিয়ে আমাকে কে এখানে ডেকে আনলেন? আর কেনই বা এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলেন?'

হোমস ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—'মিঃ পিন্নার, কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। অবাক হবার মত ও কিছু নয়। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে জলের মতই স্বচ্ছ। আবার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল—'তুমি কি বল ডাক্তার ওয়াটসন? বল, এ-ব্যাপারে তোমার কি মত?'

আমি হতাশ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বললাম—'বন্ধু, স্বীকার করতে লজ্জা, নেই আমি এখনও অন্ধকারেই হামাগুড়ি দিচ্ছি। বিশ্বাস কর, কিছুই অনুমান করতে পারছি নে।'

'—সত্যি কি? আচ্ছা ঘটনাটাকে প্রথম থেকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ফেলে বিচার করলে দেখবে অনায়াসেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পেরেছে ডাক্তার।'

'—ভাল কথা, তোমার বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ দয়া করে বলবে কি?'

'—ডাক্তার ওয়াটসন, ব্যাপারটাকে ঠাণ্ডা মাথায় একটু তলিয়ে বিচার করতে চেষ্টা কর। ব্যস, তবেই দেখবে সব একেবারে জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে দু'টো মাত্র বিষয়ের ওপর পুরো ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে।'

"—দুটো বিষয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। বলছি শোন, প্রথমেই ভেবে দেখ, এই ভয়ঙ্কর কোম্পানীতে যোগদানের পর মি হল্ পাইক্রফট ঘোষণাপত্রটা লিখেছেন তার পিছনে কোন গভীর রহস্যের ইঙ্গিত জড়িয়ে রয়েছে, কিছুই অনুমান করতে পারছ না কি?' চুরুটে ছোট্ট করে একটা টান দিয়ে এবার বলল—'বুঝলে ডাক্তার, সবই হচ্ছে পর্যবেক্ষণের ব্যাপার। ঐ ঘোষণাপত্রটা কিন্তু স্বেচ্ছায় লেখেন নি। তাকে দিয়ে লেখানো হয়েছে। তবে এটাও সত্য ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসেবে কিন্তু লেখানো হয় নি। মন্তব্যটা তোমার কাছে খুবই উদ্ভট বলে মনে হচ্ছে, তাই না। তবে কেন আমার চিন্তা এরকম একটা উদ্ভট কিছু আবিষ্কার করল। তা-ও বলছি শোন বন্ধু, ব্যবসার ক্ষেত্রে এরকম ব্যাপার স্যাপার মৌখিক নির্দেশে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মিঃ হল্ পাইক্রফটকে দিয়ে কেন সব লিখিয়ে ছিল, তাই না? আমি বলব, খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে।

মিঃ হল্ পাইক্রফট অত্যুগ্র কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে হোমস-এর মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস এবার মুচকি হেসে বলল—'অবাক হবার মত কিছুই নেই মিঃ পাইক্রফট। আপনার হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করা মিঃ পিন্নার-এর খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই নমুনা সংগ্রহ করার জন্য আপনাকে দিয়ে লাল বইটা থেকে প্রতিষ্ঠানের নামগুলো লিখিয়ে

নিতে হয়েছিল। এ ছাড়া তাঁর হাতের কাছে আর কোন সহজ পদ্ধতি ছিল না। ডাক্তার ওয়াটসন, রহস্যটার কতটা গভীরে ঢুকতে পারলে ?'

মিঃ হল্ পাইক্রফট আমাকে মুখ খুলতে না দিয়ে বললেন—মিঃ হোমস, বুঝলাম, আমার হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহের জন্যই ভদ্রলোক আমাকে দিয়ে সে সব কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনে, আমার হাতের লেখার নমুনা তাঁর কাছে কেন অপরিহার্য ছিল ?'

ঠোঁঠ থেকে চুরুট নামিয়ে এনে হোমস মুচকি হেসে বলল—'হ্যাঁ কারণ অবশ্যই ছিল মিঃ পাইক্রফট। এ-ত সবাই জানে, কারণ বিনা কার্য হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করতে হয়েছে, তাই না ? এর একটামাত্রই অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে। কারণটা কি জানতে পারলেই আমাদের ছোট সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সহজতর হয়ে যাবে। মিঃ পাইক্রফট, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আপনার হাতের লেখা নকল করতে চেয়েছিল। আর এই কারণেই নমুনা সংগ্রহের বাঁকা পথ অনুসৃত হয়েছে। এবার যদি দ্বিতীয় পয়েন্টের দিকে দৃষ্টিপাত করি দেখতে পাব একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। মনে হয়ত প্রশ্ন জাগছে, দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি, তাই না ? বলছি শুনুন, সেটা হচ্ছে মিঃ পিন্নার-এর অনুরোধ! হোমস যেই তার দ্বিতীয় পয়েন্টের ব্যাখ্যা করতে যাবে অমনি মিঃ পিন্নার বার দুই গোঙালেন। আমি অতর্কিতে তাঁর দিকে ঘাড় ঘুরালাম।

মিঃ পিন্নার কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ মেলে আবার বন্ধ করে দিলেন।

হোমস আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। আমি ব্যস্ততার সঙ্গে মিঃ পিন্নার-এর কাছে গিয়ে বসলাম। তাঁর হাতটা তুলে নাড়ির গতি পরীক্ষা করলাম। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে সংজ্ঞা ফিরে পেতে আরও সময় লাগবে।

হোমস তার দ্বিতীয় পয়েণ্টের ব্যাখ্যায় মন দিল। মিঃ পাইক্রফট আমি একটু আগে বলেছি, দ্বিতীয় পয়েন্টা হচ্ছে মিঃ পিন্নার-এর অনুরোধ। আপনি বলেছিলেন, তিনি আপনাকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করেছিলেন, তাই না।

মিঃ পাইক্রফট ঘাড় কাৎ করে তার কথা সমর্থন করলেন। হোমস ব'লে চলল—'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এ অনুরোধ? কারণ সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার ম্যানেজারকে এই আশায় আশান্বিত করে রাখা যায় যে, কোন এক ব্যক্তি মিঃ হল পাইক্রফট—যাকে তিনি চেনেন না। চোখে দেখা ত দূরের কথা নামও শোনেন নি কোনদিন। সেই ব্যক্তি সোমবার সকালে তার অফিসে যাবেন।'

হোমস-এর কথায় মিঃ হল পাইক্রফট সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন—হায় ভগবান! আমি কী বোকা! আমি কিনা অন্ধের মত—'

হোমস বলল—'এখনই ধৈর্য হারালে চলবে কেন। এবার কি বলছি শুনুন। —আমরা আবার হাতের লেখার প্রসঙ্গে ফিরে যাই, হাতের লেখার ব্যাপারটা গভীরভাবে ভেবে দেখুন। মনে করা যাক, কোন একটা শূন্য পদের জন্য আপান চাকরি প্রার্থনা করে যে হাতের লেখায় দরখাস্ত করেছিলেন, যদি তার থেকে ভিন্ন হস্তাক্ষরের লেখা নিয়ে কেউ আপনার পরিবর্তে সেখানে যায়, তবে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে না কি? তাই ভদ্রলোক যেটুকু সময় পেয়েছেন তাড়াতাড়ি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আপনার হস্তাক্ষর নকল করার ব্যাপারটা চর্চা করে নিয়েছে। আর একটা কথা, এই অফিসের কোন কর্মী কি আপনাকে দেখেছে?'

হল পাইক্রফট উত্তর দিলেন—'না' কস্মিন কালেও না।'

'—চমৎকার। এবার শুনুন, ঐ ব্যাপারটা যাতে আপনি ভালভাবে খতিয়ে না দেখেন, আর আপনার হয়ে নকল কোন হল পাইক্রফট যে সেই অফিসে কর্মে নিযুক্ত রয়েছে তা আপনার কাছে প্রকাশ

করতে পারে এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ না ঘটে। সেটাই ছিল তার কাছে সবচেয়ে আগে দরকার, বলতে পারেন আসল লক্ষ্য। তাই বেতনের একটা মোটা অংশ আগেভাগেই আপনার পকেটে গুঁজে দিয়েছে।'

হল্ পাইক্রফট আর্তনাদ করে উঠলেন—কী সাংঘাতিক!

হোমস ব'লে চলল—"ধৈর্য ধরে শুনুন শেষ পর্যন্ত। আপনি যাতে ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই ভাববার সুযোগ না পান তাই তাঁরা মোটা টাকা আপনার পকেটে গুঁজে দিয়ে আপনাকে মিডল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিল। আর আপনার ওপরে কাজের বোঝা এমনভাবে চাপিয়ে দিল যাতে আপনার পক্ষে কিছুদিনের মধ্যে লণ্ডনে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হয়।'

—'কেন? লণ্ডনে কেন? লণ্ডনে গেলে তাঁর কি অসুবিধে হ'ত?'

'—খুবই সোজা ব্যাপার মশাই। আপনি লণ্ডনে গেলে যে এঁর সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যেত। ব্যাপারটা এখন খুবই স্পষ্ট মনে হচ্ছে নাকি?'

হল্ পাইক্রফট এবার বললেন—'এবার আর একটা প্রশ্ন জবাব দিন ত—এ লোকটা কেন দৈত ভূমিকা গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ নিজের ভাই সাজতে গেলে কেন?'

'—দেখুন মিঃ পাইক্রফট, এটাও কিন্তু তেমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়। একটু ভেবে দেখলেই এটাও সহজেই মীমাংসা হতে পারে। মোদ্দা কথা, তাঁরা সংখ্যায় মাত্র দুটি প্রাণী। তাঁর মধ্যে এক ব্যক্তি আপনার পরিচয় দিয়ে অফিসে যোগ দিয়েছে। আর এই লোকটা? এ চাকরির দালাল সাজল। এ পর্যন্ত ব্যবসা পত্তর করে এঁর মাথায় একটা ভাবনার উদয় হ'ল। এবার সমস্যা হচ্ছে, এঁদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তৃতীয় কোন ব্যক্তির খোঁজ যদি না পাওয়া যায় তবেই আপনার মনিবকে শাস্তি পেতে হবে? তবেই ব্যাপারটা ভেবে দেখুন।'

হল পাইক্রফট ক্রোধে ফেঁটে পড়ার উপক্রম হলেন।

'নচ্ছার মনিবের নিকুচি—'

হোমস তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—'সে-ত পরেও করতে পারবেন মশাই। এখন আমি যা বলছি শুনুন—আপনার জন্য একজন মনিবের প্রয়োজন উপলব্ধি করে ইনি লোক বাড়াতে বাধ্য হলেন। আবার খুব বেশী লোক বাড়িয়ে ভিঁড় জমাতেও আগ্রহী নন। তাই নিজেই ছদ্মবেশের আশ্রয় নিলেন। দৈত ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন। সাধ্য মত চেহারাটা পাল্টে নিলেন। ছদ্মবেশ ধারণ করার পর যেটুক সাদৃশ্য রয়ে গেল সেদিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করলেন না। ব্যাপারটাকে তিনি আমলই দিলেন না। আসলে মিলটুকুর ব্যাপারটাকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিলেন এই ভেবে যে, 'এটুকু পরিবারগত মিল। ব্যাপারটা কিছুটা পরিষ্কার হ'ল ত ?'

'—কিন্তু দাঁতের ব্যাপারটা কি ?'

মুচকি হেসে হোমস এবার বলল—'হ্যাঁ, এটাই যত সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল মশাই! সোনা-বাঁধানো দাঁত যদি আপনার নজরে না পড়ত তবে আপনিই কি আর এঁকে সন্দেহ করতে পারতেন, বলুন ত ?'

—'হায় ভগবান! তুমি এমন করে আমার বুদ্ধিনাশ করে একেবারে হদ্দবোকা বানিয়ে ছাড়লে। আর ঐ দিকে অন্য একজন হল পাইক্রফট সেজে অফিসে চাকরি করে যাচ্ছে! মিঃ হোমস, আমায় বুদ্ধি দিন, আলো দেখান। আমায় বুদ্ধি দিন, বলুন, আমার এখন কর্তব্য কি ?'

'—এ মুহূর্তে আপনার প্রথম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, একটা টেলি-গ্রাম করা। যতশীঘ্র সম্ভব—আপনার যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি হয়েছিল সেখানে একটা টেলিগ্রাম করে দিন।

'—আজ শনিবার। শনিবার বারোটার পর অফিস যে বন্ধ হয়ে যায়। তার করলে কোন কাজ হবে কি ?'

'—কাজ হবে মশাই। অফিস বন্ধ হয়ে গেলেও আপনার কাজের কোন অসুবিধে হবে না।'

'—সে কী মশাই! অফিসে তালা ঝুলছে। কর্মীরা সবাই যে-যার বাড়ি চলে গেছে। আর আপনি বলছেন কিনা কোন অসুবিধে হবে না!'

মুচকি হেসে হোমস বলল—'দেখুন সব অফিসেই দরকারী কাগজ-পত্র থাকে, বিশেষ করে সরকারী কাগজপত্র বহু থাকে বলে একজন স্থায়ী প্রহরী অবশ্যই সেখানে মোতায়েন রয়েছে।'

উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে হল পাইক্রফট বলে উঠলেন—এবার আমার মনে পড়েছে মিঃ হোমস, স্থায়ী প্রহরীর কথা লণ্ডনে থাকা-কালীন অফিসারদের মুখে আমি অনেক শুনেছি। অতএব আপনি ঠিকই বলেছেন।'

"—তাকে টেলিগ্রাম করে দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। টেলিগ্রাম করলে জানা যাবে হল্ পাইক্রফট-এর নাম ব্যবহার করে কেউ কাজ করছে কিনা? মিঃ পাইক্রফট, এবার বলুন ত ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন?'

—এখন কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি বটে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনে, নচ্ছারটা কেন এভাবে নিজের—।

তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই হোমস বলে উঠল—'ঠিকই ধরেছেন মশাই। ব্যাপারটা লক্ষ্য করার মতই বটে। এ-ভদ্রলোক কেন এভাবে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন?'

আমি এতক্ষণ মৌনই ছিলাম। এবার চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে হোমস-এর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। ছোট্ট করে বললাম—'বন্ধু, বাস্তবিকই এর ব্যবহার কেমন আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। কিন্তু ভদ্র লোক আচমকা ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নেবার সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন কেন?'

—'ঠিকই বলেছ ডাক্তার ওয়াটসন, আমিও বলছি, ব্যাপারটা অবশ্যই জটিল। এমন কি গভীর রহস্য এঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে যার জন্য তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিলেন ?'

আচমকা আমাদের পিছনে কে যেন কাঁপা-কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল—'ঐ—ঐ কাগজটার জন্য।'

আমরা অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। অনুমান অভ্রান্ত। মিঃ পিন্নার—মুমূর্ষু মিঃ পিন্নার ইতিমধ্যে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আমাদের পিছনে এসে চুপি চুপি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখ-মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে বিবর্ণ। শরীর রীতিমত টলছে। চোখ দুটো খুলতেও যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে তাঁর। আর ঠোঁট দুটো ঝির ঝির করে কাঁপছে। আবার বসতে চেষ্টা করলেন—'ঐ কাগজটার জন্যই আমাকে'—কণ্ঠরোধ হয়ে এল। মনের কথা আর ব্যক্ত করা হয়ে উঠল না। উন্মাদের মত নিজের গলাটা জড়িয়ে ধরলেন। লাল ব্যাণ্ডটা তখনও গলায় ঝুলছে।

হোমস নিজের কাজের জন্য লজ্জিত হয়ে বলল—'দেখ দেখি, কী অবাক কাণ্ড! আমি কী বোকা! কথা বলতে-বলতে সে এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে এক বিলেতে কাগজ তুলে নিল।

আমি তার হাতের কাগজটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলাম। কাগজটার গুরুত্ব কতখানি। তার সঙ্গে হোমস-এর বোকা-মিরই বা কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, মাথায় এল না।

কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে হোমস-এর মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখে উচ্ছ্বাসের ছাপ, মনে যুদ্ধ-জয়ের আনন্দ। তার চোখে চোখ পড়তেই সে বলে উঠল'—দেখেছ, ডাক্তার। টেবিলের এ কাগজটার কথা একবারও আমার মাথায় এল না !'

মিঃ পিন্নার ইতিমধ্যে একটু শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—' ঐ কাগজটাই যত নষ্টের মূল !

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম। হোমস-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম—'কি? ওটা কি? এমন কি লেখা রয়েছে—'

'—দেখ 'ডাক্তার, আমরা এতক্ষণ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, ভুলেও আসল ব্যাপারটার কথা ভাবিনি। এটা লণ্ডনের 'ইভিনিং স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর কাটিং। এই মুহূর্তের যা কিছু জিজ্ঞাসা তার চেয়ে অনেক বেশী কিছুই এতে ছাপানো রয়েছে।'

আমি অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে কাগজটার দিকে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলাম।

হোমস নিরুত্তাপ কণ্ঠে বল্‌ল—'ডাক্তার কাগজের হেড লাইনের দিকে তাকাও—নগরের বুকে অপরাধ। জনগন আতঙ্কিত! মনস এণ্ড উইলিয়াম কোম্পানীতে খুন। প্রকাশ্য দিবালোকে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড।' হোমস এবার কাগজের অন্য সূকটি স্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। মাঝারি হরফে লেখা নজরে পড়ল—"দুর্ধর্ত্ত কাণ্ড! বিরাট ডাকাতির চেষ্টা! প্রয়াস ব্যর্থ! আসামী ধৃত!'

হোমস তার হাতের কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—' 'এক কাজ কর ডাক্তার, কাগজের বক্তব্য জোরে জোরে পড়। আমরা যাতে শুনতে পাই।'

আমি তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে জোরে পাঠ করতে লাগলাম —আজ বিকেলে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে এক দুঃসাহসিক ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। অপরাধীরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তুমুল বাধার কাছে অপরাধীরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

আমার বন্ধুবর হোমসের মুখ এসেই কঠিন হয়ে আসতে থাকে, চোখের তারা অত্যুজ্জ্বল. চিকচিক করতে লাগল।

আমি এক মুহূর্তের জন্য হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে চেয়ে আবার কাগজে বর্ণিত বিবরণী পাঠে মন দিলাম—কিছুদিন ধরে মোট

দশ লক্ষ ষ্টারলিং-এর বিশেষ মূল্যবান সরকারী কাগজপত্র বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মসন এণ্ড উইলিয়ামের কাছে গচ্ছিত ছিল। কাগজগুলো ছিল। কাগজগুলো ছিল সরকারী লগ্নী সংক্রান্ত। বিশেষ জরুরীও মূল্যবানবোধে সরকার কাদের প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয়।

হোমস-এর কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

আমি অনর্গল পড়েই চললাম—ঐ প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারী দলিলপত্র রাখার দায়িত্ব বর্ত্তালে তারা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ম্যানেজার খুবই সচেতন হলেন। সখের ধনের মত বুকে করে আগলাতে লাগলেন সরকারী সম্পদগুলো।

আমি এ পর্যন্ত পড়ে দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত থামলাম। ঠিক সে মুহূর্তেই আমাদের ঠিক পিছনে মিঃ পিন্নার আচমকা অস্ফুটস্বরে গোঙালেন। তাঁর দিকে তাকাতে গিয়েও আরও মিনিট খানেক সময় গেল।

আমার পাঠের বিরতিতে হোমস-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

সে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠল—'কি ব্যাপার ডাক্তার ওয়াটসন, থামলে কেন? পড়, তারপর কি হল পড়।'

আমি আবার ব্যস্ততার সঙ্গে কাগজের বক্তব্য পাঠ করতে লাগলাম —ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মসন এণ্ড উইলিয়ম কোম্পানীর ম্যানেজার সর্বাধুনিক নিরাপত্তা সম্বলিত একটি মজবুত সিন্দুক সংগ্রহ করেছিলেন শুধু কি তাই? কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে সবর্ক্ষণের একজন বন্দুকধারী প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

হোমস হাতের তালু দুটো স্বভাবতঃ পরস্পরের সঙ্গে বার বার ঘসতে লাগল। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে উঠল—'বাঃ চমৎকার! চমৎকার হোমস?'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হোমস-এর মুখের দিকে তাকালাম আমার জিজ্ঞাসা নিরসন করতে গিয়ে সে বললে—'মসন এণ্ড উইলিয়ম

কোম্পানীর দায়িত্ববোধের কথা বলছি। সরকারী সম্পত্তি রক্ষার জন্য তারা উপযুক্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল—কি বল ডাক্তার ?

আমি ছোট্ট করে জবাব দিলাম—'হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে।

হোমস-এর কথার জবাবটুকু ছুঁড়ে দিয়ে আমি আবার পত্রিকার পাতায় মন দিলাম, ঘটনার তদন্ত করে দেখা গেছে যে, ঐ কোম্পানীর হল পাইক্রফট নামক একজন নতুন কেরাণী নিযুক্ত করা হয়।

মিঃ হল পাইক্রফট ড্যাবা ড্যাবা চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি না থেমে পাঠ চালিয়ে যেতে লাগলাম—তদন্ত করে দেখা গেছে ঐ লোকের বহু অপকর্মের খবর রয়েছে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তথ্যানুসন্ধান করে জানা গেছে, এই হল পাইক্রফট বহু কুকর্মের নায়ক বেরিংটন। পুলিস তাকে ধরবার জন্য হন্যে হয়ে খোঁজাখুজি করছে।

আমি কাগজ থেকে মুখ তুললে হল পাইক্রফট হতচকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না, তাঁর নামে খবরের কাগজের পাতায় এমন সব কথা কোনোদিন ছাপা হতে পারে। সত্যই যেমন অবিশাস্য হাস্যকরও তেমনি। যাকে ঘিরে কাগজে কাগজে এমন চাঞ্চল্যকর খবর তিনি কিছুই জানতে পারেন নি, একেবারেই অন্ধকারেই রয়ে গেলেন।

আমি কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে পড়তে লাগলাম—এই কুখ্যাত বেরিংটন ওরফে পাইক্রফট ও তার ভাই একাধিক জালিয়তি ও ভয়ঙ্কর কাজের হোতা। তাদের কৃত কর্মের জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করে মাত্র ক'দিন আগেই ছাড়া পেয়েছিল। কিন্তু ইদানীং ছদ্মনাম ধারণ করে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে কাজ যোগাড় করেছে। কিন্তু এমন অসাধ্যসাধন তার পক্ষে কি করে সম্ভব হলো, ব্যাপারটা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য।

হোমস-এর চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, সে যেন আসল সম্পদ হাতের মুঠোয় পেতে চলেছে। ঠিক সেই মুহুর্তে আমার

ক্ষণিক বিরক্তিটুকু তার মধ্যে প্রবল অস্বস্তি সঞ্চার করল। অস্থিরচিত্ত হোমস আমাকে এরকম ধমক দিয়ে উঠল—কি হল ডাক্তার থামলেন কেন? তারপর কে কি লিখেছে।

আমি অস্থিরচিত্ত বন্ধুবরের ধমকটা নীরবে সহ্য করে আবার পাঠে মন দিলাম—বহু কুকর্মে অভিযুক্ত এই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোকটা অফিসের কাজে যোগ দিয়েই কুকর্মে যোগ দিল। সে খুবই গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে বিভিন্ন তালার ছাঁচ তৈরী করার কাজে মন দিল। সুদক্ষ তালা নির্মাণকারীকে দিয়ে বেশ কয়েকটা ছাঁচ তৈরী করে নিল। কাজটা যদিও খুবই কঠিন তবু তালা নির্মাণকারীর দক্ষতা ও নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। শুধু কি তাই? সে ইতিমধ্যেই ষ্ট্রংরুম ও সিন্দুকগুলোর অবস্থান জেনে নিয়েছে। অফিসের এতগুলো কর্মীর চোখে ধুলো দিয়ে নতুন কোন কর্মির পক্ষে এতগুলো কাজ গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পন্ন করা বাস্তবিকই খুব কঠিন সাধ্য ব্যাপার। লোকটা সত্যই করিতকর্মা ক্ষমতা রাখে বটে।

এক শনিবারের কথা। শনিবার অফিস খোলা থাকে। ছুটোয় অফিসছুটি হয়। দুপুরে অফিস ছুটি হলে সবাই বাড়ী চলে যায়। অফিস ফাঁকা। ধূর্ত লোকটি অপূর্ব্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাল।

পুলিশ সার্জন টিউসন কর্মরত ছিলেন। তিনি সিটি পুলিশের কর্তা স্থানীয় ব্যক্তি।

অফিস ছুটির পর সবাই যে যার বাড়ী চলে গেছে। তিনি নিজের ঘরে বসে কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অফিসের অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একা একা পায়চারি করতে লাগলেন। পাশে অফিসের পিছনের সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। সচকিত হয়ে অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টি মেলে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকালেন। কে যেন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। তিনি

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন—কী ব্যাপার ! আজও শনিবার। দু'টোয় অফিস ছুটি হয়ে গেছে। কর্মিরা অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে! কিন্তু কে এ লোকটা ? হাতে একটা কার্পেটের ব্যাগ নিয়ে এমন ব্যস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেই বা কেন ? প্রবীন পুলিশ কর্মচারী ভদ্রলোক তার মধ্যে দুরভিসন্ধির গন্ধ পেলেন।

রহস্যজনক লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে লম্বা বারান্দা দিয়ে সোজা চলে যেতে লাগল। অফিসারটি প্রহরারত এক পুলিশ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত সে লোকটাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অনেক পরিশ্রমের পর লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে পারলেন। ব্যাপারটা দেখেই পুলিস অফিসারটা ধরেই নিলেন বড় রকমের ডাকাতি ধরণের কিছু একটা ঘটে গেছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে টেলিফোনের দৌলতে খবরটা চারিদিকে আউট হয়ে গেল। খবর পেয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। দেখা গেল, প্রায় এক লক্ষ ষ্টারলিং মূল্যের আমেরিকান রেলওয়ে বণ্ড লোকটার ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। এগুলো কোম্পানীতে গচ্ছিত ছিল। আর কুখ্যাত এ-ডাকাতটার ব্যাগে বহুমূল্য শেয়ারের কাগজপত্র। আর একটু হলেই কাজ হাসিল করে ফেলেছিল আর কি। দৈবচক্রে পুলিস-অফিসারটার চোখে পড়ে যাওয়ায় বিরাট একটা সর্বনাশের হাত থেকে কোনরকমে অব্যবহতি পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

পুলিস-অফিসারটার দৌলতে হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বটে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে মিটল না।

সবাই এতক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ দলিল পত্র উদ্ধার ও দুর্ধর্ষ লোকটার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য উৎসাহী ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতিটা কিছু স্বাভাবিক হয়ে এল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নজর পড়ল কর্তব্যরত প্রহরীর খোঁজ করলেন। তার ওপর কোম্পানী যাবতীয় সম্পত্তির রাতের-বাদশাহ ঐ প্রহরীর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে

আরামে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু কোম্পানীর চরমতম দুঃসময়ের মুহূর্তে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে! কিন্তু এরকম চিন্তা ভাবনা করে নিশ্চিন্তে হাত গুটিয়ে থাকাও ত সম্ভব নয়। লোকটা আসলে কিন্তু কর্তব্যজ্ঞানহীন নয়। এক সময় কোম্পানীর স্বার্থে বহুবার বহুভাবে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে। আর আজ আত্মরক্ষার চিন্তায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়বে? খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত না হয়ে কারো সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া সঙ্গত হবে না। প্রহরীর খোঁজ পড়ল। সবাই মিলে বাড়িটা তোলপাড় করে ফেল্‌ল। কিন্তু হায়। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত বড় সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে যাওয়া হ'ল। ডালা খুলতেই অন্বেষণ করিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। শরীর রক্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম হ'ল। অদৃষ্টাবড়াম্বিত প্রহরীর লোকটার দেহটা দুমড়ে মুঁচড়ে সিন্দুকে ভরে রাখা হয়েছে। মুখ বিকৃত চোখের মণিদুটো স্থির, অস্বাভাবিক-রকম বড়, যেন ঠিকড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। স্বীকার না করে উপায় নেই, সার্জেন টিডসন-এর কর্মতৎপরতা ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রশংসার যোগ্য। নইলে দু'চারদিনের মধ্যে হতভাগা প্রহরীর মৃতদেহটা উদ্ধার করা সম্ভব হ'ত না। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অনুমান করা গেছে পিছন থেকে প্রহরীর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়েছিল। একেবারে থাৎলে দিয়েছে কিছু একটা ফেলে যাওয়ার অজুহাতে বেরিংটন আবার ভেতরে ঢুকে এসেছিল প্রহরী তার ওপর সন্দেহ করেছিল। ব্যস, তারপরই তার ওপর নজর রাখতে থাকে। সে সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রহরী তার দিকে এগিয়ে যায়। হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে আসামী হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। প্রহরী হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। তার পর আরও কয়েকবার আঘাত করে। প্রহরী কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলিয়ে পড়ে। আসামী তার প্রাণহীন দেহটাকে দুমড়ে মুঁচড়ে সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর তার হাপ্সত দলিলপত্র ব্যস্ততার সঙ্গে

নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। এবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিস-সার্জেনের নজরে পড়ে যায়। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে ধরা দিতে বাধ্য হয়। বিবেচনা করে দেখা পাচ্ছে, তার ভাই এ-ব্যাপারে জড়িত ছিল না। তবু পুলিশের লোকেরা তাকেও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডাক্তার ওয়াটসন পত্রিকার পাতা থেকে মুখ তুললে হোমস বল্‌ল —'আমরা চাইলে পুলিশের পরিশ্রম কিছুটা অন্ততঃ লাঘব করতে পারি। ডাক্তার ওয়াটসন। একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে, মানুষের চরিত্র বড়ই কঠিন। অদ্ভুত সব মিশ্রণে মানুষের চরিত্র গঠিত। এই যে লোকটাকে সামনে দেখতে পাচ্ছ, সে ভাইয়ের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে নিজে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে। এতে কিন্তু ভাইয়ের প্রতি তার স্নেহ ভালবাসাই প্রকাশ পাচ্ছে।

হোমস মুচকি হেসে বল্‌লে—'কিন্তু ডাক্তার ওয়াটসন, এখন আমাদের একটা মাত্রই কর্তব্য—'

—'কি? আমি তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললাম।

হোমস পূর্ব প্রসঙ্গটা খোলাখুলি না বলেই মিঃ পাইক্রফট্‌কে লক্ষ্য করে বল্‌লে—'আপনাকে একটু কষ্ট দিতে চাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কাজের দায়িত্ব আপনাকে দিতে চাই।'

—'বলুন মিঃ হোমস, কি করতে হবে আমাকে?'

—'একবারটি, নিকটবর্তী থানায় যেতে হবে।'

—'তারপর?'

—'থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ব্যাপারটা বলবেন।

—'প্রয়োজনে আপনার নামটা ব্যবহার করতে পারি কি?

—'অবশ্যই। পুলিস চলে এলে আনন্দের আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। দয়া করে দেরী নয় যত শীঘ্র সম্ভব থানায় খবরটা পৌঁছে দিন মিঃ পাইক্রফট।'

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব্ দ্য ম্যাজারিন স্টোন

ডাক্তার ওয়াটসন বেকার ষ্ট্রীটের দোতলায় অবিন্যস্ত ও অপরিচ্ছন্ন ঘরটায় ফিরে এল। এখান থেকে বহু অভিযান শুরু হয়েছিল। তাই এখানে পা দিয়ে সে খুবই স্বস্তি পেল, মনে্ শান্তিও কম পাচ্ছে না।

ডাক্তার ওয়াটসন গুটিগুটি পায়ে ঘরে ঢুকে গেল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ঘরের সর্বত্র একবারটি চোখ বুলিয়ে নিল। লক্ষ্য করল, সব কিছু আগের মত ঠিকঠাকই রয়েছে। চোখে পড়ার মত কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন হয়েছে বলে তার মনে হ'ল না। এক পাশের দেয়ালে বিজ্ঞানবিষয়ক চার্টগুলো আগের মতই ঝুলছে, এক কোণে বেহালাটাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষা করতে গিয়ে যে বেঞ্চটা পুড়ে গিয়েছিল সেটি পাশেই পড়ে, কয়লা রাখার বাক্সটাতে তামাক ভর্তি ত করে দেয়াল ঘেঁষে রাখা, আর একটা পুরনো পাইপ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও চোখে পড়ার মত কিছুই সে লক্ষ্য করল না। সব কিছুই যেন আগের মতই ঠিকঠাক রয়েছে। ঘরের সর্বত্র আরেকবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে পিছনের দরজার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই বালক-ভৃত্য বিলি'র হাসিমাখা মুখটির ওপর তার চোখ পড়ল। তার বয়স কম হলে কি হবে, চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট, প্রখ্যাত যশা-রহস্য সন্ধানীর নির্জনতা ও একাকীত্ব দূর করতে বালক ভৃত্য উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য, অস্বীকার করার উপায় নেই।

ডাক্তার ওয়াটসন মুচকি হেসে 'বলল—বিলি, সবকিছু ঠিকঠাকই আছে দেখছি। তোর মধ্যেও কোন পরিবর্তন হয় নি, যা ছিলি ঠিক তাই আছিস, কি বলিস?'

বিলির চোখের তারায় উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠল। সে অচঞ্চল চোখের মণি দু'টোকে আলতো করে পাশের শোবার ঘরে দরজার দিকে ফেরাল। তার মুখের হতাশার ছাপটুকু ডাক্তার ওয়াটসন-এর নজর এড়াল না।

ডাক্তার ওয়াটসন যেন অজানা আশঙ্কায় আচমকা একটা হোঁচট খেল।

বিলি মুখ খুলল—'তিনি বিছানায় শুয়ে হয়ত ঘুমিয়ে আছেন। যান কর্ত্তা, ঘরে যান।'

ডাক্তার ওয়াটসন বিলির কথায় তেমন কিছু ভাবল না। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। সময়টা স্বাভাবিকভাবেই খুব উপভোগ্য হওয়ারই কথা। হাত-ঘড়িটার দিকে চোখ বুলিয়ে দেখে, সাতটা বাজে। তার সঙ্গে ডাক্তার ওয়াটসনের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। তাই তার নাড়িনক্ষত্র পর্যন্ত অজানা নয়। অনিয়মিত তার সজ্জাগত ব্যাপার। তাই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বিছানা আঁকড়ে রয়েছে শুনে ডাক্তার ওয়াটসন মোটেই ভাবিত হ'ল না। বিলির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—'কি ব্যাপার বিলি, নতুন কোন কেস তার হাতে এসেছে, কি বলিস ?'

—'ঠিকই ধরেছেন স্যার। আর সে কেসটা নিয়েই তিনি এখন মেতে রয়েছেন। যে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আমি ত রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেছি। ধরতে গেলে খাওয়া দাওয়া এক রকম উঠেই গেছে। শরীর কাঠ। মিসেস হাডসন জানতে চেয়েছিলেন, নৈশ-ভোজ কটায় সারতে চাইছেন ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আগামী পরশু রাত্রি সাড়ে সাতটায়। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলি এবার বলল—'স্যার, নতুন কোন কেস হাতে নিলে তাঁর অবস্থা কি দাঁড়ায়, আপনার ত আর অজানা নয়।'

ডাক্তার ওয়াটসন বলল—'হ্যাঁ, ভালই জানি বিলি।

'তাঁর ব্যাপার স্যাপার সবই বিচিত্র স্যার। এক একদিন এক এক রকম পোষাকে নিজেকে সাজিয়ে কোথায় সে যান? মাথা-মুণ্ড কিছুই জানি নে! আজ বেরিয়েছিলেন এক বৃদ্ধার সাজে।' কথা বলতে বলতে সোফায় রক্ষিত ছোট একটা ছাতা দেখিয়ে বলল—ঐ দিকে তাকালেই বুড়ির সাজটা দেখতে পাবেন স্যার।,

বিলি আমার দিকে সামান্য এগিয়ে এল। আমার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে গলা নামিয়ে বলল—'আপনাকে বলতে বাধা নেই স্যার রাজমুকুটের খোয়া-যাওয়া হীরের কেসটা নিয়ে তিনি এখন রীতিমত মেতে রয়েছেন।

ডাক্তার ওয়াটশন চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলল—'তাই নাকি বিলি? এক লক্ষ পাউণ্ডের খোয়া যাওয়া কেসটার কথা বলছিস?'

ঠিক' তাই স্যার। বিশ্বাস করবেন কিনা, জানি না, প্রধান মন্ত্রী তার স্বরাষ্ট্র সচিব এ বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন। দার্ঘ সময় এ ঘরে কাটিয়ে গেলেন দু'জনই। শুধু কি তাই লর্ড ক্যাটল মেয়ার পর্যন্ত—।

—'তাই নাকি বিলি!'

—'তবে আর বলছি কি স্যার! আশা করি তাঁর কাজের রকম-সকম দেখলে বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিছু মনে না করলে বলি, তিনি আসলে খুবই কড়া মেজাজের। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। খুবই অমায়িক ও সুবিবেচক। কিন্তু লর্ডকে দু'চোখ পেতে দেখতে পারি না। মিঃ হোমসও লোকটাকে এতটুকুও বরদাস্ত করতে পারেন না। বিশ্বাস করবেন না স্যার। না অপদার্থ-টাও হোমস-এর ওপর এতটুকুও আস্থা রাখতে পারেন না। হোমস-এর হাতে কাজটার দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে তিনি ঘোর আপত্তি করেছিলেন। মিঃ হোমস কাজটা পাওয়ার পরও

তিনি মনে-প্রাণে তাঁর ব্যর্থতাই কামনা করছেন। মিঃ হোমসও তা ভালই জানেন।'

ডাক্তার ওয়াটসন তাকে আশ্বস্ত করল—'আমরা আশা করি, সে ব্যর্থ হবে না। তার সাফল্য দেখে লর্ড ক্যাপ্টট-মেয়ার-এর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে, দেখে নিস বিলি।' জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে এবার বলল—'আচ্ছা বিলি, জানালার পর্দাটা কেন লাগানো হয়েছে রে?

বিলি পর্দাটা সরাতে বলল'—পর্দাটা সরিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, কী মজার ব্যাপার!'

জানালা থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিতেই ডাক্তার ওয়াটসন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল তার নজরে পড়ল, তার বন্ধুর একটা প্রতিকৃতি। গাউন পরিহিত। জানালার দিকে মুখ করে বসা, মাথা নাচু, যেন গভীর মনযোগ দিয়ে বই পড়ছে। হাতল-ওয়ালা চেয়ারে শরীরের বেশ কিছু অংশ চাপা পড়ে রয়েছে।

বিলি কথার ফাঁকে প্রতিকৃতি মাথাটা তুলে ধরল। সে এবার বলল—'পর্দাটা তোলা থাকলে প্রতিকৃতিটাকে রাস্তা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়।'

ডাক্তার ওয়াটসন বলল—'আগেও বহুবার আমাদের এমনটা করতে হয়েছে বিলি। অবশ্যই তুই এখানে আসার আগের কথা বলছি।'

বিলি বলল—'আমাদের ওপর অনেকেই চোখ রাখছে। জানালায় এখনও একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। ঐ—ঐ দেখুন।' অঙ্গুলি—নির্দেশ করে দেখাল।

ডাক্তার ওয়াটসন সামান্য এগিয়ে গেল। এমন সময় রোগজীর্ণ হোমস শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্যাকাশে মুখ। কপালের চামড়ার ভাঁজ। চোখে-মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। ব্যস্ত-পায়ে জানালার

কাছে গিয়ে বিলি'কে পর্দাটা নামিয়ে দিতে বলল। বিলি হাত-বাড়িয়ে পর্দাটা সামান্য টেনে দিল।

হোমস বলল—'বিলি, ওখান থেকে সরে আয়। জীবন বিপন্ন হতে কতক্ষণ! এ-সময়ে তোকে না হলে চলবে না' এবার ডাক্তার ওয়াট-সন-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—'বন্ধু খুবই বিপদের মুহূর্তে তুমি এসেছে!' এবার বিলি'কে বিদায় দিল।

ডাক্তার ওয়াটসন বলল—'কিসের সঙ্কট হোমস? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছ?

—'হত্যা। আজ সন্ধ্যা বেলায়ই একটা খুন খারাবি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।'

—'এসব কি আজে বাজে কথা বলল বন্ধু! তুমি কি রসিকতা করছ হোমস।

—'তোমার কাছে রসিকতা বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু সে-সম্ভাবনাই রয়েছে। যাক্, চল মদ খেয়ে একটু চাঙা হয়ে নেয়া যাক। আশা করি আমার পাইপ ও তামাক এখনও তোমার বিরক্তির উদ্রেক করবে না। কি বল?

—বিলি-এর মুখে শোনলাম, তুমি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ, কি ব্যাপার, বল ত?

হোমস স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল—পেট খালি থাকলেই আমার মগজ ভাল খোলে। তুমি একজন ডাক্তার, আশা করি জানা আছে, পরিপাক যন্ত্র যে পরিমাণ রক্ত টেনে নেয় ঠিক সে পরিমাণই মস্তিষ্কে ঘাটতি পড়ে। আমার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের আগে চিন্তা করা দরকার।

—এই বিপদের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কতটা কি ভাবলে?

—দেখ ওয়াটসন, বিপদ ঘটে থাকলে হত্যাকারীর নাম-ধাম স্মরণ রাখতে হবে। তার নাম কাউনট নেগ্রেত্তো মিলভিয়ুস। ঠিকানা—

১৩৬, মুরসাইড গার্ডেন্স। এ, জি। টেবিলে কাগজ কলম রয়েছে, লিখে নাও, ভুলে যেতে পারে।

ডাক্তার ওয়াটসন বলল—হোমস, আমি তোমার এ কাজেরও সঙ্গী হতে চাই আমার ইদানীং তেমন কোন কাজের চাপ নেই, অনায়াসে তোমাকে সঙ্গদান করতে পারব।

মধ্যে ইদানীং একটা নতুন দোষ লক্ষ্য করছি এমন মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা কর না দেখছি। তোমার মত একজন ব্যস্ত চিকিৎসকের অবশ্য অহরহই মিথ্যার ফুলঝুরি ছুটিয়ে থাকে। কথায় কথায় রোগীরা এসে—তা অবশ্য মিথ্যা নয়। তবে তেমন কিছু জরুরীও নয়। যাক, লোকটাকে হাতকড়া পড়িয়ে গারদে ভরে দেয়ার বাধা কোথায় ?

—তা অবশ্য কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তবে সমস্যা হচ্ছে, হীরেটা কোথায় আছে আমার জানা নেই।

—হীরে ? বিলি সে একটু আগে আমাকে রাজার শিরস্ত্রানের খোয়া যাওয়া হীরেটার কথা বলল, সেটার কথা বলছ কি ?

—ঠিকই বলেছে। বহুমূল্য হলুদ রঙের ম্যাজারিণ হীরের কথাই হচ্ছে। বাছাধনকে পাকড়াও করেছি ঠিকই, কিন্তু হীরেটা হাতে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

—আচ্ছা, তুমি সে কাউনট সিলভিয়ুস-এর নাম করলে তিনি কি হীরে চোরদের মধ্যে—

—অবশ্যই। তিনিই হচ্ছেন পালের গোদা। আর একজন হলেন প্রখ্যাত বক্সার। তাঁর নাম শ্যাম। শ্যাম কিন্তু লোক হিসাবে খারাপ নন। কাউনট তাঁকে দিয়েই কাজ হাসিল করেন। শ্যাম লোকটা আসলে বোকার শিরোমণি !

—কাউনট এখন কোথায় আছেন ?

—সে আমাকে আজ সকালেই প্রায় ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল আর কি ! ভাল কথা ওয়াটসন, একটু আগে তা বৃদ্ধা মহিলার সাজটা তুমি

দেখেছ, তাই না? সাজটা পরলে আমাকে অবিকল বৃদ্ধার মতই লাগে, কার সাধ্য ধরে। কাউনটও এতটুকু সন্দেহ করতে পারে সে আমাকে। লোকটা আটা ইতালীয় বলে মনে হয়। এমনিতে খুবই সভ্যভব্য, কিন্তু চটে গেলে শয়তানকেও হার মানায়।

—কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া ত কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না বন্ধু।

—একেবারেই অসম্ভব ছিল না। আমি তাঁকে অনুসরণ করে মিনোরিজের প্রাচীন কারখানা ষ্ট্রবেঙ্গিও পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম। আমার বিশ্বাস জানালা দিয়ে শয়তানটাকে এখনো দেখতে পাবে ওয়াটসন।

এমন সময় বিলি একটা কার্ড এনে হোমস-এর হাতে দিল। সেটা চোখের সামনে ধরেই হোমস চমকে উঠে বলল—ডাক্তার ওয়াটসন, মূর্তিমান শয়তানটা দরজায় অপেক্ষা করছে। দর্শনপ্রার্থী। আমি কিন্তু এতটা ভাবিনি। কঠিন ঠাঁই! শিকারী হিসাবে তার নাম ডাকের কথা তোমার কানেও গেছে হয়ত। আমাকে কব্জা করতে পারলে তার শিকারের দক্ষতা প্রমাণ হয়ে যাবে। একটা অধ্যায়ও সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হবে। আর তারই প্রত্যাশায় শিকারী কুকুরটা ছোঁক-ছোঁক করছে। আমি তার পিছু নিয়েছি, পরিষ্কার বুঝে গেছে। নইলে অনুমানের ওপর নির্ভর করে—

—আমার ত মনে হয় এক্ষুনি পুলিসকে জানানো দরকার।

—দরকার পড়লে পুলিশকে অবশ্যই জানাব। তবে আরও পরে। ডাক্তার, জানালাটা সামান্য ফাঁক করে সাবধানে দেখত রাস্তায় কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা?

ওয়াটসন গুটিগুটি জানালার কাছে গিয়ে খুবই সন্তর্পণে এক পলক বাইরে উকি দিয়ে গলা নামিয়ে বলল—হ্যাঁ, ষণ্ডামার্কা। একজন এদিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

—নির্ঘাৎ সেটা শ্যাম। মাথামোটা শ্যামকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে শয়তানটা আমার বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে। এবার বিলিকে লক্ষ্য করে বলল—আমি কলিং বেল টিপলেই আগন্তুককে আমার সামনে হাজির করবে। আর আমাকে না দেখলেও তাকে নিয়ে ভেতরে এনে বসাবি।

বিলি অভিবাদন সেরে বলল—ঠিক আছে স্যার।

ডাক্তার ওয়াটসন বললেন—হোমস আমি কিন্তু গতিক বড় একটা সুবিধের মনে করছিনা। লোকটা সুযোগ পেলে হয়ত তোমাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না। তার উদ্দেশ্যও হয়ত তাই। তাই আমি তোমার সঙ্গ ছাড়তে চাইছি না। অবশ্য—

—কিন্তু তোমার উপস্থিতি কাজে বিঘ্ন ঘটাবে। আমার না, শয়তানটার কাজে। এক কাজ কর ডাক্তার, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে সি, আই, ডি, ইউ থলকে এই চিঠিটা দেবে। ফিরে আসার সময় সঙ্গে করে পুলিশ নিয়ে আসবে।

ডাক্তার ওয়াটসন তার কথায় সম্মতি জানাল।

হোমস কলিং বেলের বোতামে আঙুল রেখে বলল—

শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে আমরা গা-ঢাকা দেব। শয়তানটা আমাকে দেখার আগেই তাকে আমার দেখতে হবে ওয়াটসন। তুমি ত ভালই জান, সে রকম ব্যবস্থা আমার করাই আছে, কি বল।

কলিং বেল টিপেই হোমস ডাক্তার ওয়াটসনকে নিয়ে দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল। পরমুহূর্তেই প্রখ্যাত শিকারী ও খেলোয়াড় ঘরে ঢুকে এল। মোটাসোটা চেহারা, চওড়া চোয়ালযুক্ত বিশাল মুখ, বিড়ালের লেজের মত লম্বা একজোড়া গোঁফ, পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকা ও লম্বাটে নাক। লোকটার সুদৃশ্য ও মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত। পিছনের দরজাটা বন্ধ হওয়ামাত্র ধুর্ত শেয়ালের মত সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। এমন একটা আতঙ্কের ছাপ তার চোখে-মুখে ফুটে

উঠেছে, যেন ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। আচমকা বৃদ্ধার সাজটা চোখে পড়তেই হঠাৎ সে বাঘ দেখার মত আৎকে উঠল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটিয়ে নিল। পরমুহূর্তেই শয়তানটা যেন হঠাৎ আশান্বিত হয়ে উঠল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ঘরের সর্বত্র আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ধারে কাছে দ্বিতীয় কোন লোক আছে কিনা ছাতের মোটা লাঠিটা শক্ত করে বাগিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। নিশ্চল নিথর মুতিটার দিকে এগিয়ে গিয়ে লাঠি দিয়ে ওটার গায়ে আঘাত হানতে উদ্যত হল। এমন সময় ব্যাঙের স্বরে অদৃশ্য কণ্ঠ উচ্চারণ করল—কাউন্‌ট, ওটাকে ভেঙ্গে কোন লাভ নেই। অহেতুক ভাঙ্গবেন না।

ঘাতক সচকিত হয়ে সরে গেল। বিস্ময়ভরা চোখে চারিদিকে তাকাল। হাতের বোতলটাকে মাথার উপরে তুলে শত্রুকে আঘাত হানার জন্য তৈরী হয়ে পড়ল।

কাউনটের মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল।

মুচকি হেসে হোমস ঘরে ঢুকে বলল—চমৎকার মূর্তি। ফরাসী শিল্পী তাভেনিয়র-এর সৃষ্টি। আপনার দোসর ষ্ট্রবেজী যেমন এয়ার-গান তৈরীর কাজে দক্ষ, তিনিও মোসের মূর্তি তৈরী করতে অদ্বিতীয়।

চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে কাউন্‌ট বললেন—

—এয়ার গান? সে কী মশাই।

—অনুগ্রহ করে ঐ চেয়ারটায় বসুন। টুপি আর লাঠিটা টেবিলে রেখে দিন। আপনার পিস্তলটাও বের করে রাখুন। আগন্তুক কাউন্‌ট চেয়ারে বসে বললেন—আপনার সঙ্গে ক'টা জরুরী কথা ছিল। ধৈর্য ধরে শোনো আনন্দিত হব। আপনাকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছি, মেনে নিচ্ছি।

আমি আগেই এরকম আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু এরকম কাজের কারণ কি, জানতে পারি?

—কারণ একটাই, আপনি আমার পিছনে বিচ্ছুর মত লেগেছেন। আপনার সাকরেদদের আমার বিরুদ্ধে—

—আমার সাকরেদ? মিথ্যা কথা! ডাহা মিথ্যে কথা মশাই!

—মিথ্যা বলছি? আমি স্পষ্ট করে লক্ষ্য করছি, দুজন লোক আমার পিছনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে। আপনি বললেন বাজে কথা।

—অবশ্যই। আমি আপনার পিছনে লোক লেলিয়ে দিয়েছি, সম্পূর্ণ বাজে কথা।

—মিঃ হোমস, আপনার মত অন্যান্য কয়েকজনও আপনারই মত দৃষ্টি নিয়ে আমার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়। এক তিলও মিথ্যে বলছি নে। গতকাল এক বৃদ্ধ শিকারী, আজ এক বৃদ্ধা জোঁকের মত আমার পিছনে লেগেছিল, গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে।'

—আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা, জানি না কাউন্ট। কিন্তু তবু আমি বলব, আপনার পিছনে আমি লোক লাগিয়েছি, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আর ঐ বুড়ো শিকারী আর বৃদ্ধার ব্যাপারটা? সত্য বলতে কি আপনি কিন্তু পরোক্ষভাবে আমার সুখ্যাতিই করলেন

কাউন্ট কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটি ভাঁজ এঁকে বিস্ময়-ভরা চোখে হোমস-এর দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বললেন—'আপনি? মিঃ হোমস, আপনি নিজে—'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হোমস মুচকি হেসে বলল—'হ্যাঁ। নিজের চোখকে ত আর অবিশ্বাস করতে পারবেন না কাউন্ট। মিনরিজে ঐ ছাতাটা আপনি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে?'

কাউন্টের চোখে-মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন—'আঃ কি ভুলই না করেছিলাম। দিঘুণাক্ষরেও টের পেতাম তবে আর সেদিন আপনার পক্ষে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হ'ত না, এই ত? তাঁর মুখের কথা, কেড়ে নিয়ে হোমস বলল।

'আপনি যদি আমার ছদ্মবেশের ব্যাপারটা সেদিন ধরতে পারতেন তবে আমি আর আমার এ-ছোট্ট বাড়িটাকে চোখে দেখতে পেতাম না কোনদিন, তাই না কাউনট? আমি যে তা জানতাম না তা নয়। একটা কথা কি জানেন কাউনট, সুযোগ হাতছাড়া হলে আমরা এমনি আক্ষেপ করে থাকি। মোদ্দা কথা হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি বলেই ত আজ এখানে বসে আমাদের কথা বলা সম্ভব হচ্ছে।'

কাউন্‌ট কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। পরিষ্কার বুঝা গেল, অনুশোচনার জ্বালায় তিনি ভেতরে-ভেতরে দগ্ধে মরছেন। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'মিঃ হোমস ভাবছি—।

'—কি? কি ভাবছেন কাউন্‌ট?

—'ভাবছি, আপনার কথায় ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়েছে, দেখছি!'

'জটিল? কিভাবে জটিল হ'ল, বুঝলাম না ত?'

'—জটিল হল না, বলছেন কি মশাই! আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আপনার নিযুক্ত লোকই আমার পিছন নিয়েছে।'

হোমস মুচকি হাসল।

কাউন্‌ট বলে চললেন—'কিন্তু আপনার কথায় যারপরনাই অবাক হচ্ছি। আপনার লোক নয়, আপনি নিজেই—।

'—হ্যাঁ, আমি নিজেই আপনার পিছন নিয়েছি।

'—আপনি ত দেখছি মশাই একজন পাকা অভিনেতা!

—'হ্যাঁ, প্রয়োজনের তাগিদে একটু আধটু অভিনয় ত করতেই হয়।'

—'আপনি মেনে নিলেন, তবে আমার পিছনে ঘুরঘুর করে চলেছেন। কিন্তু কেন, বলুন ত?'

'—ঐ যে বললাম, প্রয়োজনের তাগিয়ে।'

'—প্রয়োজনের তাগিদে? কিসের প্রয়োজন? কোন স্বার্থে আমার পিছনে জোঁকের মত লেগেছেন, জানতে পারি?'

হোমস সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর কথার জবাব দিল—'আচ্ছা মিঃ কাউন্ট আলজিরিয়াতে আপনি ত সিংহ শিকার করতেন, তাই না?'

এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শুনে কাউনট হকচকিয়ে গিয়ে বললেন—'হঠাৎ এ-কথা উঠছে কেন?

'—আমি শুধুমাত্র জানতে চাইছি, কেন সিংহ শিকারে উৎসাহী হতেন?'

'—কেন আবার, ভাল লাগে বলে।'

'—শুধু তাই?'

'মনে করতে পারেন, খেলাচ্ছলে—।

'শুধুই কি খেলাচ্ছলে?'

আমতা-আমতা করে কাউন্ট বললেন—'হঁ্যা। আর বিপদের হাত থেকে নরখাদ কটাকে—'

'—ওটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য।'

'—বলতে চাইছেন, একটা আপদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে, এত ত?'

'হ্যাঁ। অনেকটা এরকমই বটে।'

'—আর আমি কেন আপনার পিছনে জোঁকের মত লেগে রয়েছি, জানতে চাইচ্ছেন।'

—অবশ্যই।

কেন আমি প্রতিনিয়ত আপনার পিছনে লেগে রয়েছি, এই ত?'

কাউনট নীরবে ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

হোমস এবার বলল—'আমার উদ্দেশ্য ঠিক একই কাউনট। আপনার মত একজন দুষ্কৃতকারীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যই

আমি প্রতিনিয়ত ছটপট করে বেড়াচ্ছি। আরও পরিষ্কার করে বললে, পৃথিবীর একটা শয়তানকে যদি সরাতে পারি আমার প্রয়াস সার্থক বিবেচনা করব।'

কাউন্‌ট যন্ত্রচালিতের মত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখের পলকে ডান হাতটাকে প্যানটের পিছনের পকেটে চালিয়ে দিলেন।

ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপাত্মক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে হোমস বলল—'আরে করছেন কি মশাই! মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। বৃথা চেষ্টার ফলে সর্বদা যে কাজই পণ্ড হয় তা নয়, নিজের বিপদও ত্বরান্বিত হয়। তার চেয়ে বরং শান্ত ছেলের মত বসে পড়ুন।

কাউন্‌ট হতাশদৃষ্টিতে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললেন—'আরে শমাই, ছটফট্ করে লাভ নেই। হা বলছিলাম, কেন আমি আপনার পিছন ছাড়ছি না, আরও কারণ আছে।'

কউন্‌ট বজ্রাহতের মত হোমস-এর মুখের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে চেয়ারটাতে বসে পড়লেন।

হোমস এবার বেশ একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—'কাউন্‌ট, ঐ হলুদ হীরেটা আমাকে যে পেতেই হবে। যতক্ষণ না ওটা আমি হাতের মুঠোয় না পাচ্ছি, ততক্ষণ আপনার পিছন ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

'কাউন্‌টের মুখে ক্রুর হাসির ছোপ ফুটে উঠল। কেমন যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুখ বিকৃত করে বললেন— 'তাই নাকি? হলুদ হীরে—'

'হ্যাঁ, হলুদ হীরেটা আমার চাই-ই।'

'—কি—'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হোমস বলল—'আপনার ত অজানা নয় কাউন্‌ট, হীরেটার জন্যই আমি আপনার পিছনে ঘুর-ঘুর করছি।'

কাউন্‌ট মুখ বিকৃত করে আবার ম্লান হাসলেন।

হোমস বলে চলল—'কাউন্‌ট আজ রাত্রে আপনি যে এখানে হাজির হয়েছেন তার প্রকৃত কারণ জানতে আপনি আগ্রহী ছিলেন। শুধুমাত্র আগ্রহীই নয়, আপনি সরাসরি জানতে চেয়ে ছিলেন, এ সম্বন্ধে আমি কতখানি জানি আর আমাকে সরিয়ে দেয়া কতখানি দরকার।

কাউন্‌ট নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে এবার বলল—'আমাকে সরিয়ে দেয়া কতখানি দরকার হয়ে পড়েছে যদি বলা যায়, আমি বলব, আপনার দিক থেকে সেটা একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু কেন, তাই না?'

কাউন্‌ট জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে নীরবে ঘাড় কাৎ করলেন।

হোমস বলল—'হ্যাঁ, আমাকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কেন? বলছি শুনুন, কারণ এ-ব্যাপারে আপনার সব কিছু আমার নখদর্পণে। তবে হ্যাঁ, একটা মাত্র ব্যাপার এখনও আমার অজানা রয়ে গেছে।'

'—কি? কোন ব্যাপার? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন, দয়া করে বলবেন কি?'

মুখে বিদ্রুপাত্মক হাসি ফুটিয়ে হোমস বলল—'কি সে ব্যাপার, তাই না?'

'হ্যাঁ, সে অকথিত ব্যাপারটাই ত জানতে চাচ্ছি মশাই।'

'—কাউন্‌ট, বলুন ত, রাজমুকুটের সে হলুদ হীরেটা এখন কোথায় আছে?'

কাউন্‌টের মুখে শয়তানের হাসি ফুটে উঠল। কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বললেন—'বুঝলাম, একথা জানতে চাইছেন?'

'—হ্যাঁ, একটামাত্রই জিজ্ঞাস্য আমার কাউন্‌ট।'

—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে কাউন্‌ট বললেন। কি যে বলেন মশাই, আমি তা জানাব কি করে?

—আপনি জানেন, অবশ্যই জানেন।

—কি করে জানাব? যা আমি নিজেই জানি না তা আপনাকে বলব কি করে বলুন ত মশাই?

—আমি জানি, শুধু জানি না, নিঃসন্দেহ অবশ্যই বলতে পারবেন।

—কি করে যে আপনার মনে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা—

—দেখুন কাউন্‌ট আমি নিঃসন্দেহ নিখোঁজ হীরেটার খোঁজ আপনার কাছে আছে। আর তা আমার কাছে প্রকাশ করতেই হবে।

—তাই নাকি?

হোমস এবার একটু বেশ কড়া স্বরেই বলল—কাউন্‌ট।

—বলুন।

—আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা করবেন না। নিশ্চিন্ত জানবেন, আমার কাছে সত্য গোপন করার চেষ্টা করে সুবিধা হবে না।

কাউন্‌ট স্বাভাবিক স্বরেই বললেন—আপনি কি বলতে চাইছেন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না! কার দোষ কার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন, ভাল করে ভেবে দেখুন মিঃ হোমস।

আমার ভাবনা চিন্তা অনেক আগেই সেরে ফেলেছি কাউন্‌ট। এখন যা জানতে চাইছি, সাফ-সাফ জবাব দিন।

—আমি তবু বলব আর একটু ভাবুন। হীরের ব্যাপারে আমাকে শুধু-শুধু জড়ানো ঠিক হচ্ছে কিনা, দয়া করে আর একবার ভেবে দেখুন।

—আমি ত অনেক আগেই বলেছি কাউন্‌ট, ভাল করে ভেবে তবেই আপনার সঙ্গে কথা বলছি।

—কি জানি মশাই, আপনার এরকম অদ্ভুত ভাবনার কোন যুক্তিই আমার মাথায় আসছে না?

হোমস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাউন্টের মুখের দিকে তাকাল। তার চোখের তারা দুটো সঙ্কুচিত হয়ে এল। দু'টুকরো ইস্পাতের গুলি যেন তার চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

কাউনট অপলক চোখে হোমস-এর চোখ-মুখের পরিবর্তনটু লক্ষ্য করতে লাগলাম।

হোমস বিদ্রুপাত্মক স্বরে উচ্চারণ করল—কাউনট, আপনি একজন ধূর্ত্ত শেয়াল। না, ঠিক বললাম। কাঁচের মত স্বচ্ছ, আপনার দেহটা।

—কি বললেন?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। কাঁচের মত স্বচ্ছ। আর আমার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আপনার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছে। সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

মুখের কৃত্রিম হাসি রেখা ফুটিয়ে তুলে কাউনট বললেন—তবে ত কোন সমস্যাই নেই মশাই।

যেমন—?

—যদি সত্য সত্যই আপনি অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান তবে ত হীরেটা কোথায় আছে তাও অনায়াসে খুঁজে নিতে পারেন মশাই। শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করছেন কেন? অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন হীরেটা কোথায় আছে।

কাউন্টের কথা শেষ হতে না হতেই হোমস উচ্ছ্বসিত আবেগে করতালি দিয়ে উঠল।

কাউন্ট হোমসের আকস্মিক আচরণে কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠলেন—কি ব্যাপার আপনার মধ্যে হঠাৎ এত উচ্ছ্বাস! বেফাস কিছু বলে ফেললাম নাকি মশাই?

হোমস চোখে-মুখে বিদ্রুপের ছাপ ফুটিয়ে তুলে বলল—আপনার কথার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে, হীরেটা কোথায় সত্য আপনি জানেন।

মুখে কৃত্রিম হাসির ছাপ ফুটিয়ে কাউন্ট বললেন—

—তাই নাকি ?

—অবশ্যই। আপনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন।

—বাজে কথা।

—বাজে কথা ? কোনটা বাজে কথা ?

—ঐ যে বললেন আমি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছি হীরেটা কোথায় আছে তা জানি।

—করছেনই ত।

—না কিছুই আমি স্বীকার করিনি। আমি যা জানিনা তা স্বীকার করব কিভাবে !

—কাউন্ট, একটা কথা জানবেন—

—কি ? কি কথা ?

—ব্যাপার হচ্ছে, সোজা কথা আমি ভাল বুঝি।

—আপনার সোজা কথাটা আমি কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।

—জানি না, বুঝেও না বুঝার ভান করছেন কিনা। যদি সত্যই না বুঝে থাকেন শুনুন, আপনি যদি সত্যই বুদ্ধিবান হয়ে থাকেন লেনদেনের কথাটা মিটিয়ে ফেলুন কত হলে কি হলে—

—আমাকে কি বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন মিঃ হোমস ?

—বাজিয়ে দেখার আর কি থাকতে পারে, বুঝছি না কাউন্ট। ব্যাপারটা যখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, হীরেটার খোঁজ জানেন তখন আর এসব কথা ত ওঠেই না। আমি সরাসরিই প্রস্তাব দিচ্ছি, কত পেলে আপনি হীরেটা আমার হাতে তুলে দিতে পারেন, মন খোলসা করে বলে ফেলুন। এবার বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই

বলল—কাউনট আমার সঙ্গে যদি ফয়সালা না-ই করেন তবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনাকে আঘাত পেতে হবে, মনে যেন থাকে।

হোমস-এর কথায় কাউনট সিলভিয়ুস হতাশ দৃষ্টিতে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুকনো গলায় উচ্চারণ করলেন—'আপনি বলছেন, আমি আপনাকে ধাপ্পা দিচ্ছি? অর্থাৎ সব জেনে শুনেও ব্যাপারটা গোপন করছি, এই ত?'

হোমস-এর মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। কপালের চামড়ায় পর পর তিন-চারটে ভাঁজ ফেলে কাউনটের দিকে তাকাল। পাকা যোদ্ধা শেষ অস্ত্রটা ছোঁড়ার আগে সেদৃষ্টিতে তার শত্রুর দিকে তাকায় ঠিক তেমনি অর্থ-পুর্ণ দৃষ্টিতে হোমস কাউনটের দিকে তাকাল। তারপর টেবিলের ড্রয়ারটা হেঁচকা টানে খুলে ফেলল। কাউনটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেহ ভেতর থেকে ছোট্ট একটা নোটবই বের করল।

কাউনট আঁড় চোখে মুহূর্তের জন্য হোমস এর হাতের নোটবইটার দিকে তাকালেন। পর মুহূর্তেহ আবার তেমনি উদাস দৃষ্টিতে ঘরের ছাদের দিকে চোখ ফেরালেন। তাঁর চোখের মাণ-দুটো চঞ্চল হয়ে উঠল। এবার ভারী গলায় উচ্চারণ করল—,কাউনট—

কাউনট সিলাভয়ুস দৃষ্টি ফিরিয়ে হোমস-এর দিকে তাকালেন। ছোট্ট করে বললেন—'বলুন মিঃ হোমস কি বলতে চাহছেন?'

'—এটা দেখতে পাচ্ছেন?'

'—দেখতে পাওয়ার কি আছে? আপনার হাতে একটা নোট-বই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

'—এটাতে কি আছে, জানেন কি?'

'—না। আমি তা জানব কি করে?'

'—একটু বুদ্ধি খরচ করলেহ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অবশ্যই অনুমান করতে পারবেন কাউন্‌টা।'

'—প্রয়োজন মনে করি না।'

'—তাহ নাকি?'

'—তাছাড়া কি। আপনার নোটবইয়ে কি লিখে রেখেছেন তা আমি জানব কি করে? আর জানার চেষ্টাই বা কেন করতে যাব, তা-ও ত বুঝছি না।'

'—প্রয়োজন অবশ্যই আছে। প্রয়োজন যে আছে তা-ও আপনি ভালই বুঝছেন কাউনট। মুখে প্রকাশ না করলেও আপনার মধ্যে সে আগ্রহের সঞ্চার হচ্ছে তা আপনার চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছে।'

'—কি বলতে চাইছেন, খুলে বলুন।'

'—শুনুন তবে, এ-নোটবইয়ের পাতায় আপনাকে ধরে রেখেছি কাউনট।'

'—কী যা তা বলছেন।'

'—ঠিকই বলছি।'

'—আপনাকে এর মধ্যে, মানে সম্বন্ধে কোন তথ্য এর মধ্যে লেখা রয়েছে?'

'—মনে করতে পারেন, এর মধ্যে যা কিছু লেখা রয়েছে পুরোটাই আপনার সম্পর্কে।'

'—যেমন?'

'—যেমন আপনি সেখানে, যা কিছু ভয়াবহ ও বিপজ্জনক কাজ করেছেন, সবই বিস্তারিতভাবে এর মধ্যে লেখা রয়েছে। কাউনট বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন—'মিঃ হোমস, আপনি কিন্তু আমাকে ধৈর্যচ্যুত ঘটাতে বাধ্য করছেন!'

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমায় হেসে হোমস বলল 'তাই নাকি?'

'—অবশ্যই ভুলে যাবেন না, আমি একজন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। আমার ও ধৈর্যের সীমা রয়েছে। আমি এখনও বলছি, রসনা সংযত করে করে কথা বলুন মিঃ হোমস!'

হোমস পূর্ব ভঙ্গিমায় হেসে বলল—'তবে তা-ই মনে করুন, আপনার সম্পর্কে কিছু বাজে কথাই এতে লেখা রয়েছে।"

'—যেমন ?'

'—যেমন ধরুন, বৃদ্ধা মিসেস হ্যারল্ড-মৃত্যুর কাহিনী।

'—থামুন !' কাঁপা-কাঁপা গলায় কাউনটন গর্জে উঠলেন।

'—আমাকে থামিয়ে দিলেই ত আর এর লেখাগুলো মুছে যাবে না কাউনট। ধৈর্য ধরে শুনুন, এতে আর কি কি লেখা রয়েছে। মিসেস হেরল্ড-এর কাছ থেকে আপনি কি করে তাঁর জমিদারিটা হাতিয়ে নিয়েছেন তা-ও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা রয়েছে এতে। মানে আপনার ব্লাইমার-এর জমিদারির কথা বলতে চাইছি, আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

কাউনট কৃত্রিম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বললেন—'এসব বাজে কথা সে কোত্থেকে পেলেন, ভেবে পাচ্ছিনে।' '—হ্যাঁ, এরকম আরও কিছু বাজে তথ্য এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। যেমন ধরুন, জমিদারি হাতালে ও বেশীদিন রাখতে পারেন নি। জুয়ার আড্ডায় দু'দিনেই ফুঁকে দিয়েছেন। এরকম আরও কতসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা—।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাউনটন বলে উঠলেন—'কে যে আমার সম্বন্ধে এমন সব আজগুবি তথ্য সরবরাহ করল, ভেবে পাচ্ছি নে ? নাকি আপনি জেগে স্বপ্ন দেখছেন, তা-ও বুঝছি নে !'

'—আরে মশাই, এসব কথা পরে হবে। এখন ধৈর্যধরে শুনুন, এতে আর কি—কি লেখা রয়েছে। মিস মিনি ওয়ারেণ্ডার-এর সম্পূর্ণ ইতিহাস এর মধ্যে পেয়ে যাবেন।'

'—থাকলই বা। এসব দিয়ে আপনি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাচ্ছেন মশাই ? এসব দিয়ে কিছু করতে পারবেন বলে মনে করেন আপনি ?'

'—সে না হয় পরে ভেবে দেখা যাবে।'

'—আমি নিঃসন্দেহ, আমার কেসাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেন না।' হোমস মুচকি হাসল। তার কাউনটের কথায় কোন জবাব না দিয়ে

বলতে লাগল—'কাউনট, এ-ই শেষ নয়। আরও অনেক আছে এক এক করে করে বলছি, শুনুন। তেরই ফেব্রুয়ারী, আঠার শ' বিরানব্বই সালে রিভিয়েরা গামী ভিলুন্ন ট্রেনে ডাকাতির বিস্তারিত কাহিনীও এর পাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে। আরও আছে কাউনট। সে বছরই আপনি ক্রেডিট লিয়োনামিস ব্যাঙ্কের ওপরে জাল চেক কেটে—'

কাউনট গর্জে উঠলেন—'চুপ করুন মশাই। যতসব বাজে কথা নিয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর জুড়ে দিয়েছেন দেখছি। এটা একেবারে ডাঁহা মিথ্যা, কথা।'

'—এটা মিথ্যা কথা? আপনি তবে বলতে চাচ্ছেন, জাল-চেকের ব্যাপারটা মিথ্যা?'

'—অবশ্যই! এটা কেন, সবই মিথ্যা কথা!'

মুচকি হেসে হোমস বল্‌ল—'এটা মিথ্যা? তবে বাকী যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছি সেগুলো সব সত্যি, তাইত?'

কাউনটের মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

হোমস ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে এবার বল্‌ল—'আরও আছে কাউনট। এত তাড়াতাড়ি ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে কেন? তারপর আর কি আছে শুনুন, আপনি একজন বাস্তু ঘু-ঘু!'

'—মিঃ হোমস, আপনি যে হলুদ হীরের কথা বলছিলেন, তার সঙ্গে এসব ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে, বুঝছি না—!'

'—কাউনট, ধৈর্য ধরুন। দয়া করে ধৈর্য ধরুন। দেখবেন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে'

'—বলছেন, হীরের ব্যাপারটা—'

'—হ্যাঁ, এসবের সঙ্গে হীরের কি সম্পর্ক পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারছি, আপনি কৌতূহলের শিকার হয়ে পড়েছেন। আমার ছকবাঁধা পদ্ধতি ধরেই আমি লক্ষে পৌঁছচ্ছি। চেষ্টা করছি, হীরের ব্যাপারটার কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে যাতে হাজির হতে পারি।

যাক, যেকথা বলতে চাচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে এরকম আরও অনেক-গুলো কেস নখদর্পনে।'

কাউনট নীরব রইলেন।

হোমস বলে চলল—'যে-সব কেসের কথা বললাম, তাছাড়া আছে রাজমুকুটের বহুমূল্য হলুদ হীরের ব্যাপারটা। 'এর 'সঙ্গে অবশ্য আপনার সহযোগীরাও জড়িত রয়েছে। এটা আপনার এক দুর্ধর্ষ কীর্তি মশাই!

'—তাই নাকি?'

'—অবশ্যই। এমন কৌশলে কাজটা হাসিল করেছেন যে, আমার মত রহস্য সন্ধানীকেও ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছেন মশাই।'

কাউনট ম্লান হাসলেন।

হোমস বলল—সে-কচোয়ান গাড়ী চালিয়ে আপনাকে হোয়াইট হলে পৌঁছে দিয়েছিল আবার সেখান থেকে নিয়ে এসেছিল, তার কথা আশা করি মনে আছে?'

কাউনট নীরব দৃষ্টিতে হোমস-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস মুচকি হেসে বলল—'এবার বলছি শুনুন, আপনার সে কচোয়ান এখন আমার হেফাজতে আছে। ঘাবড়াবেন না, আরও আছে কাউনট।'

'—তাই নাকি?'

'—হ্যাঁ। কমিশনার ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন তিনি এখন আমারই হাতে।'

'—আর?'

'—আর আইকি সেণ্ডার্স ও আজ আমারই হাতের মুঠোয়। চিনতে পেয়েছেন একে?'

কাউনট ফ্যাল ফ্যাল করে হোমস-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস হেসে বলল—'আরে মশাই, আইকি সেগুাস'কে চিনতে না পারার ত কথা নয়। যে লোকটি আপনার আদেশে হীরেটা কেটে দিতে রাজী হয় নি। সে কিন্তু আমার কাছে আপনার কুকীর্তির কথা সব গড়গড় করে বলে দিয়েছে। এবার বলুন ত মশাই, এরপরও কি আপনি আমাকে লেজে খেলাতে আগ্রহী?'

কাউনটের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠল। তিনি কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে অলসভাবে ঘাম মুছে আবার রুমালটা পকেটে গুঁজে দিলেন। উত্তেজনায় তাঁর সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। ডান হাতটা সাজোরে মুষ্টিবদ্ধ করলেন: অন্যমনস্কভাবেই তিনি এমনটা করছেন, বুঝা গেল। কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন সজোরে তাঁর কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। অসহায় দৃষ্টি মেলে তিনি হোমস-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস এবার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। দু' পা সরে টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মুচকি হেসে বলল—'কাউনট শুনুন, আমার হাতে এক সেট তাস রয়েছে। এই যে এক সেট তাস।

'—বুঝলাম, এক সেট তাস রয়েছে। এতে কি বুঝাতে চাইছেন?'

'—সব তাস আমি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলাম। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

কাউনট জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হোমস-এর মুখের দিকে তাকালেন।

হোমস ব'লে চলল—'সমস্যাটা হচ্ছে, এদের মধ্যে একটা তাস কোথায় হারিয়ে গেছে, পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা কি জানেন কাউনট?

'—তাস আপনার হাতে থাকলে আমার পক্ষে তা কি করে জানা সম্ভব হবে, কোনটা পাওয়া যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, এটা অবশ্য সঙ্গ ত কথাই বটে। শুনুন তবে, হারিয়ে যাওয়া তাসটা হচ্ছে, 'হীরের রাজা।'

'—হীরের রাজা।' কাউনট সবিস্ময়ে বললেন।

'—হ্যাঁ, হীরের রাজা। সে রত্নটা কোথায় আছে আমার জানা নেই।'

কাউন্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বললে—'অসম্ভব। আপনার পক্ষে কোন-দিনই তা জানা সম্ভব হবে না।'

'—কোনদিনই সম্ভব হবে না?'

অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে কাউনন্ট বললেন—'না। কোনদিনই সম্ভব হবে না।'

'—আমার কথা শুনুন কাউন্ট। অবস্থাটা একবারটি গভীরভাবে ভেবে দেখুন। আপনার হাতে হাতকড়া পড়বে।'

কাউনট চমকে উঠে বললেন—'হাতকড়া!'

'—হ্যাঁ, হাতকড়া। আর হাতকড়া পড়ে বিশ বছরের জন্য জেলে ঢুকতে হবে আপনাকে।'

'আপনি ভুলের স্বর্গে বাস করছেন হোমস। আপনার পক্ষে কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না, হীরেটা কোথায় আছে, কার কাছে আছে।'

'সম্ভব হবে না?'

'না। বললামই ত, কোনদিনই সম্ভব হবে না।'

বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় হেসে হোমস বলল, 'আমার কথা শুনুন কাউনট। অবস্থাটা একবারটি ভেবে দেখুন। আমি নিশ্চিত, বিশ বছরের জন্য আপনার হাতে হাতকড়া পড়বে। আর শ্যাম মাটন-এর—'

হোমস-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাউনট বলে উঠলেন, 'শ্যাম মাটন-এর?'

'হ্যাঁ, শ্যাম মাটন-এর মানে আপনার সাকরেদের কথা বলছি। তার ও একই গতি হবে।'

কাউনট নির্বাক রইলেন।

হোমস এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কাউনটের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—কাউন্ট, তবেই ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। আপনাদের উত্তরকেই যদি বিশ বছর জেলখানায় বিশটা বছর পঁচতে হয় হবে ঐ বহুমূল্য হীরে আপনার কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে? সোজা-কথায়, কোন কাজে লাগবে বলতে পারেন?'

কাউনট নিরুত্তর। পুতুলের মত ক্যাল ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'চুপ করে থাকবেন না কাউনট। বলুন ঐ হীরেটা তবে আপনার কোন কাজে লাগবে?' কাউনটকে তবু নিরুত্তর দেখে এবার হোমস বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—'আমার মত ব্যক্ত করছি শুনুন—হীরেটা আপনার বা আপনার সাকরেদ শ্যাম মার্টন—এর কোন উপকারেই লাগবে না। কিন্তু হীরেটা যদি আমার হাতে তুলে দেন—কথা দিচ্ছি, ব্যাপারটা আপোষে মিটে যাবে। আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন, আপনার গায়ে কাঁটার আঁচরটিও লাগবে না। কারণ, আপনাকে বা শ্যাম মার্টন'কে আমাদের আর দরকার নেই। এটা ত সাধারণ কথা, কাজ যদি এমনিতেই মিটে যায় তবে আর আপনাকে অহেতুক টানা-হেঁচড়া করে লাভ কি? আমাদের একমাত্র কাম্য হলুদ হীরেটা।'

কাউনটের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল হোমস এবার বেশ নরম সুরেই বলল—'কাউনট, অহেতুক নিজের চরমতম বিপদ ডেকে আনবেন না। হীরেটা আমার হাতে তুলে দিন। ব্যাস, তবেই আমার দিক থেকে আপনি অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছেন। মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে এবার বলল, 'অবশ্য যতদিন না আর এরকম কোন ঘটনা ঘটাবেন। তারপরও যদি আপনার দুর্মতি হয় তবে মনে রাখবেন, সেটাই শেষ কথা হবে। এবার কিন্তু আমি আপনাকে চাচ্ছি না, আমার একমাত্র লক্ষ হীরেটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া।'

শুষ্ক ভাঙা-ভাঙা গলায় কাউনট বললেন, 'আমি স্বীকার না করলে ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হোমস বলল, 'যদি নেহাৎই সেরকম কিছু আমাকে করতে বাধ্য করেন তবে আমাকেও অবশ্য অন্য পথই অবলম্বন করতে হবে। তখন কিন্তু আমার লক্ষ্য থাকবে আপনাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া, আর হীরেটা নয়। এখনও সময় আছে, ভেবে দেখুন কাউনট, কোন পথ বেছে নেবেন ?'

কাউনটকে নিরুত্তর দেখে হোমস কলিং-বেল বাজাল। ঘন্টাধ্বনি শুনে তার বালক-ভৃত্য হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

হোমস এবার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা বজায় রেখে বলল, 'কাউনট, ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়ত ঠিক হচ্ছে না।'

'তবে ?'

'আমার মনে হয় আপনার সাকরেদ শ্যাম মার্টিকেও আমাদের এ-আলোচনার মাঝখানে রাখা দরকার। আপনি কি বলেন ?'

'কেন ? তার উপস্থিতি কেন—'

'মানে তার স্বার্থের কথাওত আমাদের ভেবে দেখতে হবে।'

হোমস এবার বিলি'র দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'বিলি, তুমি একবার সদর-দরজার বাইরে থেকে সরে আস।'

'কি করতে হবে স্যার ?'

'দরজার কাছে বিশালদেহী এক সুদর্শন লোককে দেখতে পাবে,

'তারপর ?'

'তাঁকে বলবে যেন একবারটি ভিতরে আসেন।'

ঠিক আছে স্যার, আমি এক্ষণি তাঁকে ডেকে আনছি। বিলি ব্যস্ত-পায়ে দরজার কাছে গেলে হোমস তাঁকে বলল, 'বিলি, একটা কথা।

বিলি ঘাড় ঘুরিয়ে মনিবের দিকে তাকাল।

হোমস বলল, 'বিলি, নিজে থেকে যদি আসেন, ভাল নইলে জোর জুলুম করবে না কিন্তু। আর কোনরকম খারাপ আচরণও করবে না।

অর্থাৎ অসম্মানজনক কোন কথা বা আচরণই করবে না, মনে থাকে যেন। মুহূর্তকাল ভেবে বলল—'ঠিক আছে, তুমি বরং এক কাজ কর। ভদ্রলোককে গিয়ে বলবে, কাউনট সিলভিয়ুস তাঁকে ডাকছেন। ব্যস আর কিছু না তবেই তিনি চলে আসবেন, আশা করা যাচ্ছে।'

যথোচিত সম্ভাষণ সেরে বিলি প্রস্থান করল।

কাউনট এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হোমস-এর মুখের দিকে তাকিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন—'আপনার কি ইচ্ছা, খোলসা করে বলুন ত মশাই ?'

মুচ কি হেসে হোমস বলল—'দেখুন, কয়েক মিনিট আগে আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ওয়াটসন এখানে ছিল। তার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। বিরাট একটা হাঙর জালে আটকা পড়েছে, একটা তিমিও সঙ্গে রয়েছে। জাল গুটিয়ে প্রায় ডাঙায় তুলে এনেছি। এবার শুধুমাত্র হেঁচকা টানে ওপরে তুলে আনতে যেটুকু বাকী।'

কাউন্‌ট ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন—'তাই নাকি ? হেঁচকা টানে ওপরে তুলে আনার সাধ হচ্ছে ?'

ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে ছাঁই ঝাঁড়তে-ঝাঁড়তে হোমস স্বাভাবিক স্বরেই কথাটা ছুঁড়ে দিল—'হ্যাঁ, ডাক্তার ওয়াটসনকে একথাই ত বলেছিলাম।'

কাউন্‌ট নির্বাক। নির্বিকার মোটেই নন। চেয়ারটা আলতো ক'রে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে ডান হাতটা পিছনে নিলেন।

হোমস তার গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। কাউন্‌কে হাত পিছনে নিতে দেখে হোমসও তার গাউনের ফাঁক দিয়ে অর্ধেক বেরিয়ে থাকা একটা বস্তুর দিকে ডান হাতটাকে দ্রুত চালিয়ে দিল। শক্ত করে ধরল সেটাকে।

কাউন্‌ট ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় কেটে কেটে বললেন—'মিঃ হোমস।'

হোমস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

কাউন্ট বললেন—'মনে রাখবেন বিছানা আশ্রয় করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সৌভাগ্য নিয়ে আপনি জন্মান নি, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

হোমস তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—'আপনি আর নতুন কথা কি বলছেন কাউন্ট! আমিও প্রায়ই এ-কথা ভাবি। বলুন ত, তা নিয়ে ভাবনার কিছু আছে কি?

কাউন্টের মুখে বিদ্রুপের ছাপ।

হোমস তেমনি তাচ্ছিল্যভরে ব'লে চলল—'একটা কথা কি জানেন কাউন্ট, শেষ পর্যন্ত এমনটাও ত ঘটতে পারে আপনি শায়িত অবস্থায়—। কথাটা শেষ না করে হোমস মোড় ঘুরিয়ে নিল, কাউন্ট ভবিষ্যতে কি হবে। কি হতে পারে এ সব বাজে আলোচনায় বৃথা কালক্ষয় করার সামান্যতম উৎসাহও আমার নেই। বর্তমানকে কি করে প্রাণভরে উপভোগ করা যায়, যদি পারেন বলুন।'

হিংস্র পশুর চোখের মত অন্ধকারে তাঁর দুটো চোখ জলজ্বল করতে লাগল। শয়তানের হিংস্র চোখ যেন দীর্ঘ উপবাসের পর খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। হোমসও যন্ত্রচালিতের মত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেরুদণ্ড সোজা করে কাউন্টের দিকে মুখ ফিরাল।

ম্লান হেসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—'পিস্তল চেপে ধরে সুবিধে হবে না বন্ধু! প্রয়াস যখন অবশ্যই ব্যর্থ হবে তবে আর আর অহেতুক ওটাকে গোপন স্থান থেকে বের করে কি-ই বা লাভ?

অস্থিরচিত্ত কাউন্ট ছোট করে হেসে বিদ্রুপ প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন।

হোমস বলল, আপনার ভালই জানা আছে কাউনট, পিস্তলটা বের করার সুযোগ দিলেও ওটাকে ব্যবহার মত সাহসের বড়ই অভাব। তার একটা কথা কি জানেন, এই পিস্তলগুলোএকেবারে যা-তা! এত বেশী শব্দ করে যা আর বলার নয়। যাচ্ছে তাই! আমি কিন্তু বলব,

আপনার এয়ার-গানটা এর চেয়ে অনেক, অনেক ভাল' এবার মুখে মৃদু আক্ষেপ সূচক শব্দ উচ্চারণ করে বলল, 'থাক মশাই, ওটা বরং জায়গা মতই থাক, মিছে টানাটানি করবেন না।' কয়েক মুহূর্ত নীরবে উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করে বলল, 'কাউন'।

কাউন সচকিত হয়ে গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'কি ?

'ঐ শুনুন !'

'কি ?'

'—ঐ শুনুন, সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ—আপনার অভিন্ন হৃদয় অংশীদারের শুভাগমন হচ্ছে, তাই না ?'

কাউন্টের মুখ ক্রমেই ফ্যাকাশে হতে শুরু করল। হোমস-এর কথার উত্তর দেবার মত মানসিকতা তাঁর নেই।

হোমস ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে বলল—'মিঃ মার্টিন, আমার জীর্ণ কুটিরে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরে মশাই, আপনার মত একজন গুণীলোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে একি চোখে দেখা যায়, নাকি মন থেকে মেনে নেয়া সম্ভব, আপনিই বলুন ? আসুন, ভেতরে এসে বসুন। আপনার শুভ পদার্পণে এ-অধম নিজেকে—।

হোমস এর কথা শেষ হবার আগেই মিঃ মার্টিন মুখে বিষাদের ছাপ ফুটিয়ে বলে উঠলেন—'কাউন্ট কি ঘরে আছেন ?'

'তিনি আমার ঘর আলো করে বসে রয়েছেন।' বিদ্রুপের স্বরে হোমস বলল।

মিঃ মার্টিন সিঁড়ির শেষ ধাপটা অতিক্রম করে বারান্দায় পা দিলেন। পেশীবহুল চেহারা। রীতিমত গাট্টা-গোট্টা—গায়ে শক্তি প্রচুরই মনে হল। সত্যিই মুষ্টিযোদ্ধার মত চেহারাই বটে। মুখটা কেমন চ্যাপ্টা। চোয়াল ভাঙা। চোখ-মুখ দেখেই মনে হয় এক-গোঁয়ার গোবিন্দ।

হোমস-এর ব্যবহার আগন্তুকের কাছে অপ্রত্যাশিতই মনে হল। তার কাছ থেকে এমন আতিথেয়তা পেয়ে তিনি যার পর নাই প্রীত হয়েছেন বুঝা গেল অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা পেয়ে মিঃ মার্টিন রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন। তিনি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাকে লাগলেন। এ যেন তাঁর কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু এটা শত্রুর ঘাঁটি, এটুকুও বুঝার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁর আছে। তবে এ-ধারণাটা স্পষ্ট নয়, ভাসা ভাসা। কিন্তু কি করে শত্রুর মোকাবেলা করবে, পরিস্থিতিটাকে সামাল দেবে, ভেবে পাচ্ছে না।

মিঃ মার্টিন দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর সহকর্মী-বন্ধুর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালেন।

কাউন্টের চোখের হতাশার ছাপটুকু বুঝতে না পেয়ে মিঃ মার্টিন বললেন—'কাউনট্ কি ব্যাপার? এতক্ষণ ধরে এখানে কিসের পাঁচালি শুনছেন? এ লোকটাই বা কি চাইছে?' বিশ্রী স্বরে কথাটা কাউন্টের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেন।

কাউন্ট নীরবে শরীরটাকে সামান্য ঝাঁকুনি দিল। কিছু বলার মত সামান্যতম আগ্রহও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল না।

কাউন্টকে নীরব দেখে হোমসই মুখ খুলল, 'মিঃ মার্টিন, যদি চান আমিই না হয় কিছু বলি।'

মিঃ মার্টিন বললেন, 'আপনি বলবেন? বলুন, শুনি।'

'অল্প কথায় যদি বলা যায়, ফয়সালা হয়ে গেছে।'

মিঃ মার্টিন সবিস্ময়ে বলনেন, কি বললেন মশাই!' ফয়সালা হয়ে গেছে? কিসের ফয়সালা? কি ব্যাপার, কিছুই আমার মাথায় আসছে না!'

'কিছুই বুঝছেন না?'

'কি ব্যাপার কাউন্ট, চুপ করে আছেন কেন! কিছু বলুন।'

কাউন্ট নির্বাক।

কাউন্টের মুষ্টিযোদ্ধা সহকর্মীর মধ্যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা প্রকাশ পেল। তিনি কাউন্টের কাছে এগিয়ে গেলেন, তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেশ একটু চড়া স্বরেই বললেন, 'কি ব্যাপার কাউন্ট, লোকটা কি আমার সঙ্গে তামাশা করছে নাকি, কিছুই বুঝছি না ত! কারো তামাশা মস্করা শুনার মত সময় ও ধৈর্য দুটোরই অভাব আমার।

বিদ্রুপাত্মক স্বরে হেসে হোমস এবার বলল, 'আমার ভালই জানা আছে মিঃ মার্টিন, আপনার বা কাউন্টের কারোই ঠাট্টা-তামাশায় মন দেবার অবকাশ নেই। আর সে মানসিকতাও আপনাদের নাই, একথা ভালই জানি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'তার মানে?'

'মানে খুবই পরিষ্কার মিঃ মার্টিন। রাত্রি যত বাড়বে আপনাদের মনের আনন্দ-স্ফূর্তিরও ততই ভাঁটা পড়বে।'

'এ-কথা বলার অর্থ?' এবার কাউন্টের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'কাউন্ট, চুপ করে বসে এতক্ষণ এরকম সব আজেবাজে কথা আপনার মত লোক হজম করছে!

এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

হোমস তেমনি বিদ্রুপের স্বরেই বলল, 'হ্যাঁ' ঠিকই বলেছেন মশাই। শুধুমাত্র কাউন্টের কথাই বা বলি কেন? আপনার মত একজন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধাকে যে এরকম উক্তি মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে, আমিও কম অবাক হচ্ছি না। দুষ্ট রাহুর ফের মশাই, দুষ্ট রাহুর ফের! এবার অধিকতর গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল, 'কাউন, আশা করি আমার কর্মব্যস্ততার কথা আপনার অজানা নয়। অনেকগুলো জরুরী কাজ হাতে রয়েছে। বৃথা কালক্ষয় করার সুযোগ আমার নেই, সেরকম কোন ইচ্ছাও নেই। আমি পাশের শোবার ঘরে চলে যাচ্ছি।

মিঃ মার্টিন চমকে উঠে বললেন, 'কেন ? আপনার বাড়ি, আমরা আপনার অতিথি। আর আপনি কিনা, আমাদের এখানে ফেলে অন্যত্র চলে যেতে চাইছেন।'

হোমস মিঃ মার্টিন-এর কথার কোন উত্তর না দিয়ে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, 'কাউন্‌ট, আপনাদের মন খোলসা করে আলোচনা, পরামর্শ করার সুযোগ দেবার জন্য আমাকে স্থান ত্যাগের কথা ভাবতে হচ্ছে। আপনারা পরস্পরের বন্ধুজন। সব চেয়ে বড় কথা, কাজের অংশীদার। অতএব আমার অবর্তমানে আপনারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাকে জানিয়ে দিলে নিজেকে ধন্য, জ্ঞান করব। এক কাজ করুন, আপনি বরং আপনার সহকর্মীকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দিন। তবেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে।'

কাউন্‌ট অসহায় দৃষ্টি মেলে হোমস-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে এবার বলল, আশা করি আমার বক্তব্য আপনাকে পরিষ্কার বুঝাতে পেরেছি, কি বলেন ? তবু যাবার আগে আবার ও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার প্রস্তাব দু'রকমই রইল খোয়া-যাওয়া হলুদ হীরেটা ফিরে পাব, নাকি আপনাকেই শ্রীঘরে পাঠাব ?' কথাটা শেষ করেই হোমস চৌকাঠ ডিঙিয়ে পাশের ঘরের দিকে চলতে লাগল।

হোমস ঘর ছেড়ে যেতেই মিঃ মার্টিন-এর মধ্যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা প্রকাশ পেল। তিনি ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললেন, 'কি ব্যাপার কাউন্‌ট, চুপ করে রয়েছেন যে ! তখন থেকে একটা কথাও বলছেন না ! কি হয়েছে ? নচ্ছাড়টাই বা কি চায়' খোলসা করে বলুন ত ?'

কাউন্‌ট এর মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্তভাব ফুটে উঠল। তিনি ভাঙা-ভাঙা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন, 'লোকটা অনেক কিছুই

'জানে। এমনও হতে পারে আমাদের কাণ্ডকারখানায় সবটুকুই তার নখদর্পনে!'

মিঃ মার্টন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'সে কী কথা! এ কী করে সম্ভব হল! আপনি কি নিশ্চিত কাউনট, নচ্ছাড়টা আমাদের সব খবর জেনে গেছে?'

'তিলমাত্র সন্দেহ নেই মিঃ মার্টন!'

'তবে?'

'আমিও ত সে-কথাই ভাবছি। হোমস-এর জাল ছিঁড়ে কি করে বেরনো যাবে।'

মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ মার্টন এর মুখে হতাশায় ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে সখেদে বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর! এ কী করলে ঈশ্বর!'

'আমার মাথায় কিছুতেই আসছে না কার দ্বারা আমাদের এ-সর্বনাশ ঘটেছে।'

'আমি কিছুটা অনুমান, না অনুমান নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আই-কি স্যাণ্ডাস ই আমাদের চরমতম সর্বনাশটা করেছে।'

'কে? আই কি স্যাণ্ডার্স?'

'অবশ্যই নইলে অন্য কারো পক্ষে আমাদের গোপন কার্যকলাপ এমন স্পষ্টভাবে জানা সম্ভই নয়।'

'তবে সে-ই আমাদের সব কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দিয়েছে, তুমি বলছ।'

—আমি একশ'বার বলল, তাই কি স্যাণ্ডার্স আর কারো পক্ষেই আমাদের হাড়ির খবর জানা সম্ভভ নয় কাউনট।

কাউনটের মুখ ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। চোয়াল দুটো ভেসে উঠল। দাঁত দাঁত চেপে গর্জে উঠলেন—নরাধম আইকি স্যাণ্ডার্স!

—কাউনট, বিশ্বাসঘাতক শয়তানটাকে একবার হাতের মুঠোয়
পেলে কাঁচা চিবিয়ে খাব! তার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে—

—সুযোগ হয়ত কোনদিনই আমাদের আর আসবে না মিঃ মার্টিন।

—সে সুযোগ হয়ত কোনদিনই আসবেই। আজ না হোক কাল, শয়তানটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাবই পাব।

—সে চিন্তা না হয় পরে করা যাবে। আগে নিজেদের গর্দান বাঁচাবার চেষ্টা করুন। এ মুহুর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য আইকি স্যাণ্ডার্স নয় আশু কি কর্তব্য নিজেদের জীবন রক্ষা করা। তা কি করে সম্ভব হতে পারে, আগে এ কথা ভাবুন মিঃ মার্টিন।

মার্টিন ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে কাউনটের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য শয়তান হোমস এর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা? গলা নামিয়ে মিঃ মার্টিন কথাটি বললেন—আমাদের কথা-বার্তা আবার দরজায় আড়ালে দাঁড়িয়ে হোমস শুনছে না ত? সে আই কি স্যাণ্ডার্স'কে খুঁচিয়ে পেট থেকে কথা বের করে নিতে পারে তাঁর দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।'

হোমস পাশের ঘরে গিয়ে তার তাদের বেহালাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে করুণ সুরের সাধনায় ব্রতী হয়েছে। একনিষ্ঠভাবে সুর সৃষ্টি করে চলেছে। বেহালার করুণ আর্তস্বর পাশের ঘর থেকে ভেসে আগন্তুক দু'জনের মনখোলা আলোচনার সুবিধা করে দিচ্ছে। তবু মিঃ মার্টিন-এর মন আতঙ্কিত। তিনি আলোচনার ফাঁকে বললেন, আমাদের আলোচনা মিঃ হোমস আবার শুনে ফেলছেন না ত?'

কাউনট ম্লান হেসে বললেন, তা কি করে সম্ভব! তিনি বেহালার ছড়ি-হাতে সুরের রাজ্যে বিচরণ করছেন।

তা-ও কথা বটে, কিন্তু এমনও ত হতে পারে, পর্দার আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে অন্য কেউ আমাদের কেউও শুনতে পারে।

এবার ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললেন, একেবারে যাচ্ছে তাই ব্যাপার! ঘরে এত পর্দার ছড়াছড়ি যে, মন খুলে একটু পরামর্শের সুযোগ নেই কাউনট!' ঘরের চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি একজায়গায় এসে থমকে গেল। জানালার ধারের নকল মূর্তিটার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময়ে তাঁর কণ্ঠে রোধ হয়ে গেল। তাঁর চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ, মনের কোণে জমাট বাঁধা ভয়-ভীতি।

মিঃ মার্টিন-এর আকস্মিক ভীতিটুকু কাউনটের নজর এড়াল না। তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, দূর মশাই! আপনি ওটার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? ভয় পেলেন না কি? এটা নকল মূর্তি! আমিও প্রথম দর্শনে আপনার মতই চমকে উঠেছিলাম।'

'—মূর্তিটা নকল? আপনি বলছেন, নকল?'

'—হ্যাঁ, মশাই।'

'—তবে ম্যাডাম ট্যুসোর হাতের কাজ। কেমন নিখুঁত শিল্পকর্ম লক্ষ করেছেন? সত্যি বলতে কি আমি ত রীতিমত চমকে উঠেছিলাম! এমন জীবন্ত মূর্তি অবশ্যই ট্যুসোর সৃষ্টি ড্রেসিং গাউনটা পর্যন্ত পরিয়ে দিয়েছেন! 'আর একবার ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললেন, 'পর্দাগুলো আরও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নইলে নির্ভয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটা ছক তৈরী করে নেয়া যেত।'

কাউনট ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'ধ্যাৎ মশাই, তখন থেকে পর্দা নিয়ে পড়েছেন! পর্দা নিয়ে এমন ঘ্যানর ঘ্যানর করলে কাজের কথা সারবেন কখন! মাথার ওপরে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে মশাই। আগে মাথার লাঠি হাত দিয়ে ঠেকাতে হবে। আতঙ্কে মুষড়ে পড়ার সময় এটা নয়! এখন ঠাণ্ডা-মাথায় ভাবুন, নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে কি করে পিতৃদত্ত জীবনটাকে রক্ষা করবেন? অবান্তর আলোচনা করে নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে নেই, মনে

রাখবেন মিঃ মার্টিন। রাজমুকুটের হলুদ হীরেটার জন্য আমাদের জেলের ঘানি টানবার আয়োজন করেছেন তিনি। এখন কি করবেন, ভাবুন মশাই!'

'—জেল? অসম্ভব কিছুমাত্র নয়।'

'আপনি নির্বিকার চিত্তে বলে ফেলেন, কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। যাক, শুনুন মিঃ মার্টিন চোলাই হীরেটা তাঁর হাতে তুলে দিলে অবশ্য আমাদের আর জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে না।

'আপনার কি মাথাটাথা খারাপ হল নাকি কাউনট!'

'—কেন?'

'কেন আবার কি! হীরেটার দাম কত, ভুলে গেছেন?'

'—জানি, বহুমূল্য—'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিঃ মার্টিন বলে উঠলেন, 'শুধুমাত্র বহুমূল্য বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না কাউনটন। যে হীরেটা সৌভাগ্য বশতঃ আমরা হাতাতে পেরেছি তার বর্তমান বাজার দর কিছু না হলেও এক লক্ষ পাউণ্ড ত হবেই। ব্যাপারটা যেন আপনার কাছে মুড়ি-মুড়কির মত মনে হচ্ছে। চুরি করেছিলাম, ভদ্রলোক যখন জেলের ভয় দেখাচ্ছেন, না হয় দিয়েই দেয়া যাক। হাতের মুঠোয় পাওয়া এক লক্ষ পাউণ্ড সামান্য একটু চোখ রাঙানিকে হাতছাড়া করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, আমি অন্ততঃ মনে করি মশাই!'

'কিন্তু অন্য কোন পথ খোলা আছে বলেও ত মনে হচ্ছে না মিঃ মার্টিন। একটা পথ ত আমাদের বেছে নিতেই হবে। ভেবে বলুন, কি করবেন, কোন পথ নেবেন?'

অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে মিঃ মার্টিন বললেন, কাউনট এক কাজ করলে কেমন হয়, বলুন ত?'

কাউনট অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, 'কি? নতুন কিছু মাথায় এসেছে কি?

'আমাদের দুষ্ট গ্রহটি এখানে একাই রয়েছে 'গাই না?'

'হ্যাঁ তা বটে।'

'—তাই যদি হয় তবে তাকে খতম করে দিলেই ত ঝামেলা চুকে যায়। শনি-দেবতাটিকে যদি কোনরকমে কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়া যায় তবে আর আমাদের সমস্যা কিছু থাকবে না।'

বিষণ্ন মুখে কাউনট ঘাড় ঝাঁকালেন, না হে, সেটি সহজে হবে বলে মনে হয় না'

'—কেন?'

'—সে আপনার হাতের সামনে বুক বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াবে, ভাবলেন কি করে। ভুলে যাবেন না সে-ও সশস্ত্র। আর তার হাতের নিশানা আপনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

মিঃ মার্টন-এর বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল।

কাউনট এবার বললেন, 'মিঃ মার্টন, যদি ভেবে থাকেন তাকে গুলি করে এখান থেকে নির্বিবাদে পালিয়ে যেতে পারবেন, খুবই ভুল করবেন। আর একটা কথা—।

কাউনটের কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন—কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?'

'—ব্যাপার হচ্ছে তাঁর কাছে যে সব লক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে হয়ত পুলিশও সে সব কথা জানে। তাই বলছি, ব্যাপারটাকে এত সহজ মনে করবেন না।' কথা বলতে-বলতে কাউনট চমকে উঠে বললেন, 'কি? ঐ যে, কি ওটা?'

কাউনট অপলক চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ যেন তাঁর মনে হল্ জানালার দিক থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এল। উভয়েই সচকিত হয়ে ত্রস্তপায়ে জানালাটার দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু সব প্রয়াস ব্যর্থ হল। কিছুই নজরে পড়ল না। জানালার ধারে, চেয়ারে উপবিষ্ট মূর্তিটা ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়ল না, শোনাও গেল না কিছু।

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে
হয় রাস্তা থেকে শব্দটা এনেছে। আমাদেরই ভুলের
এমনটা মনে হয়েছে কাউনট।

কাউনট নির্ব্বাক।

মার্টিন বলে চললেন—কাউনট, আপনার উপস্থিত বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি একটু ভাল করে চিন্তা ভাবনা করলে একটা পথ বেরুবেই। সময় যখন খুবই সঙ্কীর্ণ তখন তাড়াতাড়ি যা হোক একটা হিল্লে করে ফেলুন।

—মিঃ মার্টিন, এর চেয়ে ঘাঘু লোককেও আমি ঘোল খাইয়ে দিয়েছি। হীরেটা আমার সঙ্গেই আছে।

—সঙ্গেই রয়েছে?

—হাঁ, পেনটের ভেতরের পকেটে সযত্নে রেখে দিয়েছি।

—সে কী ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন।

—এছাড়া উপায়ই বা কি? এমন মূল্যবান একটা হীরেকে কোথাও ভরসা হল না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে—

—সঙ্গে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

—আমি বুঝেছি, কাজটা মোটেই উচিত হয়নি। ভাবছি আজ রাত্রেই হীরেটাকে ইংলণ্ডের বাইরে পাঠিয়ে দেব।

—তাই ভাল। আর আগামী রবিবারের মধ্যেই সেটাকে চার টুকরো করে কেটে ফেলার চেষ্টা করব।

—কোথায়? আমস্টার্ডামে?

—'হাঁ ভ্যান সেডার এর কথা তার কিছুই জানা নেই।'

'—আমার ধারণা ছিল যে পরের সপ্তাহে যাচ্ছে। তবে আগামী রবিবারের মধ্যে চলে যাচ্ছে, তাই না?'

'—সে রকমই ত ঠিক ছিল! আর দেরী করা সঙ্গত হবে না। পরের জাহাজেই তাকে চলে যেতে হবে।'

'—এখন পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে—'

'—হ্যাঁ পরিস্থিতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে। আমাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে হীরেটা নিয়ে লাইম ষ্ট্রীটে গিয়ে তাকে ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে তার কাছে বলতে হবে।'

'—সবই ত বুঝলাম। কিন্তু আসল সমস্যা ত রয়ে গেছে।'

'—কি? কোন সমস্যার কথা বলছেন?'

'যে তালাটি বানাতে দেয়া হয়েছে, এখনও ত তৈরী হয় নি।'

'—হ্যাঁ, ঠিকইত। নকল তালাটি তৈরী না হলে যে কোন কাজই হবার নয়। আর শেষ পর্যন্ত যদি নিতান্তই সম্ভব না হয় তবে পকেটে করেই হীরেটাকে নিয়ে যেতে হবে এখন আমাদের পায়ে-পায়ে বিপদ জড়িয়ে রয়েছে। অহেতুক সময় নষ্ট করলে সব ফেঁসে যাবে।'

পাকা শিকারীরা বাতাসে বিপদের গন্ধ পায়। তাই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তিনি আবার জানালার দিকে দৃষ্টি ফিরালেন।

মিঃ মার্টিন কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—'আরে বন্ধু, এত ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি বলছি শুনুন, সহজেই তার চোখে আমরা ধুলো দিতে সক্ষম হ'ব। ব্যাপার হচ্ছে শয়তানটা হীরেটা হাতে পেয়ে গেলে আর আমাদের কয়েদ দেবার কথা অবশ্যই ভাববে না।'

'—হ্যাঁ, তা অবশ্য সত্য।'

'—তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে আমরা তাকে কথা দেব, হুরেটা তার হাতে তুলে দেব। কিন্তু আসলে তা করব না। তাকে ধানাই পানাই করে বুঝিয়ে দেব। সে তার ভুল বুঝতে পেরে প্রতিকারের পথ বাছতে-বাছতে আমরা হীরেটাকে হল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেব।

'—বাঃ চমৎকার মতলব ত!'

'—হ্যাঁ, হীরেটাকে চালান দিয়ে আমরা দু'জনও এদেশ ছেড়ে পালাব। ব্যস, শয়তানটা আর আমাদের টিকির নাগালও পাবে না।'

'—বেড়ে মতলব ফেঁদেছেন ত মশাই! একটু সতর্কতার সঙ্গে

কাজ করতে পারলে অনায়াসে বৈতরণী পার হওয়া যাবে।' মার্টিন গাল টিপে হেসে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

কাউণ্ট জানালার কাছ থেকে সরে আসতে-আসতে বললেন—'মিঃ মার্টিন, এক কাজ করুন, আপনি বরং এক্ষনি গিয়ে সে লোকটাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলুন।'

'—আর আপনি ?'

'আমি বরং এ-অপদার্থ টাকে একটু নাচিয়ে নিয়ে বেড়াই। এর মাথায় একটা অবাস্তর চিন্তা ঢুকিয়ে দেব।

'যেমন ?'

'একে বলব, হীরেটা লিভারপুলে রেখে এসেছি। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারবে সেটা লিভারপুলে নেই, ইতিমধ্যে সেটা জায়গা মত পৌঁছে যাবে। আর আমরা জাহাজে চেপে দরিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি।

কথা বলে তিনি মিঃ মার্টিন'কে দরজার চাবির ছিদ্রে সোজাসুজি জায়গা থেকে সরে এলেন। চোরা পকেট থেকে হীরেটা বের করে তার সামনে ধরে বললেন, 'এই যে, সেই হীরেটা।'

মিঃ মার্টিন বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'কাউনট বলিহারি আপনার সাহস!'

'কেন ? এ-কথা বলছেন কেন ?'

'এমন একটা মূল্যবান হীরে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে কেন ঘুরছেন!' একগাল হেসে কাউনট বললেন, 'এর চেয়ে নিরাপদ স্থান অন্য কোথাও আছে বলে ত মনে হয় না।'

'—কেন ? আপনার বাড়ির কোন গোপন স্থানে—'

তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই কাউনট বলে উঠলেন, 'হাসালেন মশাই! আমরা যদি সুরক্ষিত হোয়াইট হল থেকে এটাকে গায়েব করতে পারি তবে আমার বাড়ি থেকে কেউ এটাকে সরিয়ে ফেলতে পারবে না, বিশ্বাস করি কি করে, বলতে পারেন ?'

মিঃ মার্টিন হাত বাড়িয়ে হীরেটা নিজের হাতে নেয়ার চেষ্টা করলেন। কাউনট তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলেন না।

কাউনটের ভাব দেখে মিঃ মার্টিন যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কী কাউনট! আমাকেও আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না দেখছি। অপনি কি ভাবছেন। আমি এটা গায়েব করে দেব? ছিনিয়ে নিয়ে পালাব?'

কাউনট নির্বিকার।

মিঃ মার্টিন বলে চললেন, 'কাউনট, আপনি দেখছি রজ্জুকে সর্প ভেবে আৎকে উঠতে শুরু করেছেন। যে কথাটা আপনাকে বলল-করে বলা হয়ে উঠছিল না, আপনার আচরণে আমি দিন দিনই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছি! সত্যি বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার দান বাঁধতে শুরু করেছে।'

কাউনট একগাল হেসে কৃত্রিম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বললেন—'কি যে বলেন মশাই! আপনাকে অবিশ্বাস করি কি করে যে ভাবতে পারলেন, বুঝছি না। তাছাড়া আমাদের মাথার ওপরে এখন খড়্গ ঝুলছে। বিবাদ বিসম্বাদের সময় এটা নয়।'

'—আমিও একথাই বলতে চাইছি কাউনট। আমাদের যৌথ উদ্যোগে যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার মধ্যে অবিশ্বাস ঢুকলে পুরো ব্যাপারটাই ভেস্তে যাবে!'

ব্যাপারটাকে সহজ করতে গিয়ে কাউনট বললেন, 'আপনি একবার হাতে নিয়ে হীরে দেখতে চাইছেন, এইত? এ আর বেশী কথা কি মশাই! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এখানে অন্ধকারের মধ্যে ত ভাল দেখতেও পাবেন না। তার চেয়ে বরং জানালার ধারে চলুন। আলোয় পারিষ্কার দেখতে পাবেন। 'কথা বলতে-বলতে কাউনট মিঃ মর্টন'কে নিয়ে জানালার ধারে গেলেন। হাতের মুঠো খুলে হীরেটা তার চোখের সামনে ধরলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত লোভাতুর দৃষ্টি মেলে হীরেটার দিক তাকিয়ে থেকে এক সময় বললেন, 'ধন্যবাদ এবার এটাকে যথাস্থানে রেখে দিন।'

চোখের পলকে ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে চেয়ারটায় নকল মূর্তি রক্ষিত ছিল সেটা থেকে হোমস যন্ত্রচালিতের মত উঠে এসে কাউনটের সামনে দাঁড়ালেন। কাউনট কিছু ভাবার আগেই হীরে সমেত তার হাতটা সজোরে চেপে ধরল। তার এক হাতে হীরেটা রয়েছে, আর অন্য হাতে পিস্তল। পিস্তলের নলটা কাউনটের মাথায়, কানের কাছাকাছি ঠেকানো।

কাউনট কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় ফ্যাল-ফ্যাল করে আর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হোমস এবার বলল, 'কাউনট অন্য কোন পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না।

কাউনট ও মিঃ মার্টন পরিস্থিতি সঙ্গীন বুঝে এক পা দু'পা করে দরজার দিকে পিছু হটতে শুরু করলেন।

হোমস মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে চোখের পলকে কলিং বেলের বোতাম টিপে দিলেন। কাউনট ডান হাতটাকে আস্তে-আস্তে ওপরে তুলতে চেষ্টা করলেন। তার দুরভিসন্ধির কথা হোমস-এর বুঝতে অসুবিধে হল না। সে গর্জে উঠল—কাউনট সতর্ক করে দিচ্ছি, কোন রকম আঘাত হানার চেষ্টা করে নিজে জীবন সংশয় করবেন না। আঘাত হানার চেষ্টা করলে আমার পিস্তলের গুলি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

কাউনট হাতটাকে নামিয়ে এনে হোমস-এর দিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

—আর আপনাদের জীবন সে সঙ্গীন আশা করি সেটা অবশ্যই অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছে না।

কাউন্ট চিত্রার্পিতৎ মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

হোমস দু'পা সরে গিয়ে বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় হাসলেন। রাগে-দুঃখে-অপমানে কাউন্ট ফেঁটে পড়ার উপক্রম হলেন।

হোমস এবার বলল, 'একটা কথা মনে রাখবেন কাউনট, সদর দরজার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। একটু বেফাঁস কিছু দেখলে তারা সোজা ওপরে উঠে আসবে।'

হোমস-এর আকস্মিক আচরণে কাউটন্ট মুষড়ে পড়লেন। তিনি। পরিষ্কার বুঝে নিলেন, তাঁর এতক্ষণের ফন্দিফিকির এখানেই শেষ। হোমস একটু আগে যে বলছিলেন, হাঙরটাকে জালে বেঁধে ফেলেছেন সে কথার সত্যতা এবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। বার কয়েক ঢোক গিলে কাঁপা-কাঁপা গলায় কাউনট কোন রকমে উচ্চারণ করলেন, 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, আপনি ব্যাপারটা বুঝলেন কি করে?'

বিদ্রুপের স্বরে হোমস বলল, 'হাসালেন মশাই! এত বড় একটা হাঙরকে সে জালে বাঁধতে পারে তার যে একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকাতেই হবে কাউনট শুনুন তবে আপনার জানা নেই, অবশ্য কথাও নয়। আমার শোবার ঘরের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে অনায়াসে পর্দার ওধারে যাওয়া সম্ভব। আমি করলাম তাই। তবে আমার ভয় ছিল, মূর্তি-টাকে স্থানচ্যুত করার সময় আপনারা হয়ত ব্যাপারটা টের পেতে পারেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে আমাকে হতাশ হতে হয় নি। আমি অনায়াসেই আপনাদের শলাপরামর্শ শুনতে পেরেছি। অবশ্য এর জন্য আমার অদৃষ্টের সহায়তা কিছু ছিল বলেই আমি মনে করি।'

কাউনট জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হোমস্-এর মুখের দিকে তাকালেন।

হোমস বলে চলল—অদৃষ্টকে কেন টেনে আনছি, বলছি—অদৃষ্ট সহায়তা না করলে আমার উপস্থিতি হয়ত আপনারা টের পেয়ে যেতেন। তারই ফলে আপনাদের প্রাণ খুলে আলোচনার ভাঁটা পড়ত, তাই না কাউনট?

কাউনট একান্ত অসহায় দৃষ্টি মেলে হোমস-এর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের তারায় আকস্মিক ভীতির ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এই

মুহূর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যান্তর রইল না। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় কোন রকমে উচ্চারণ করলেন—'হোমস আপনার অসীম ক্ষমতার কথা সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নিচ্ছে। আপনার চোখে আপনি একজন মূর্তিমান শার্দুল।

মুচকি হেসে হোমস বল—'শার্দুল না হলেও আমি তার কাছাকাছি একটা কিছু অবশ্যই।'

মার্টন এতক্ষণ হতচকিত ভাব নিয়ে নীরবে ব্যাপারটা বুঝা চেষ্টা করছিলেন। জোর করে মনের জমাট বাঁধা আতঙ্কটুকু কাটিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় কোন রকমে উচ্চারণ করলেন—কাউনট, সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে! কাঁটামরা বুটের গম্ভীর শব্দ অনেক-গুলো বুট এক সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে, ঐ শুনুন!' এবার হোমস-এর দিক ফিরে অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন—'কিন্তু একটা রহস্য আমার কাচে অন্ধকারেই রয়ে গেল! ঐ বেহালাটার কথা বলছি। ওটার ব্যাপার কি, বলুন তো মশাই? আশ্চর্য কাণ্ড ত! আপনি রইলেন এখানে, আর ওটা যে বেজেই চলেছে। কি ব্যাপার, দয়া করে একবারটি বুঝিয়ে দেবেন কি?

মিঃ মার্টন-এর জিজ্ঞাসা নিবারণ করতে গিয়ে হোমস মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ কার্টন। বেহালাটা যেমন বাজছে, বাজুক। ঐ বাজনাটা আমাকে। নিরাপদে কাজ হাসিল করতে অনেক সহায়তা করেছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা এক অত্যাধুনিক আবিষ্কার। কলের গানের বেহালা শুনে আপনারা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, আমি বেহালা কাঁধে নিয়ে সুরের জগতে তন্ময় হয়ে রয়েছি। ব্যস, এই সুযোগটাকেই আমি পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ধীরে-ধীরে জাল গুটিয়ে আপনাদের মত ধুরন্ধর হাঙর আর তিমিকে জাল গুটিয়ে হেঁচকা টানে ডাঙায় তুলতে পেরেছি।'

এমন সময় কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ ঘরে ঢুকল। হোমস-এর সঙ্গে কথা বলল। কাউনট ও মার্টনকে হাতকড়া পরিয়ে কাঁটামারা বুটের গম্ভীর আওয়াজ তুলে তাদের নিয়ে সিঁড়িতে বেয়ে নীচে নেমে গেল।

এবার হোমস-এর বালক-ভৃত্য বিলি কনষ্টল শেয়ার নাম লেখা একটা কার্ড নিয়ে এল। হোমস বলল, ডাক্তার ওয়াটসন, এই ভদ্রলোক বিশেষ খ্যাতিমান ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তি। কিন্তু এই কেসটার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। তুমি যদি বল তবে এঁকে একটু ঢিঁট করে দিতে পারি ?' হোমস-এর নির্দেশে বিলি তাঁকে ওপরে নিয়ে এল, হোমস মুচকি হেসে তাঁকে বসতে অনুরোধ করল। কুশল সংবাদ বিনিময়ের পর বলল, 'আজকের ঠাণ্ডাটা মনে রাখার মত, তাই না ? কিন্তু ঘরের ভেতরে চুল্লিটা থাকায় বেশ গরম বোধ হচ্ছে। আপনার ওভারকোটটা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। হয়ত খুলে রাখলে অপেক্ষাকৃত আরামবোধ করতেন।'

লর্ড কেনটলম্নেয়ার চমকে উঠে তোৎলাতে লাগলেন, 'না, তে-তেমন অসু-সুবিধে হ-হ- হচ্ছে না।'

হোমস বলল, 'এটা ত আপনার নিজের বাড়ির মতই মশাই। ইতস্ততের কি আছে ? ঠিক আছে আমিই না হয় খুলে দিচ্ছি। নইলে বন্ধুবর ওয়াটসনই হয়ত পরামর্শ দিয়ে বসবে। এ যে আবার ডাক্তার খুলেই ফেলুন। কথা বলতে-বলতে হোমস তাঁর গায়ের ওভারকোটটা খুলে দেবার জন্ম হাত বাড়াল।

লর্ড চমকে উঠে দুপা সরে গেলেন। চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'না না, আমার কোনই অসুবিধেই হচ্ছে না। আমার কৌতুহল, হল আপনার কাজ সাফল্যের দিকে দ্রুত—।

তাঁর কথা শেষ হতে না দিয়ে হোমস বলে উঠল, 'আসলে কেসটা খুবই জটিল। দ্রুত পা ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আমরা একটা কেস অন্ততঃ দাঁড় করাতে পেরে—,

'—কিন্তু তাতেও প্রচুর বাধা বিপত্তি। প্রকৃত অপরাধী যাদের ভাবছেন তাদের টিকির নাগাল পেলে তবে ত।'

'—মিথ্যা বলেন নি লর্ড, কিন্তু আসল বস্তুটা যে কার কাছে আছে

তা-ত ত ভাববার ব্যাপার বটে। তারপর ত ভাবব, কিভাবে কোন পথে আমরা এগিয়ে যাব।'

'—এখনই সে-সময় আসেনি।'

'—আঁটঘাট আগে থাকতে বেঁধে নেয়াই সঙ্গত। কিন্তু যার পিছনে আমরা ধাওয়া করছি, তার প্রমাণ ত থাকা দরকার। অহেতুক একজনকে বিরক্ত করাটা কি উচিত হবে ?'

'—এমনও ত হতে পারে আসল হীরেটা তারই কাছ থেকে উদ্ধার করাই সম্ভব হবে'

—ব্যস আপনার অনুমানের ভিত্তিতেই একজনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেবেন?'

—অনুমান নয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও ত হতে পারে। হয়ত এমনও হতে পারে আপনার হাতেই হাতকড়া পড়াবার জন্য আমি তদ্বির করে বসব।

লর্ড-ভদ্রলোকের মুখ লাল হয়ে গেল। রাগে-অপমানে রীতিমত কাঁপতে লাগলেন তিনি। কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বলতে লাগলেন—'মিঃ হোমস, আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি পঞ্চাশ বছর ধরে :সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত। এই দীর্ঘ চাকরি-জীবনে একটা লাল দাগ পর্যন্ত পড়ে নি মশাই। আমার মাথার ওপরে গুরুদায়িত্ব। কারো রঙ্গ-তামাশার খোরাক যোগানোর মত সময় ও ধৈর্য নিতান্তই অপ্রচুর। আমি এতদিন মুখে না বললেও আপনার কর্মদক্ষতা ও পারদর্শিতার প্রতি কোনদিন শ্রদ্ধাবান ছিলাম না, আজও নই। পুলিস-দপ্তরে বাঘা-বাঘা অফিসাররা থাকতে আপনার ওপর আস্থা রাখতে যাব, এত বড় আহাম্মক আমি নই' কথা বলতে-বলতে তিনি ঘর ছেড়ে যাবার জন্য পিছন ফিরলেন।

হোমস দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করল 'মহামান্য লর্ড' খবরদার ঘর ছেড়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। দেখুন, ম্যাজারিন হীরেটা সঙ্গে করে চলে যাওয়া কিন্তু সেটাকে কয়েক দিনের জন্য পকেটে আগলে রাখার

চেয়ে অনেক, অনেক বেশী দেশের। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ হয়েই বলছি। আপনি কি আমার ওভারকোটের ডানদিকের পকেট থেকে —অবশ্য যদি নেহাৎই অনাগ্রহী হন তবে, কথা বলতে-বলতে হোমস আচমকা তাঁর কোটের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাজমুকুটের খোয়া যাওয়া হলুদ হীরেটা বের করে আনল।

লর্ড-ভদ্রলোক হতচকিত হয়ে বললেন—'এ কী। এটা কি করে সম্ভব হল বুঝছি না ত! আমার সব কিছু কেমন যেন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে মিঃ হোমস!'

আমি যে ভাবতেই পারছি না—।

হোমস মুচকি হেসে বলল,—লর্ড, সত্য ঘটনাকে একটু-আধটু রঙ্গ রসিকতা করার প্রতি আমার দীর্ঘদিনের স্বভাব বলতে পারেন, এটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। আসল ব্যাপারটা এবার বলছি শুনুন, আপনি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, হাত সাফাইয়ের সাহায্যেও বলতে পারেন, এই হীরেটা আপনার ওভার কোটের পকেটে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

লর্ড কেণ্টলমেয়ার-এর মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। তিনি হোমস-এর হাতের হীরেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন—'মিঃ হোমস, আপনার রহস্যভেদী—ক্ষমতা সম্বন্ধে সে অপ্রিয় ও অসঙ্গত উক্তি করেছিলাম তার জন্য আমি অনুতপ্ত—লজ্জিত। একটা কথা, আপনার হাতের হীরেটাই যে রাজমুকুটের খোয়া-যাওয়া হীরে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

লর্ড আমাদের রহস্য সন্ধানের কাজ যে মিটে গেছে আমি কিন্তু ভুলেও এরকম কিছু বলি নি। বরং বলছি, আমরা সবেমাত্র মাঝ-পথে এসে পৌঁছেছি।'

হোমস-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লর্ড কেনটলমেয়ার দরজা খুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় পা দিলেন।

দ্য ডিসঅ্যাপেয়ারেন্স অব লেডী ফ্রান্সেস কারফাক্স

বন্ধুবর শার্লক হোমস-এর বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে আমি তার মুখোমুখি চেয়ারে বসে। বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথা প্রসঙ্গে হোমস বলল, 'ডাক্তার, তুমি বায়ু পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছ, এই ত? আমি রাজী। কিন্তু আমার পছন্দ লাসান। প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ। কথা দিচ্ছি, এতটুকুও অসুবিধে হবে না।'

আমি মুচকি হেসে বললাম—'তা না হয় হল। কিন্তু এত জায়গা থাকতে তুমি লাসানকে বেছে নিচ্ছ কেন, জানতে পারি কি?'

হোমস তাঁর সর্বক্ষণের সাথী নোটবইটির পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বলল—'জান ডাক্তার, পৃথিবীতে বন্ধু বান্ধবহীনা ও লাগামহীনা মহিলার সবচেয়ে বেশী বিপদের কারণ। হতে পারে নিরীহ নম্র স্বভাব তাদের। তারা একদিকে মানুষের যেমন হিতকারিণী আবার ঠিক তেমনি মানুষের মনে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তোলার অন্যতমা হোতা। তুমি হয়ত স্বীকার করবে বন্ধু পৃথিবীতে নেকড়ের দল ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বদা ছোক ছোক করছে। সে কখন, কোন অসতর্ক মুহূর্তে নেকড়ে সুতীক্ষ্ণ নখযুক্ত থাবায় ধরা দিয়ে দেয়, বুঝতেও পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হতভাগিনী লেডী ফ্রান্সেস, নির্ঘাৎ এরকমই কোন না কোন নেকড়ের কবলে পড়েছেন।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বন্ধুবর হোমস-এর মুখের দিকে তাকালাম।

আমার জিজ্ঞাসা নিবারণের জন্য হোমস এবার নোট বইটির পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগল—'পরলোকগত আর্ল অব রাফটন—

পরিবারের শেষ প্রদীপশিখা আমাদের আলোচ্য এ-লেডী ফ্রেন্সিস পেলেন কিছু নগদ অর্থ আর রূপোর গহনা আর হীরকখোচিত কিছু গহনা গহনাগুলো তার কাছে খুবই আকর্ষনীয়। একমাত্র একারণেই সেগুলো ব্যাঙ্কের লকারে না রেখে সর্বদা নিজের কাছে রাখেন। মহিলাটি সত্যই অদৃষ্ট বিড়ম্বিতা। বয়স খুব বশী নয়। কুড়ি বছর আগেকার তাঁর রূপ-সৌন্দর্য আজ অতীত স্মৃতির ব্যাপার মাত্র।'

'—ভাল কথা। কিন্তু কি হয়েছে তাঁর? হঠাৎ কেন তাঁর প্রসঙ্গ—আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হোমস বলল—

'—লেডী ফ্রান্সিস আজ ইহলোকে, নাকি পরলোকের বাসিন্দা? এটাইত জানতে চাইছ? হ্যাঁ, আমার মনেও একই প্রশ্ন ডাক্তার। তাঁর এক সময়ের শিক্ষয়িত্রী মিসডবলি এখন কাম্বারওয়েলে অবসর জীবন যাপন করছেন। প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লেডী ফ্রান্সেস তাঁর কাছে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। মিস ডাব্লি আমার সঙ্গে দেখা করে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন, গত পাঁচ সপ্তাহ নাকি তিনি তাঁর কোন খবরাখবর পাচ্ছেন না। লাসান থেকে তার শেষ চিঠিটা এসেছিল, একথাও আমাকে বলেছেন। চিঠিতে কোন ঠিকানার উল্লেখ ছিল না। তাঁর উৎকণ্ঠিত আত্মজনরা আমার শরণাপন্ন হয়ে জানাল, তাঁর খোঁজ-খবর নেয়ার ব্যাপারে যা কিছু টাকা-কড়ি দরকার হবে তা ব্যয় করতে কার্পণ্য করবেন না।'

'—তবে দেখা যাচ্ছে তাঁর হদিস পাওয়ার প্রধান সূত্র মিস ডাবলি। তবে এমনও হতে পারে, মিস ডাব্লি ছাড়া আরও কারো কারো সঙ্গে চিঠিপত্র লেনদেন ছিল তাঁর। এ-ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?'

'—হতেও পারে। তবে এ-মুহূর্তে আর একটামাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র হচ্ছে ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতা। অবিবাহিতা মেয়েদের ব্যাঙ্কের পাশবই থেকেও খবরাখবর পাওয়া সম্ভব। সিনভেস্টার ব্যাঙ্কে তাঁর একাউনট। শেষের আগের একটা দিয়ে লাসালের দেনা শোধ করে-ছিলেন। তারপরও একবার চেক কেটে টাকা তুলেছিলেন। মিস

মোরি ডেভাইন এর নামে শেষ চেকটি কাটা হয়েছিল। পঞ্চাশ পাউণ্ডের তিন সপ্তাহ আগের তারিখ রয়েছে চেকের পাতায়। মিস ডেভাইন এর পরিচয়, লেডি ফ্রান্সেস-এর পরিচারিকা। তবে তাকে চেক দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে আমি এখনও অন্ধকারে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে বন্ধুবর এবার বলল—ডাক্তার, তুমি যখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কোথাও যেতে চাচ্ছ সমানেই যায়, বৃদ্ধ আব্রাহাম-এর দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর না বর্তালে আমি অবশ্যই তোমাকে সঙ্গদান করতাম। তবে তার মারফৎ তোমার গবেষণার খবরাখবর অবশ্যই আমি নেব। তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করব কথা দিচ্ছি।'

আমি লসানের ন্যাশনাল হোটেলে মাথা গুঁজলাম। হোটেলের ম্যানেজার মঁসিয়ে মোজার আমার পূর্ব পরিচিত, আমাকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করলেন। তিনিই বললেন, লেডী ফ্রান্সের ন্যাশনাল হোটেলে কয়েক সপ্তাহ বাস করেছিলেন। তবে তাঁর বহুমূল্য গহনা গুলোর কথা ম্যানেজার ভদ্রলোকের কিছুই জানা নেই। তবে হোটেলের চাকর বাকরা নাকি লক্ষ্য করেছে, লেডী ফ্রান্স-এর মাথার কাছে বিশালায়তন একটি বাক্স ছিল। তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মত বাক্সটাকে সর্বদা চোখে-চোখ রাখতেন। তাঁর পরিচারিকা মোরী ডে ভাইপ-এর ব্যবহারও ছিল খুবই অমায়িক। হোটেলের সবাই তার প্রশংসা করত। হোটেলের এক কর্মীর সঙ্গে তার প্রেম হয়েছিল। বিয়ের কথাও হয়েছিল। সেজন্যই তার ঠিকানা সহজেই পাওয়া গেছে। তার বাড়ির ঠিকানা—১১, রুণ্ড এঞ্জঁ। মতপোলিয়ের। তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে এখনও হদিস করতে পারে নি। মহিলাটি কেন যে পাত্তা হয়ে গেলেন, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ উদ্ধার করতে পারি নি। ঘরটা ছিল খুবই সুন্দর ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভরা। জানালা দিয়ে হ্রদটাকে পরিষ্কার দেখা যেত। এমন সুন্দর ব্যবস্থা ও বিশ্রাম কার যাবতীয় উপকরণের লোভে পড়ে তিনি মনস্থ করেছিলেন

পুরো ঋতুটাই এখানে অবস্থান করবেন। অথচ সেদিন এখান থেকে বিদায় নিলেন তার ঠিক আগের দিন জানালেন তিনি হোটেল ছেড়ে চলে যাবেন। ফলে পুরো সপ্তাহের ঘরভাড়া তাঁকে দিতে হয়েছিল।

পরিচারিকার প্রেমিক যুবক ভাইবার্ত লেডী ফ্রান্সেস-এর হঠাৎ হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার বিশ্বাসযোগ্য কারণ উল্লেখ করেছে। একটা দীর্ঘদেহী লোক নাকি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। লোকটির মুখে একগাল লম্বা দাড়ি। তার সঙ্গে ফ্রান্সেস-এর আকস্মিক হোটেল ত্যাগের যোগসাজস ছিল বলেই সে মনে করে। সে আরও বলল—লোকটি নাকি ধারেকাছেই কোথাও থাকে। লেকের ধারে তার সঙ্গে লেডী ফ্রান্সেসকে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখেছে। যুবকটি ইংরেজ, নাম জানতে পারে নি। ব্যস তার পরই লেডী ফ্রান্সেস হোটেল ছেড়ে চলে যায়। তার প্রেয়সী পরিচারিকাটিও এমন মত পোষণ করে। ইংরেজ যুবক ভাইবার্তা একটা কথা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছে, তাঁর প্রেয়সী কেন তার মনিব লেডী ফান্সের-এর চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

আমার অনুসন্ধান পর্বের প্রথম ধাপ এভাবেই সম্পন্ন করা গেল। পরবর্তী অধ্যায়, লেডী ফান্সেসর-এর ঠিকানা বের করা। আমি এবার কুক কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজারের শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাকে ব্যাডেনের আভাস দিলেন। তাঁর জিনিষপত্র হ্রেন-এর প্রস্রবণে গেছে। তিনিও নিজেও নাকি ব্যাডেন ছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে হ্রেন এর উষ্ণ প্রস্রবণে দেখা গিয়েছিল।

বন্ধুবর শার্লক হোমসকে তার মারফৎ এ পর্যন্ত আমার অনুসন্ধানের কথা জানিয়ে দিলাম।

এবার আমি ব্যাডেন-এর পথে ছুটলাম। লেডী ফ্রান্সেস প্রায় দু' সপ্তাহ এংলিশার হফ-এ কাটিয়েছেন। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার এক ধর্ম প্রচারক ও তাঁর সহধর্মিনীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। তিনি নাকি ধর্মের প্রতি আসক্তা ছিলেন। সব চেয়ে বড় কথা, ধর্ম

প্রচারক শ্লেংশিঙ্গার তাঁর মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এ ধর্ম অন্তঃপ্রাণ ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তিতিও তাঁর সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ডাঃ শ্লেশিঙ্গার তখন শিডিয়ানাইটদের রাজ্যের একটি মানচিত্র তৈরীর ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন! তিনি এ বিষয়ে একটি বই লেখার কাজও করছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি য়োগমুক্ত হলে সস্ত্রীক লণ্ডনে ফিরে যান। লেডী ফ্রান্সেসও তাঁদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটে তিন সপ্তাহ আগে। ব্যস তার পরের কথা ম্যানেজার আর কিছু জানেন না। আর তাঁর পরিচারিকা চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাঁর বিদায় নেবার মাত্র কয়েকদিন আগে।

বাড়িওয়ালি এবার বলল—'শুধু কি এ-ই নাকি মশাই! গাট্টা গোট্টা এক যুবকও একই উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছিল। মুখভর্তি দাড়ি। চাষাভূষোর মত চেহারা। জাতিতে ইংরেজ।'

বাড়িওয়ালির বিবরণের সঙ্গে আমার বন্ধুবর শার্লক হোমস-এর দেয়া বিবরণটির যথেষ্ট মিল রয়েছে দেখলাম!

আমার মনের কোণে একটা রহস্য ক্রমেই জটিল রূপ ধারণ করতে লাগল। এ পযন্ত যেটুকু জানতে পারলাম তা হচ্ছে, এক সহজ সরল ধর্মপ্রাণা মহিলার পিছু নিয়েছিল এক হিংস্র নেকড়ে। আর এ-ও সত্য শয়তানটাকে লেডী ফ্রান্সেস যমের মত ভয় করে। আর তা যদি না হ'ত তবে তাঁর সেখানে পালিয়ে যাওয়ার কোন দরকারই ছিল না। তাতেও রেহাই নেই! শয়তানটি তাঁর খোঁজে ছুটত না। তাঁকে বাগে ফেলাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য, বুঝতে বাকী রইল না। আর এরই জন্যই কি তিনি দীর্ঘদিন মৌনব্রত ধারণ করে কাটাচ্ছেন? ধর্মপ্রচায়ক এবং তাঁর পত্নীর পক্ষে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে কি? কী গোপন ষড়যন্ত্র রয়েছে লেডী ফ্রান্সেস-এর বরাতে, তা-ই আমাকে জানতে হবে। উদ্ধার করতে হয়ে সে রহস্য।

আমার অগ্রগতি দ্রুত তালে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ইতিমধ্যে

রহস্য ভেদের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। এ সব কথা উল্লেখ করে আমি হোমসকে একটি চিঠি দিলাম। চিঠি পেয়ে সে আমার কাছে ডাঃ শ্লেংশিঙ্গার-এর ডানকানের বিবরণ জানতে চেয়েছে। তার কথাটিকে আমি হাল্কা রসিকতা বলেই জ্ঞান করি। আসলে তার টেলিগ্রামটি আসার আগেই আমি পরিচারিকা মারি'র খোঁজ করতে মঁতলেলিয়ের যাত্রা করেছিলাম।

পরিচারিকা নিশ্চিন্ত ছিল, তার কর্ত্রী বিয়ে করতে চলেছেন। বিয়ের পর তাকে অবশ্যই চাকরি ছাড়তে হবে। এরকম আশঙ্কা করে সে আগেভাগেই চাকরি ছেড়ে দিয়েচিল। কথা প্রসঙ্গে সে এ-ও বলল তার কর্ত্রী ব্যাডেলে বসবাসকালে তার সঙ্গে রুক্ষ আচরণ করতেন।

অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো বলতে বলতে সে হঠাৎ সচকিত হয়ে বলল—'ঐ যে শয়তানটা এখনও ঘুর ঘুর করছে। এক্ষণি যার কথা আপনার কাছে বলছিলাম সেই শয়তানটা বিচ্ছুর মত পিছন পিছন ঘুর ঘুর করছে।

আমি অতর্কিতে পিছনের খোলা জানালা দিয়ে উঁকি মারকেই দেখি কালো দাড়িওয়ালা যুবকটা বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে ধীরপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, আমার মতই সে-ও পরিচারিকাটির খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে তার সামনে গেলাম।

লোকটা আমার দিকে বিরক্তি-মিশ্রিত জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল। আমি কোনরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি প্রশ্ন করলাম—'আপনি কি ইংরেজ?'

'—হলেই বা দোষের কিছু আছে কি?'

'—আপনার নামটি জানতে পারি কি?'

'—না।'

আমি এবার আসল প্রশ্ন করে বসলাম—'বলুন ত, লেডী ফ্রাঁন্সেস কোথায়? কেন তাঁর পিছনে লেগেছেন?

শয়তানটা আমার কথার জবাব ত দিলই না, উপরন্তু ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আচমকা আমার গলা টিপে ধরল। এক রেস্টুরেন্ট থেকে এক ফরাসী কর্মচারী মোটা একটি কাঠের টুকরো নিয়ে ছুটে এসে। শয়তানটার হাতে এমন জোরে যা মারল যে লোকটা যন্ত্রণায় ছটফট করতে একটু আগে আমি যে-বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছিলাম সে-বাড়িতে ঢুকে গেল।

আমি ফরাসী রেস্টুরেন্ট কর্মীটাকে ধন্যবাদ জানাতে যাব ঠিক সে-মুহূর্তে মুচকি হেসে বলল—'ডাক্তার, পুরো ব্যাপারটাকে তুমি জট পাকিয়ে ফেলেছ। তাই আমার সঙ্গে আজ রাত্রের ট্রেনেই তোমায় লণ্ডনে ফিরে যাওয়া দরকার।

আমি বন্ধুবর শার্লক হোমস'কে নিয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক হোটেলকর্মী একটা কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকল। হোমস কার্ডটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকে বলল—'ঠিক আছে আসতে দাও।

পরমুহূর্তেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দাড়িওয়ালা লোকটা ঘরে ঢুকল। আমাকে সামনে বসে থাকতে দেখেই সে কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। বেশ একটু রাগত স্বরেই বলল—'মিঃ হোমস, আপনার চিঠি পেয়ে আমি ছুটে এলাম।

আমি হোমস এর বন্ধু কথাটির কানে যেতেই লোকটি কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় বলল—'আপনার তেমন কিছু লাগেনি নিশ্চয়ই। আমি মহিলাটিকে আঘাত করেছি, আপনার মুখে কথাটি শোনামাত্র আমার মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে গিয়েছিল। ইদানিং আমার সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি যে জীবিত একটা কার কাছে শুনেছেন, বলুন ত?'

'—মিস ডব্‌নির মুখে শুনেছি। আপনার কথা তার মনে আছে। আপনি দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার আগে থেকেই তিনি আপনাকে চেনেন।

'—এযে দেখছি, আমার নাড়ি নক্ষত্র পর্যন্ত আপনার নখ দর্পণে। তবে ত আর সত্য গোপন করার চেষ্টা বৃথা। মিঃ হোমস, আপনি এটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পারেন লেডী ফ্রান্সেস'কে আমি খুবই ভালবাসতাম। যখনকার কথা বলছি, তখন আমি এক ভবঘুরে ছন্ন-ছাড়া যুবক। কিন্তু অবাক কাণ্ড তা সত্ত্বেও সে আমাকে ভালবাসত আপনি শুনলে হয়ত অবাক হবেন,আমাকে ভালবাসত বলেই সে আজ সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করছে। ইতিমধ্যে অনেকদিন পার হয়ে গেল। পরে বার্টন গিয়ে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছে। আমি এবার ভাবলাম, তার খোঁজ করি। ইতিমধ্যে আমার প্রতি তার খারাপ ধারণার পরিবর্তন হলে হতেও পারে। আবার তাকে খুঁজতে গেলাম। শোনলাম সে শহর থেকে চলে গেছে। তার খোঁজ ব্যাডেনে এসে শুনলাম, তার পরিচারিকাটি এখানে থাকে। আমি উচ্ছৃঙ্খল জীবন ছেড়ে সবে ভদ্র সামাজিক জীবন যাপন করতে শুরু করেছি। সত্য বলতে কি, ডাক্তার ওয়াটসনের কথায় আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ, লেডী ফ্রান্সেস এর কি খবর, কি হয়েছে তার ?'

—তার খোঁজ আমরাও করছি। ভাল কথা, লণ্ডনে কোন ঠিকানা আপনি থাকেন। বলবেন কি ?

'—স্থায়ী ঠিকানা বলতে ল্যাংহাম হোটেলে।'

'—ঠিক আছে। আপনি সেখানেই চলে জান। খোঁজ করলেই যেন পাই। কথা দিচ্ছি। লেডী ফ্রান্সেস-এর নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমার কার্ডটি রেখে দিন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।' আমার দিকে তাকিয়ে এবার বলল ওয়াটসন, তবে মিসেস হাডসন'কে টেলিগ্রাম করে দিছি, কি বল ?'

তারপরই আমরা বন্ধুবর হোমস এর বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ি ফিরে এলাম। সেখানে পৌছেই আমরা একটি টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে

লেখা, দু'টি শব্দ 'খাঁজ কাটা কাটা'। টেলিগ্রামটি ব্যাডেল থেকে এসেছে। হোমস শব্দ দুটির দিকে আঙুল-নির্দেশ করে বলল—'এর মধ্যেই সব রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। তোমার হয়ত মনে আছে, এক পাদরি সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম. মনে আছে কি? হোটেলের ম্যানেজার এংলিশার হুক আমার টেলিগ্রামের জবাবে এ-টেলিগ্রামটি করেছেন। এবার বলছি, শোন, 'খাঁজ কাটা কাটা শব্দ দুটোর সাহায্যে বুঝাছে, এক বিচক্ষণ কুটবুদ্ধি সম্পন্ন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ায় যে দুষ্কৃতকারী দলটির উদ্ভব ঘটেছে, আমাদের এ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির শয়তানটি তাদেরই একজন। সহায় সম্বল ও অভিভাবকহীনা মহিলাদের দলে নিয়ে যে-কোন নক্কারজনক কাজ হাসিল করে তারা। ফে্জার নামে এক মহিলা তাদের অন্যতমা। উননব্বইয়ে এডেলএডে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে কামড়ে দেয়া হয়েছিল। এবার আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—'ডাক্তার, অদৃষ্টবিড়ম্বিতা মহিলাটি এ-কুচক্রী শয়তানদের হাতে পড়েছেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ডব্‌লি বা অন্য কোন আত্মজনের কাছে টেলিগ্রাম বা চিঠি লিখে যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগটুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না। আমার বিশ্বাস, মহিলাটি লণ্ডন শহরের কোথাও না কোথাও রয়েছেন। কিন্তু কোথায়, এমুহূর্তে ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। বিকেলের দিকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে বন্ধুবর লেষ্ট্রেড-এর সঙ্গে এব্যাপারে পরামর্শ করব ভাবছি।

হোমস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে লেষ্ট্রেড-এর সঙ্গে রহস্যটি নিয়ে বহুক্ষণ শলাপরামর্শ করল। কিন্তু কোন হিল্লেই করতে পারল না। সরকারী পুলিশের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যই পাওয়া গেল না। সুবিশাল লণ্ডন শহরের ভিড়ে আমাদের বাঞ্ছিত তিন-তিনটি শয়তান কোথায় যে ঘাপটি মেরে রইল যার এতটুকুও হদিস পর্যন্ত পাওয়া গেল না। পুরো একটি সপ্তাহ হন্যে হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি

দাপাদাপি করে সামান্য একটু আশার আলো দেখা গেল। সাহেবী আমলের একটি রূপোর লকেট ওয়েস্টমিনিস্টার বেডিংটন রোডের এক দোকানে বাঁধা রাখা হয়েছিল। যে বন্ধক রেখেছিল সে লোকটি নাকি ধর্মযাজকের মত নাদুসনুদুস এক সুদেহী পুরুষ। লোকটি যে নাম ঠিকানা দিয়ে গেছে তা আদৌ সত্য নয়। কালের ব্যাপারটি কেউ লক্ষ্য করে নি। যেটুকু জানা গেছে তাতে মনে হচ্ছে, লোকটি শ্লো সঙ্গার ছাড়া কেউ নয়।

বন্ধু শার্লক হোমস-এর পরামর্শ অনুযায়ী দাড়িওয়ালা যুবকটি ইতিমধ্যে তিন তিনবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে। শেষবার এসে আমাদের কাজের অগ্রগতি এবং ধর্ম যাজকের মত দেখতে লোকটির কথা শুনে সে চমকে ওঠে। মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চোখে-মুখে ভীতির ছাপ ফুটে ওঠে। কাঁপা-কাঁপা গলায় গর্জে ওঠার চেষ্টা করে—'মিঃ হোমস, আমাকে যদি কিছু কাজের দায়িত্ব দিতেন!'

দাড়িওয়ালা যুবকটির অনুরোধে হোমস তাকে কিছু কাজে দায়িত্ব দিল।

হোমস কপালে চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বলল—গহনাপত্র বন্ধক দিতে এবার অন্য কোন কারবারীর কাছে যাবে। পুরনো জায়গায় যাবে না। তবে আমাদেরও নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। টাকা চাইতেই যখন পাচ্ছে তখন সহজে অন্য কোথাও যাবে না বলেই মনে করা যেতে পারে। বেডিংটন-এর শরণাপন্ন হবে বলেই মনে করব। আপনি সেখানে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবেন। যদি সে দোকানে আসে গোপনে তার পিছু নেবেন। বোকার মত কোন কাজই করতে যাবেন না। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টাও করবেন না। মোদ্দা কথা, আমার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করতে চেষ্টা করবেন না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার কিছু পরে সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বেকার স্ট্রিটে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। গলা ছেড়ে বলতে লাগল—

'পেয়েছি। তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। চেয়ারে বসে বলল—'মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে সে দর্শন দিয়েছে। এবার তার স্ত্রী এসেছে। আগের লকেটটিরই জোড়া লকেটটি এনেছিল।'

'—সেই ইংরেজ মহিলা। হোমস গম্ভীর স্বরে বল্‌ল।

'—অফিস থেকে বেরিয়ে সে ক্যানিংটন রোড ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল। আমি চিনে জোঁকের মত তার পিছু নিলাম। একটি দোকানে ঢুকে কাউনটারে দাঁড়িয়ে এক মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। হঠাৎ আমার কানে গেল সে মহিলাটিকে বলছে—'হ্যাঁ, দেরী একটু হয়েছে ঠিকই। কাউনটারে বসে থাকা মহিলাটি বেশ একটু রাগত স্বরেই বলে উঠল—'অনেক আগেই পাঠিয়ে দেয়া দরকার ছিল। মিঃ হোমস তারপর আমি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। পিছন ফিরে দেখি, স্ত্রীলোকটি দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে যেমন ইতস্তত তাকিতুকি করছিল তাতে মনে হল আমার উদ্দেশ্য সে অনুমান করতে পেরেছে। এবার সে টেক্সি ডেকে উঠে পড়ল। বরাতগুণে আমিও একটিও খালি টেক্সি পেয়ে তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ছত্রিশ নম্বর পোলটটি স্কোয়ারে সে নেমে গেল। আমি গাড়ী দাঁড় করালাম না। বাড়িটার নম্বর নোট বইয়ে টুকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

গাড়ীতে বসে হোমস বলল—ডাক্তার, পুরো ব্যাপারটি একবার বিচার বিবেচনা করে দেখা যাক। দুস্কৃতকারীর দল সহজ সরল মহিলাটিকে প্রবঞ্চনা করে লণ্ডনে এনে হাজির করেছে। তাঁর বিশ্বাসী পুরনো পরিচারিকাটিকে কৌশলে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর মহিলাটির জন্য সুন্দর একটি বাসস্থল ব্যবস্থা কবর দিয়েছে। বাড়িতে ঢুকয়েই তার কাছ থেকে গহণাপত্র যা কিছু ছিল ছিনিয়ে নিয়ে বন্দী করে রেখেছে দুস্কৃতকারীর দল। গহনাগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছু এরই মধ্যে বিক্রী করতে শুরু দিয়েছে। তাঁকে মুক্তি দিলে তাদের চরম বিপদ। দীর্ঘদিন কাউকে বন্দী করে রাখলেও আজ না হোক কাল চরম বিপদের মধ্যে পড়তেই হবে তাদের। তাই তাকে হত্যা করে

মৃতদেহ গায়েব করে ফেলা অনেক নিরাপদ। আর একটি দিক নিয়ে বিচার-বিবেচনা করলে আমাদের সামনে প্রকৃত সত্য অনেকখানি স্পষ্ট দেখা দেবে। আমরা যদি শবাধারটিকে সামনে রেখে ক্রমে পিছিয়ে যেতে থাকি তবে কি দেখতে পাব ডাক্তার? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শবাধারটি মহিলাটির মৃত্যুর কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। খুন করলে বাড়ির পিছনের বাগানটিতেই কবরস্থ করা হবে। তাই বলছি কি, তাকে এমন কোন বিশেষ ধরণের বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে যাতে ডাক্তারী প্রমাণে বিষ মোটেই ধরা পড়বে না। আরও আশ্চর্য-জনক ব্যাপার হচ্ছে, নিজেদের লোক ছাড়া কোন না কোন ডাক্তারকে মহিলাটীর কাছে যেতে দেওয়া হয়েছে।

দাড়িওয়ালা মিঃ গ্রীণ বর্ণিত সে দোকানটী সামনে যেতে হোমস গাড়ী দাঁড় করতে বলল, এবার আমাকে বলল—ডাক্তার, তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করে এস ত, মৃতদেহর সৎকার করে নাগাদ করা হবে?

আমি-হোমস-এর নির্দেশ পালন করলাম। দোকানের কাউনটারে বসে থাকা মহিলা জানাল, আগামীকাল ঠিক সকাল আটটায় কাজ শুরু করা হবে।

হোমস এবার গোষ্টান স্কোয়ারের সুউচ্চ বাড়িটার দরজার ঘণ্টা বাজাল। দরজা খুলে গেল। আবছা অন্ধকারে এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন। ছোট্ট করে জিজ্ঞাসা করল—কি চাই?

হোমস স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—একবারটী ডাঃ স্লেসিঙ্গারের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।

—দুঃখিত। ডাঃ শ্লেসিঙ্গার নামে কেউ এখানে থাকে না। কথাটী বলেই মহিলাটী দরজাটী বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। হোমস এইরকম আশঙ্কা করছিল। তাই পা দিয়ে দরজার পাল্লাটীকে চেপে রেখেছিল। আবার সে বলল—হয়ত নামটী ভুলও হতে পারে। কিন্তু এখানে যে থাকেন তার সঙ্গেই দেখা করতে চাচ্ছি।

—ভাল কথা। আসুন তবে। আমার স্বামী কারো ব্যাপারেই ভীত নন। এখানে বসুন। অমি এক্ষুনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমরা চেয়ার টেনে বসলাম। মিনিট দু-তিনের মধ্যে দাঁড়ি কামানো পরিষ্কার মুখ ও বিশাল টাকযুক্ত এক মাঝ বয়সী পুরুষ আমাদের সামনে এসে দাড়ালেন। চোখে-মুখে ধীরতার ছাপ। গম্ভীর ও পরিষ্কার গলায় তিনি বললেন, শুনুন, নিশ্চয়ই কেউ আপনাদের ভুল পথে পরিচালিত করছে! ভুল জায়গায় এসে হাজির হয়েছেন।

বন্ধুবর শার্লক হোমস দৃঢ়তার সঙ্গেই বললে—ভুল আমি অবশ্য করিনি। আপনিই এডেলহেড-এর হেনরি পিটার্স ব্যারেন আর দক্ষিণ আমেরিকার ডাঃ শ্লেংসিঙ্গার।

ভদ্রলোক ঠোটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—মিঃ হোমস আপনার নাম শুনে কুকড়ে যাওয়ার পাত্র আমি নই। জানতে চাচ্ছি, আমার বাড়িতে হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

আমরা জানতে চাচ্ছি, লেডী ফ্রানসিকে কি করেছেন? কোথায় তিনি? বলুন কোথায় তিনি? বলুন কোথায় তিনি?

এবার পিটার্স মুখ খুলল—সে মহিলাটি কোথায়, আমাকে জানালে বাধিত হব। আমি তার কাছে প্রায় একশ' পাউণ্ড পাই। বাজে তুটো লকেট দিয়ে এত অর্থ আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছেন। তার সন্ধান দিতে পারলে আমার বিশেষ উপকার হয়।

তাঁর খোঁজেই ত আমি এখানে ছুটে এসেছি। আপনার বাড়িটি একবারটি তল্লাসি করে দেখতে চাচ্ছি।'

'—উত্তম। কিন্তু পরোয়ানা ছাড়া ত আমার বাড়ি তল্লাসি করতে দিতে পারছি না।'

হোমস বলল—'ওয়াটসন, হাতে সময় খুবই কম। মিঃ পিটার যদি আমাদের বাধা দিতে এগিয়ে আসেন, আপনার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে, জেনে রাখবেন। এবার ভালয় ভালয় বলুন ত শবাধারটি কোথায়?'

হোমস লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। খাবার ঘর। ঘরের একপ্রান্তে একটি আলো জ্বলছে। পাশেই শবাধারটি রয়েছে।

হোমস ব্যস্তহাতে তার ঢাকনাটি তুলে দেখে একটি শীর্ণ, ফ্যাকাশে ও প্রায় কোঁকড়ানো একটি মৃতদেহ তার মধ্যে রয়েছে। মনে হচ্ছে দীর্ঘ রোগভোগের ফলেই চেহারার এ হাল। কিছুতেই ফ্রান্সেস-এর মৃতদেহ মনে করা যায় না।'

'—মিঃ হোমস, শুনুন তবে, এ-মহিলাটি আমার স্ত্রীর বৃদ্ধা নার্স। রোজা পোণ্ডার তার নাম। ব্রিক্সটন ওয়ার হাউস। দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে তাকে নিয়ে এসে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। তৃতীয় দিনে তার মৃত্যু হয়। সার্টিফিকেটে ডাক্তার লেখেন বার্ধক্য জনিত ক্ষয়ে তার মৃত্যু হয়। কফিন আনিয়ে রেখেছি। আগামী কাল সকালে তার সৎকার করা হবে।

আমাদের এবারের লক্ষ ডাক্তার। তিনি মৃতের সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম, বৃদ্ধার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। চক্রান্ত বা রহস্যের নামগন্ধ ও নেই এতে। ব্যস, এর বেশী কিছু তিনি আর বলতে পারলেন না।

আমার ডাক্তারের কাছ থেকে বেরিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গেলাম। ওয়ারেণ্টের ব্যাপারে আইনগত কিছু বাধা ছিল। তাই দেরী হচ্ছিল। পরদিন সকালেই আগে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর পাওয়া সম্ভব নয়।

রাত্রি প্রায় বারোটায় পুলিশ-সার্জেনট এসে জানালেন, সেই অন্ধকার বাড়িটার জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে আলোক রশ্মি দেখা গেছে। তবে সে-বাড়িতে কেউ ঢোকেনি, বেরোয়ওনি। সকাল পর্যন্ত বাড়িটির দিকে নজর রাখতে হবে।

বন্ধুবর শার্লক হোমস সারারাত্রি নির্ঘুম অবস্থায় কাটিয়ে রহস্যটির সমাধানের কথা চিন্তা করছে।

সকালে আমাকে ডেকে তুলল। বলল—'ডাক্তার, সাতটা কুড়ি। মৃতদেহের সৎকার আটটায় হবার কথা। দেরী হয়ে গেলে আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

আমরা রওনা হলাম। আটটা দশে সে-বাড়ির দরজায় পা দিয়ে দেখি শব শকটটি দরজায় দাঁড়িয়ে। হোমস দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে দেখে তিনটি লোক শবাধারটি কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে। হোমস তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে একটি লোকের বুকে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ক্রুদ্ধ লিটার্স চেঁচিয়ে উঠল—করছেন কি! পরোয়ানা কোথায়?

'—শীঘ্রই আসছে, পরোয়ানা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের। শববাহকরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা শবাধারটি নামাল। হোমস পকেট থেকে স্ক্রু ড্রাইভার বের করে বলল—'ডাক্তার এই নাও স্ক্রু ড্রাইভার। শবাধারটি খুলে ফেল।' আমি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শবাধারের ঢাকনাটি খুলে ফেললাম। দেখলাম, একটি মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। মাথায় ন্যাকড়া ভিজিয়ে ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে। অজ্ঞান করার ওষুধ। মুখও ঢাকা। হোমস ওষুধে ভেজা ন্যাকড়াটি সরালে নিশ্চল-নিথর একটি মহিলার মুখ দেখা গেল।

হোমস চেঁচিয়ে উঠল—'ডাক্তার সব শেষ হয়ে গেছে বোধ হয়!

কিছুক্ষণ পরে ইথার ইনজেকশন প্রয়োগ করে বিজ্ঞানসম্মত নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর সংজ্ঞাহীন মহিলাটির জ্ঞান ফিরল।

এমন সময় পরোয়ানা মিশে লেস্ট্রেড হাজির হলেন। শবাধারের মহিলাটি চোখ মেলে তাকালেন। হোমস বলল—'আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেডী ফ্রান্সেসকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত।'

—সমাপ্ত—